No. 383. December, 1896.

বামাবোধিনী পত্রিকা

BAMABODHINI PATRIKA

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৪ বর্ষ ৩৮৩ সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ, ১৩০৩—ডিসেম্বর, ১৮৯৬। | ৬ষ্ঠ কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

যেমন হাঁড়ি তেমনি সরা—আমেরিকার যুক্তরাজ্যের নূতন প্রেসিডেণ্ট (Mc kinly) ম্যাক-কিন্‌লীর পত্নী বাত্রিষ্টার হইয়াছেন।

শতাব্দীর মনুষ্য—মহাত্মা জর্জ ওয়াসিংটন ইংরাজী ১৭৯৯ সালের শেষ মাসের শেষ দিনের শেষ ঘণ্টায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন!

মহারাণীর গুরুভক্তি—সাম্রাজ্ঞী বিক্‌টোরিয়া তাঁহার হিন্দুস্থানী শিক্ষক মুন্‌সী আবদুল করিম আসিতেছেন সংবাদ পাইয়া এক দূতদ্বারা ফ্রান্সের কালে হইতে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনেন এবং আপনার বাল্‌মোরাল, প্রাসাদভূমির এক অংশে সস্ত্রীক তাঁহার বাসের ব্যবস্থা করেন।

মহারাণীর সুসংবাদ—অধ্যাপক পেজেনষ্টেকারের চিকিৎসায় মহারাণীর চক্ষুরোগের উপশম হইয়াছে। এখনি তিনি চশমার সাহায্যে বেশ লিখিতে ও পড়িতে পারেন।

রুস-রাজদম্পতী—রুসিয়ার সম্রাট্ ও সাম্রাজ্ঞী ইউরোপের নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন।

ভারতের প্রতি রুসের টান—রুসেরা মার্ব হইতে খুস্ক পর্য্যন্ত রেলপথ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছেন। ভারতের দুর্ভিক্ষ সংবাদ পাইয়া রুসেরা অভয় দান করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, রুসিয়ায় প্রচুর গম জন্মিয়াছে, আমেরিকা অপেক্ষা কম মূল্যে উহা তাঁহারা যোগাইতে পারেন।

ব্রহ্মের শস্য—সুবৃষ্টিহেতু ব্রহ্মদেশে প্রচুর ধান্য জন্মিয়াছে, তাহা ভারতে আমদানী হইতেছে।

মার্কিণ শস্য—আমেরিকার কালিফর্ণিয়া হইতে এক জাহাজ গম ভারতে আগতপ্রায়। আরও শস্য আসিবে।

হাবড়া পুলের আয়—গত বর্ষে আয় ১৯ হাজার টাকা বেশী হইয়া ১,৬৪,১৫৮ টাকা হইয়াছে।

হাতোয়ার বন্দোবস্ত—মৃত রাজার একমাত্র পুত্র নাবালক বলিয়া হাতোয়ার বিষয় সম্পত্তি স্থানীয় কলেক্টরের হস্তে থাকিবে। রাজকোষে নগদ ৪০ লক্ষ ও কোম্পানীর কাগজ ১০ লক্ষ, মোটে ৫০ লক্ষ টাকা মজুত আছে।

কলিকাতার লর্ড বিশপ—ইনি আগামী বর্ষে ল্যাম্বেথ মেলায় গিয়া আর্চবিশপ বা প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ উপাধিতে ভূষিত হইবেন।

পোপের ক্রিয়াশীলতা—বর্ত্তমান পোপ বৃদ্ধ হইলেও দিবারাত্রি কার্য্যে ব্যস্ত, রাত্রিতে ২ঘণ্টা মাত্র নিদ্রা যান। অন্য কার্য্য না থাকিলে লাটিন ভাষায় কবিতা লেখেন।

নাই যা, চাই তা—এসকুইমা নামক অসভ্য জাতি চিরকাল বরফের মধ্যে বাস করে। তাহাদের বিশ্বাস পরলোকে শীত নাই, কেবলই মধুর গ্রীষ্ম !!

বোম্বাইয়ে মারী—অকটোবরের শেষ সপ্তাহে বোম্বাইয়ে মৃত্যুসংখ্যা ৩৯৮, পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা ৯২ অধিক। বিউবোনিক পীড়ায় মৃত্যুসংখ্যা শতকরা ৬০।৭০।

ভূ-তত্ত্ব—সমগ্র পৃথিবীর লোকসংখ্যা ১২০ কোটি। তাহাদের মধ্যে জাতি ৭২, ধর্ম্ম ১০০০ এবং ভাষা ৩০০০ প্রকার। স্ত্রীপুরুষের গড়পড়তা পরমায়ু ৩৮, লক্ষের মধ্যে ১জন শতায়ু। প্রতি মিনিটে জাত ৭০, মৃত ৬৭ জন।

শ্বেত হরিণ—মুরসিদাবাদের নবাব কলিকাতা পশুশালায় দুইটী হরিণ দিয়াছেন, তাহাদের অঙ্গ শ্বেত এবং চক্ষু লাল।

কবিতা পর্ব্বত—ইংলণ্ডেশ্বরী তাঁহার এক নাতির জন্মোপলক্ষে এত কবিতালিপি পান যে তাহা ওজনে ১৪ মণ (আধ টন) হইয়াছিল।

লবণের আয়—গত সেপ্টেম্বরে ভারতবর্ষে ২৬ লক্ষ, ৭২ হাজার মণ লবণ বিক্রয়ে ৬৪ লক্ষ, ৩০ হাজার টাকা মাসুল উঠিয়াছে।

সিবিল সার্ব্বিসের মূল্য বৃদ্ধি—সার্ব্বিস কমিসনেরা বলিয়াছেন যে, সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষোত্তীর্ণেরা যেমন ভারতে তেমনি ইংলণ্ডেও উচ্চপদ লাভের অধিকারী।

ভয়ঙ্কর কাণ্ড—আর্ম্মেণীর হত্যায় অনূ্যন ৫০ হাজার বালক বালিকা পিতৃমাতৃহীন হইয়াছে।

স্ত্রী-ইঞ্জিনিয়ার—কুমারী বার্থো জিলাম আমেরিকার একমাত্র স্ত্রী-বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ার। গত কয়েক বৎসরে তিনি অনেক বৈদ্যুতিক কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন।

ক্ষয়কাশের ঔষধ—এই রোগ

আরোগ্য করা শিবের অসাধ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার কোনও ঔষধ আবিষ্কৃত হইলে জীবলোকের পরম কল্যাণ। অম্লজনের সার (ozone) অজোন ইহার অব্যর্থ ঔষধ বলিয়া কোন কোন ডাক্তার প্রচার করিয়াছেন। বার্লিনের যুবক ডাক্তার এরিচ ল্যাবহেল্ড গত বৎসর মোয়াবিট হাঁসপাতালে এক নূতন প্রণালীতে ৯৩টী রোগীর চিকিৎসা করেন, সকলেই নিরাময় হইয়াছে। চামড়ার নীচে অজোন ও কডলিবার তৈলের পিচকারী দেওয়া এই প্রণালী। এ দেশে ইহার পরীক্ষা আবশ্যক।

পঞ্জাবের ছোট লাট—পঞ্জাবের ছোট লাটের পদ শূন্য হওয়াতে মহীশূরের রেসিডেন্ট ম্যাকওয়ার্থ ইয়ং তৎপদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

দান—ব্রাডলীনাম্নী এক ধনাঢ্যা রমণী একটী শিল্পবিদ্যালয় স্থাপনার্থ চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদের হস্তে ৫০ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

কুমারী বেথুন—সুবিখ্যাত বেথুন সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্রী খিদিরপুরের অনাথ-আশ্রমের তত্ত্বাবধারিকা হইয়াছেন।

ডাক্তার বার্লো—চিকাগোর মহা ধর্ম্ম-মণ্ডলীর সভাপতি ভারতে আসিতেছেন।

বিবী হুইটেল্‌সী।

আবিগেল গুডরিচ্ হুইটেল্‌সী কনেক্টিকাটের অন্তঃপাতী রিজফিল্ডনামক একটী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম রেভারেণ্ড সামুয়েল গুড্রিচ। ইনি তৎকালে উক্ত গ্রামের ভজনালয়ে ধর্ম্মযাজকের কর্ম্ম করিতেন। কিছু কাল পরে ইনি বার্লিন নগরে স্থানান্তরিত হন। এই স্থানে অবস্থানকালে হুইটেল্‌সী বিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ করেন। ইহাঁর দুই সহোদর আপনাদিগের বিদ্যাবত্তাগুণে উত্তরকালে জনসমাজে সমাদৃত হইয়াছিলেন। বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকাগণের মধ্যে অনেকে পিটার পার্লির নাম শুনিয়া থাকিবেন। এই পিটার পার্লি ইহাঁর সহোদর। ইহাঁর প্রকৃত নাম মাননীয় সামুয়েল জি গুড্রিচ। অন্য সহোদরের নাম চার্লস এ গুড্রিচ। ইনি একজন সুপণ্ডিত ধর্ম্মযাজক ছিলেন। যে বংশে সুবিদ্বান্ সুসন্তান সকল জন্ম গ্রহণ করে, সে বংশ পবিত্র হয়। এই সন্তানত্রয় লাভ করিয়া রেভারেণ্ড সামুয়েল গুড্রিচ যে কেবল একটী বিদ্বান্ পরিবার সংগঠন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এমন নহে, পরন্তু ইহাঁরা সকলেই এমনই ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন যে, ইহাঁদের সম্মিলনে একটী পবিত্র ধর্ম্মমণ্ডলী সংগঠিত হইয়াছিল।

কুমারী গুড্রিচ যে সকল শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর অধীনে শিক্ষা লাভ করেন, তাঁহাদিগের অসাধারণ বিদ্যাবত্তা ও ধর্ম্ম-

পরায়ণতা উভয়ই অতি অল্প বয়সেই তাঁহাতে সংক্রামিত হইয়াছিল। ১৮০৮ খৃঃ অব্দে ইনি রেভাঃ সামুয়েল হুইটেল্সী নামধেয় জনৈক ধর্ম্মযাজকের পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহাদের বিবাহে মণিকাঞ্চন-যোগ সংঘটিত হইয়াছিল। রেভাঃ হুইটেল্সী এক পল্লীগ্রামস্থ ভজনালয়ে পুরোহিতের কার্য্য করিতেন। এই পল্লীতে অবস্থানকালে বিবী হুইটেলসী তৎস্থানীয় রমণীবৃন্দের দুরবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহাদিগের সেবার জন্য আপনাকে প্রস্তুত করিতেছিলেন। কেমন করিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে হয়, কেমন করিয়া সন্তানপালন ও তাহাদিগের সুশিক্ষা বিধান করিতে হয়, ঐ সকল পল্লীবাসিনী রমণীরা তাহা অবগত ছিলেন না। অনেক স্থলে বিবিধ কুসংস্কার ইঁহাদের মধ্যে এত প্রবল ছিল যে,ইঁহাদের দ্বারা সাংসারিক সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, বরং অনেক সময়ে ক্লেশ ও অশান্তি শত গুণ বর্দ্ধিত হইয়া ইঁহাদিগের পারিবারিক জীবন দুঃখময় করিয়া তুলিত।

অবশেষে বিবী হুইটেল্সী স্থির করিলেন, এই সকল রমণীসমাজে যাহাতে সৎশিক্ষা প্রচারিত হয়, তাহার উপায় বিধান করিতে হইবে। এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি মাতৃসমাজের হিতসাধন উদ্দেশে একখানি সাময়িক পত্রিকা প্রচার করিলেন,ইহার নাম রাখিলেন"Mother's Magazine" অর্থাৎ মাতৃসমাজের পত্রিকা। এই সাময়িক পত্রিকাতে তিনি জননীগণের অভাব ও অভিযোগ ধারাবাহিকরূপে আলোচনা ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতে আপনাকে নিযুক্ত করিলেন। এই সাময়িক পত্রিকা পরিচালনকালে বিবী হুইটেল্সী আপনার শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। ইহাঁ দ্বারা কেবল তৎকালীন সাহিত্য নহে, পরন্তু নারীসমাজ যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছিলেন। কিছুকাল পরে তিনি আর একখানি সাময়িক পত্রিকা সম্পাদন করেন। ইহার নাম "Magazine for the Mothers and Daughters" অর্থাৎ মাতা ও কন্যাদিগের উপযোগী পত্র।

সাময়িক পত্রিকা সম্পাদন করিতে হইলে সম্পাদকের যেমন একদিকে প্রভূত বিদ্যাবত্তা থাকা প্রয়োজন,অন্যদিকে আবার তেমনি অসাধারণ বহুদর্শিতা থাকা একান্ত আবশ্যক। বিবী হুইটেল্সীর এই দুই গুণই ছিল। তিনি যাহাদিগের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহাদিগের অভাব ও অভিযোগ কি, তাহা সর্ব্বপ্রথমে বিশিষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তিনি সকল শ্রেণীর রমণীবৃন্দের সহিত মিশিতেন, প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিতেন ও তাহাদিগের আচার ব্যবহার পরিদর্শন করিতেন। এইরূপে তিনি অসাধারণ ভূয়োদর্শনলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি যাবজ্জীবন ন্যায় ও সত্য ও সদাচারের পক্ষপাতিনী ছিলেন। নির্ভীক ভাবে ন্যায় ও সত্যের উপাসনা

করা সম্পাদকের পরম ধর্ম্ম। বিবী হুইটেল্সী এই পরম ধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন।

কিছু কাল পরে ইহাঁর স্বামী নিউ-প্রেস্টন্ গ্রামের ধর্ম্মযাজকের পদ পরিত্যাগ করিয়া, অন্য এক মহত্তর কার্য্যে আপনাকে নিযুক্ত করিবার জন্য হার্টফোর্ড নগরে আগমন করেন। বিবী হুইটেল্সীও তাঁহার অনুগামিনী হন।

যে মহত্তর কার্য্যের জন্য ইহাঁরা প্রেস্টন নগর পরিত্যাগ করিলেন, আমাদের দেশেও সেই কার্য্যের সূত্রপাত হইয়াছে। বামাবোধিনীর পাঠিকাগণ অবশ্যই অবগত আছেন, কলিকাতা কলেজস্কোয়ারে কালা-বোবাদিগের জন্য একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এখানে কালা বোবা ছেলেরা লেখা পড়া, ছবি আঁকা, সেলাইয়ের কাজ প্রভৃতি শিক্ষা করিতেছে। কে জানিত বোবা-ছেলে কথা কহিতে পারে? ছেলে কালা বোবা হইলে, জনক জননীর আর দুঃখের অবধি থাকে না, কিন্তু সে দুঃখেরও অবসান হইতে চলিল। দয়াময়ের কৃপায় সকলই সম্ভব হয়। তাঁহার কৃপায় "অন্ধ চক্ষু পায়, খঞ্জ হেঁটে যায়, বোবা গীত গায়, বধির শুনে।" যাহারা জন্মাবধি বোবা ছিল, তাহারা এখন কথা কহিতে শিখিয়াছে। শুধু কথা কহিতে নয়, যাঁহার নাম লইলে জীবন সফল হয়, হৃদয় শীতল হয়, কুল পবিত্র হয়, গর্ভধারিণী কৃতার্থা হন, সেই "দয়াময়ী মা" তাহাদিগের মুখ হইতে বিনির্গত হইতেছে। তাহারা এখন করযোড়ে সজলনয়নে বলিতেছে, "মা দয়াময়ী দয়া কর!"

হার্টফোর্ড নগরে কালা বোবাদিগের জন্য একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হুইটেল্সী সস্ত্রীক এই আশ্রমের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন। প্রাগুক্ত আশ্রমটির নাম ছিল, "American Asylum of the Deaf and Dumb." ইহাঁদিগের উভয়ের তত্ত্বাবধানে এই আশ্রমটী অল্প কালের মধ্যে আশানুরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। কিছু কাল পরে নিউইয়র্ক প্রদেশের অন্তর্গত ইউটিকা এবং ক্যানান্ডেগুয়া নামক স্থানের আরও কয়েকটী বালিকা-বিদ্যালয় ও বয়ঃপ্রাপ্ত মহিলাদিগের শিক্ষালয়ের ভার ইহাঁদিগের হস্তে অর্পিত হয়। এই সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে গিয়া বিবী হুইটেল্সী তদানীন্তন রমণীবৃন্দের অবস্থা বিশিষ্টরূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। এই সকল কার্য্যে ইনি কিরূপ বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় তৎকর্ত্তৃক পরিচালিত সাময়িক পত্রিকা পাঠ করিলে জানা যায়। নারীজাতি মনুষ্যসমাজের অর্দ্ধাঙ্গ-রূপিণী। এই অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী নারীশক্তিকে অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারে নিমগ্ন রাখিয়া কোন সমাজ কোন কালে সমুন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। বিবী হুইটেল্সী এই মহাসত্য বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন।

বিবী হুইটেল্‌সী ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে ইউটিকা নগরে সর্ব্বপ্রথমে মাতৃসমাজের মুখপাত্র "Mother's Magazine" মুদ্রিত করেন। এই সম্পূর্ণ নূতন ধরণের সাময়িক পত্রিকার দীর্ঘ জীবন সম্বন্ধে অনেকের মন সন্দেহদোলায় আন্দোলিত হইয়াছিল। এই জন্য অনেকেই তাঁহাকে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কাহারও নিষেধে কর্ণপাত না করিয়া, স্বীয় সঙ্কল্প সাধনে যত্নবতী হইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, পরমেশ্বর চিরকাল সৎকার্য্যের নিত্যসহায়। তিনি যাহা করিতে যাইতেছেন,তাহা অসৎ কার্য্য নহে, অতএব কেন তিনি ইহাতে কৃতকার্য্য হইবেন না? কেন তাঁহার নবোদ্গম অঙ্কুরে আঘাতপ্রাপ্ত হইবে? তিনি উক্ত সাময়িক পত্রিকা মুদ্রিত করিলেন। অল্প কালের মধ্যে উহা মাতৃসমাজে যথেষ্ট সমাদর প্রাপ্ত হইল।

তাবৎ সংসারনীতি বিশুদ্ধ ধর্ম্মনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হউক, ইহাই হুইটেল্‌সীর প্রাণগত ইচ্ছা ছিল। প্রধানতঃ ইহাই তিনি তাঁহার সাময়িক পত্রিকার সাহায্যে প্রচার করিয়াছিলেন। সামাজিক উৎকর্ষ পারিবারিক উৎকর্ষের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। আবার পারিবারিক উৎকর্ষ ব্যক্তিগত উৎকর্ষের অধীন। মানবহৃদয়ে যে উৎকর্ষের বীজ নিহিত আছে, তাহা সর্ব্বপ্রথমেই জননীর তত্ত্বাবধানে অঙ্কুরিত ও বিকাশ প্রাপ্ত হইতে থাকে। জননী মানবসমাজের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান শিক্ষয়িত্রী। শিশু স্তন্যপান করিতে করিতে যে শিক্ষা লাভ আরম্ভ করে, এবং বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে জননীর নিকট যেরূপ শিক্ষা ও সংস্কার প্রাপ্ত হয়, তাহা প্রায় যাবজ্জীবন বিস্মৃত হয় না। শিশুহৃদয় কোমল মৃত্তিকা সদৃশ; মৃত্তিকার কোমল অবস্থাতে যেমন উহার দ্বারা যথেচ্ছরূপ কন্দুক প্রস্তুত করিতে পারা যায়, শিশুহৃদয়কেও জননী যেমন ইচ্ছা সেইরূপ গঠন করিয়া লইতে পারেন। এই মানুষ প্রস্তুত করিবার ভার ঈশ্বর সর্ব্বপ্রথমেই জননীর উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। অতএব পরমেশ্বর নারীজাতির উপর যে মহত্তর কর্ত্তব্যভার অর্পণ করিয়াছেন, যাহাতে রমণীগণ সেই কর্ত্তব্য সম্যক্ পালন করিতে সমর্থ হন, এই জন্য তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে প্রস্তুত হইতে হইবে। সর্ব্বপ্রথমে জননীদিগকে সমুৎকর্ষ লাভ করিতে হইবে। জননীর উৎকর্ষের উপর সন্তানের উৎকর্ষ, সন্তানের উৎকর্ষের উপর পারিবারিক উৎকর্ষ, পারিবারিক উৎকর্ষের উপর সামাজিক উৎকর্ষ এবং সামাজিক উৎকর্ষের উপর পৃথিবীর বা মানবসাধারণের উৎকর্ষ সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। ইহাই মানবসমাজের সমুৎকর্ষের মূলসূত্র। বিবী হুইটেল্‌সী এই মূলসূত্র ধারণ করিয়া মাতৃসমাজের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। যাবজ্জীবন অপরাজিত-চিত্তে মাতৃসমাজের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার

ব্যবসায় যে ফলপ্রসূ হয় নাই, তাহা কে বলিতে পারে?

বিবী হুইটেল্‌সীর কার্য্যক্ষেত্র সামান্য গণ্ডিতে সম্বদ্ধ ছিল না। কি স্বদেশে, কি বিদেশে, সর্ব্বত্রই মাতৃসমাজের মধ্যে যাহাতে এক মহদ্‌যোগ সংস্থাপিত হয়, তদ্বিষয়ে তিনি আশাপূর্ণ হৃদয়ে কাল প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি তাঁহার প্রথমজাত পুত্রকে বিদেশে ধর্ম্ম প্রচারার্থ ঈশ্বরচরণে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার সন্তানগণ সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া জনসমাজে সমাদৃত হইয়াছিলেন।

শ্রীমহেন্দ্র নাথ হালদার।

পারিবারিক সংগীত।

রামপ্রসাদী সুর।

হব মা তোমার কোলের ছেলে,
তুমি যাবে কোথায় আমায় ফেলে?
কোলের ছেলে কোলে ব'সে, বিনা ভাড়ায় যায় মা রেলে;
আমি তোমার কোলে ভবসিন্ধু পার হব মা অবহেলে (বিনামূলে)।
বড় ছেলে কত বলে—কত চলে আপন বলে।
(ও মা) কোলের ছেলে কেঁদে কেঁদে ডাকে কেবল মা মা বলে।
স্তনসুধা পান করিয়ে ভবক্ষুধা যাব ভুলে,
আর দিবানিশি মুখশশী নিরখিব কুতূহলে।
ভজন সাধন জানি না মা শাস্ত্রবিধি কোথায় মেলে?
আমার ধরম করম মুক্তি মোক্ষ সব মা তোমার চরণতলে।

কন্যাত্রয়। *

স্বর্গের দেবতা আমরা দেখিতে পাই না। কিন্তু পিতা মাতা আমাদিগের প্রত্যক্ষ দেবতা। যে পুত্রকন্যা পিতা মাতাকে হৃদয়ের সহিত ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে পারেন, আপনার সুখস্বাচ্ছন্দ্যে উদাসীন হইয়া তাঁহাদিগের মনস্তুষ্টির জন্য প্রাণপণ করিতে পারেন এবং সুখে দুঃখে সকল অবস্থায় তাঁহাদিগের সেবা শুশ্রূষা করা

* মহাকবি সেক্সপিয়ারের "King Lear" নামক উপাখ্যানের সারভাগ সঙ্কলিত।

অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া উপলব্ধি করেন, তাঁহারাই ধন্য। কিন্তু যে পুত্র কন্যা স্বার্থ-সিদ্ধি করিয়া পিতা মাতার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে, আপনার সুখৈশ্বর্য্য সংবর্দ্ধনের জন্য তাঁহাদিগের অশান্তি ও অমঙ্গল উৎপাদনে কিঞ্চিৎ মাত্রও কুণ্ঠিত হয় না, তাহারা মানুষ হইয়াও পশু, বিদ্বান্ হইয়াও মূর্খ, জ্ঞানী হইয়াও অজ্ঞ।

অশীতিপর বৃদ্ধ ব্রিটনরাজ লিয়র রাজ-কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণপূর্ব্বক অবশিষ্ট জীবন ধর্ম্মালোচনায় অতিবাহিত করিবেন স্থির করিলেন। তাঁহার পুত্রসন্তান ছিল না, এজন্য কন্যাত্রয়কে সম্মুখে আনয়ন-পূর্ব্বক তাহাদিগের পিতৃভক্তি অনুসারে সাম্রাজ্য বিভাগ করিয়া দিবেন এই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা আলবানির ডিউক-পত্নী গনেরিল পিতৃসমীপে উপস্থিত হইয়া কহিল, "পিতঃ, আমি আপনাকে কিরূপ ভালবাসি তাহা বাক্য দ্বারা কিরূপে ব্যক্ত করিব? আপনি আমার নয়নের তারা, দেহের জীবন, আঁধারের আলোক। আমি ধন প্রাণ মান মর্য্যাদা সকলই পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু আপনাকে ক্ষণকাল নয়নান্তর করিতে পারি না।"

গনেরিলের চাটুবাদ প্রকৃত হৃদয়ের কথা মনে করিয়া বৃদ্ধরাজ বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহাকে স্বীয় রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ প্রদান করিয়া পরিতুষ্ট করিলেন।

বৃদ্ধরাজের দ্বিতীয়া কন্যা করণওয়ালের ডিউক-পত্নী রিগান পিতৃসমীপে উপস্থিত হইল। গনেরিলের ন্যায় রিগানও মিষ্ট-বাক্যে বৃদ্ধ রাজাকে পরিতুষ্ট করিতে কিছু মাত্রও পশ্চাৎপদ হইল না। বৃদ্ধ রাজা কন্যাদ্বয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতে লাগিলেন। তিনি রিগানকেও সমস্ত রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ প্রদান করিলেন।

অবশেষে ব্রিটনরাজ অবিবাহিতা কনিষ্ঠা কন্যা করডেলিয়াকে সম্মুখে আনয়ন করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন তাঁহার শেষ জীবনের আনন্দ কনিষ্ঠা কন্যা তাঁহার ভগ্নীদিগের অপেক্ষাও সুমিষ্টবাক্যে তাঁহার কর্ণকুহর শীতল করিবেন। কিন্তু কর্ডেলিয়া ভগ্নীদিগের ন্যায় মুখমধু বিষ-কুম্ভ ছিলেন না। তিনি পিতাকে হৃদয়ের সহিত ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন বটে, কিন্তু বাগাড়ম্বরে অতিভক্তি প্রকাশ করিতে ভাল বাসিতেন না। তিনি কর্ত্তব্যপরায়ণা ছিলেন, সত্য কথা ভাল বাসিতেন ও সত্যবাদীকে প্রাণের সহিত ভক্তি করি-তেন। তিনি বলিলেন, "পিতঃ! আপনাকে যেরূপ ভক্তি-শ্রদ্ধা উপযুক্ত, আমি সেইরূপই করিয়া থাকি।" বৃদ্ধরাজ কন্যার বাক্যে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং তাঁহাকে সতর্ক হইয়া কথা কহিতে কহি-লেন। কিন্তু কর্ডেলিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, "আপনি আমার পিতা, আপনারই প্রসাদে এ জীবন লাভ করিয়াছি, আপনার স্নেহ যত্নে এ দেহ বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে, সুতরাং আপনার সেই স্নেহ যত্নের

যথাসম্ভব প্রতিশোধ প্রদান করা আমার সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া, আপনাকে ভক্তি করা আমার নিত্য কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত।”

কন্যার বাক্যে লিয়র অতিমাত্র বিরক্ত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তিনি সত্য ও চাটুবাদের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারিলেন না; ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া কর্ডিলিয়াকে বঞ্চিত করিয়া রিগান ও গনেরিলকে রাজ্য সম্পদ অর্দ্ধার্দ্ধি সমভাবে বিভক্ত করিয়া দিলেন এবং স্বয়ং নামমাত্র রাজেশ্বর হইয়া এক শত অনুচর সহ নিয়মক্রমে কন্যাদ্বয়ের আলয়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ক্রোধাভিভূত বৃদ্ধরাজ কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য হইয়া অযথা ভাবে রাজ্যসম্পদ বিভাগ করিয়া দিলেন দেখিয়া সকলেই দুঃখিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন বটে, কিন্তু কেবল রাজভক্ত কেন্ট ভিন্ন আর কেহই তাঁহাকে কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন না। তিনি অকপট ভাবে জ্যেষ্ঠ কন্যাদ্বয়ের অসার বাগাড়ম্বরের এবং কনিষ্ঠা কন্যার প্রকৃত ভালবাসার কথা উত্থাপন করিয়া লিয়রের অপরিণামদর্শিতার উল্লেখ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু বৃদ্ধরাজ তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অধিকন্তু অতিমাত্র রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নির্ব্বাসনাজ্ঞা প্রদান করিলেন। কেন্ট ঈশ্বরের নিকট বৃদ্ধরাজের ও মাতৃহীন কর্ডেলিয়ারের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

বর্গণ্ডীর ডিউক এবং ফ্রান্সরাজ উভয়েই কর্ডেলিয়ারের পাণিগ্রহণপ্রার্থী ছিলেন, কিন্তু কর্ডেলিয়া পিতার বিরাগভাজন হইয়াছেন দেখিয়া বর্গণ্ডীর ডিউক তাঁহাকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছু হইলেন। কর্ডেলিয়া ভগ্নীদিগের ন্যায় চাটুবাক্যে পিতাকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই দেখিয়া ফ্রান্সরাজ কিছুমাত্রও বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইলেন না, বরং তাঁহার সরলতায় অধিকতর মুগ্ধ হইয়া তাঁহারই পাণি গ্রহণ করিলেন। কর্ডেলিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে পিতার যথোপযুক্ত সেবা-ভক্তি করিতে ভগ্নীদ্বয়কে অনুরোধ করিয়া পতিসহ ফ্রান্সে গমন করিলেন। ভগ্নীদ্বয় তাঁহাকে উপহাস করিয়া চলিয়া গেল।

কর্ডেলিয়া ব্রিটন পরিত্যাগ করিলে গনেরিল ও রিগান স্ব স্ব দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে যত্নবতী হইল। পূর্ব্ব নিয়মানুসারে বৃদ্ধরাজ জ্যেষ্ঠা কন্যার আলয়ে অবস্থান করিতেছিলেন, কিন্তু এক মাস অতীত হইতে না হইতেই তিনি তাহার দুরভিসন্ধি সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিলেন। যে কন্যাকে তিনি পিতৃপরায়ণা পরমহিতৈষিণী মনে করিতেন, যাহার প্রীতি ও স্নেহপূর্ণ বাক্যে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়াছিলেন, এবং যাহাকে স্বীয় রাজ্যসম্পদের অর্দ্ধাংশ প্রদান করিয়াও সম্যক্ তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই, দেখিলেন সেই কন্যাই তাঁহাকে ঘৃণা করে, তাঁহার সহিত বাক্যালাপে অপমান বোধ করে, তাঁহার জীবন ধারণ

করা বিড়ম্বনা মাত্র বলিয়া অনুযোগ করে, এবং তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র অনুচর রক্ষা করা অর্থের অপব্যয় বলিয়া কষ্ট অনুভব করে। ইহা দেখিয়া তিনি যুগপৎ বিস্মিত ও মর্ম্মাহত হইলেন।

ভাক্ত বন্ধুকে সদ্ব্যবহারে বাধ্য করার ন্যায় হৃদয়বান্ প্রকৃত বন্ধুকে অসদ্ব্যবহারে বিচ্ছিন্ন করাও অসম্ভব। কেণ্ট নির্ব্বাসনাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াও ব্রিটন পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি বৃদ্ধরাজের কপটী বন্ধু ছিলেন না, তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন, তাঁহার মঙ্গল বিধানের জন্য স্বীয় মান মর্য্যাদা ধন সম্পদ —এমন কি জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে কিছুমাত্রও কুণ্ঠিত হইতেন না, তাই তিনি বহুমূল্য পরিচ্ছদাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক কেয়াস নাম ধারণ করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে তাঁহার নিকট চাকরী প্রার্থনা করিলেন। বৃদ্ধরাজ তাঁহাকে অমাত্য বলিয়া চিনিতে না পারিয়া সামান্য দাস্যকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। কেয়াস লিয়রের অনুরাগভাজন হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সুবিধাও যথেষ্ট ঘটিল। একদা গনেরিল কর্ত্তৃক গুপ্তভাবে আদিষ্ট হইয়া তাহার ভাণ্ডারী লিয়রকে অসম্মানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিল। কেণ্ট (কেয়াস) তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাকে পয়োনালিতে নিক্ষেপ করিল। এই বান্ধবোচিত কার্য্যে লিয়র তাঁহার উপর বড়ই অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন।

কেণ্ট ব্যতীত লিয়রের আরও একটী বন্ধু ছিলেন। তিনি রাজভণ্ড (ভাঁড়)। বৃদ্ধরাজ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন দেখিয়াও তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি গনেরিলের সম্মুখে মহারাজের অপরিণামদর্শিতার বিষয় উল্লেখ করিয়া এরূপ বিদ্রূপ করিতেন যে, তাহাতে গনেরিল অন্তরে দারুণ যন্ত্রণা অনুভব করিত।

গনেরিল শুদ্ধ যে বৃদ্ধরাজকে উপেক্ষা ও অবমাননা করিয়া নিরস্ত হইয়াছিল তাহা নহে। দুষ্টাশয়া স্পষ্টাক্ষরেই তাঁহাকে কহিল, "আপনার জন্য একশত অনুচর রক্ষা করিতে অনেক অর্থব্যয় হয়, এজন্য আমার অনুরোধ উহাদের সংখ্যা হ্রাস করুন। আর একশত অনুচরেই বা আপনার প্রয়োজন কি? উহারা গণ্ডগোল করিয়া রাজসভার শান্তিভঙ্গ ভিন্ন আর কি করিয়া থাকে? আপনি যদি অনুচরসংখ্যার হ্রাস না করেন, তাহা হইলে আপনাকে এ স্থানে থাকিতে দেওয়া কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে"। যাহাকে অপকটে রাজ্য সম্পদ প্রদান করিয়াছেন, সেই কন্যাই তাঁহার প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য উচ্চারণ করিতেছে, তাঁহার অনুচরসংখ্যা হ্রাস করিতে চাহিতেছে, তাঁহাকে ন্যায্য সম্মানে বঞ্চিত করিতেছে, ইহা তিনি সহজে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি স্বীয় চক্ষু কর্ণকে অবিশ্বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার স্নেহের ধন, হৃদয়ের শান্তি, রাজ্যার্দ্ধের অধিকারিণী গনেরিলই তাঁহাকে দূর করিয়া দিতে

উন্মত্ত, তখন ক্রোধে অভিমানে তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি কহিতে লাগিলেন, "তুই কৃতঘ্না দানবী, তাই এত মিথ্যা কথা কহিতেছিস, তাই আমার সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র অনুচরগণকে অযথা নিন্দা করিতেছিস্। তোর হৃদয় পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন। বিষধর অপেক্ষাও তুই ভয়ানক।" বৃদ্ধরাজ কন্যাকে অভিশপ্ত করিয়া অনুচরগণ সহ দ্বিতীয়া কন্যা রিগানের আলয়ে যাত্রা করিলেন। (ক্রমশঃ)

সাগু বৃক্ষ।

সাগু বৃক্ষ তালজাতীয় উদ্ভিদ্ শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Metroxylon Runphii। এই বৃক্ষ প্রায়শঃ ১৭।১৮ হস্ত পর্য্যন্ত উন্নত হইয়া থাকে। মলক্কাস ও ফিলিপাইনপুঞ্জ প্রভৃতি প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপসমূহ ইহার জন্মস্থান। সিরাম দ্বীপের অরণ্যসমূহ সাগু বৃক্ষে পরিপূর্ণ। নিম্ন ও সরস ভূমিতে এই বৃক্ষ রোপণ করিলে অত্যল্প কালের মধ্যে ইহা অতিশয় তেজস্কর হইয়া উঠে এবং ৩০ ফিট বা ২০ হস্ত পর্য্যন্ত উচ্চতা ও অত্যধিক স্থূলতা লাভ করে। পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃপ্রাপ্তির পরে এই বৃক্ষ হইতে যে সাগুদানা প্রস্তুত হয়, তাহাই অত্যুৎকৃষ্ট। সাগু বৃক্ষে ফল ধরিলে এবং ফল পরিপক্ক হইতে দিলে, তাহা হইতে আর সাগুদানা প্রাপ্ত হওয়া যায় না; কেন না, ফলবান্ সাগু বৃক্ষের, বিশেষতঃ যাহার ফল একবারে পাকিয়া যায়, তাহার মজ্জা সত্বর নষ্ট হইয়া যায় এবং উহার প্রকাণ্ড গুঁড়ি শূন্যগর্ভ হইয়া পড়ে। ফল পরিপক্ক হইলেই গাছ মরিয়া যায়।

ইয়ুরোপ অঞ্চলে প্রতি বৎসর বর্ণিও দ্বীপ হইতে প্রচুর পরিমাণে সাগু আমদানী হইয়া থাকে। প্রাগুক্ত অঞ্চলে প্রতি বৎসর যে পরিমাণে সাগুর প্রয়োজন, বর্ণিও দ্বীপ একাকী তাহা যোগাইতে পারিতেছে না। এই জন্য ইয়ুরোপের সকল স্থানে যাহাতে প্রচুর পরিমাণে এই বৃক্ষের আবাদ হয়, তজ্জন্য স্থানীয় কৃষকবৃন্দ বিশিষ্টরূপ চেষ্টা করিতেছেন। ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ৩,৪৬, ১৮৮ হন্দর সাগু বিদেশ হইতে আমদানী হয়। ইহার মূল্য ১,৯৫, ৬৮০ পাউণ্ড বা প্রায় ৪ লক্ষ টাকা। এখানেও এই বৃক্ষ উৎপাদনের জন্য অনেকের বিশিষ্ট যত্ন পরিলক্ষিত হইতেছে।

সাগু শীতল গুণবিশিষ্ট এবং রোগীর একটী উৎকৃষ্ট পথ্য। বর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপের অধিবাসীরা সাগু দ্বারা পিষ্টক ও পরমান্ন প্রস্তুত করিয়া আহার করে। এই সাগুদানা সাগুবৃক্ষের মজ্জা হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে প্রণালীতে দানা প্রস্তুত হয়, তাহা এই:—প্রথমতঃ

বৃক্ষটী ছেদন করিয়া লম্বভাবে চিরিতে হয়। পরে উহার মধ্যস্থ মজ্জা বাহির করিয়া চূর্ণ করিতে হয়। এই চূর্ণ চালনী দ্বারা উত্তমরূপে চালিয়া জলে গুলিয়া মণ্ড প্রস্তুত করিতে হয়। এই মণ্ড রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলে সাগুদানা প্রস্তুত হইল। প্রাগুক্ত দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসিগণ এইরূপ প্রণালীতে সাগুদানা প্রস্তুত করিয়া বিক্রয়ার্থ দেশান্তরে প্রেরণ করিয়া থাকে।

পৃথিবীর অনেক স্থলে সাগুদানার একটী লাভজনক বাণিজ্য চলিয়া আসিতেছে। আমাদিগের সুজলা সুফলা বঙ্গভূমি বহু-ফল-শস্য-প্রসবিনী হইলেও সাগুদানার জন্য পরমুখাপেক্ষিণী। যাহাতে আমাদের দেশে বহুলরূপে এই বৃক্ষ রোপিত হয়, তজ্জন্য সকলের যত্ন করা কর্ত্তব্য। সাগু বৃক্ষ দেখিতে অতি সুন্দর। এই জন্য এক্ষণে এতদ্দেশে অনেক ধনবান্ ব্যক্তি সখ্ করিয়া স্ব স্ব উদ্যানে সাগুবৃক্ষকে স্থান দিতেছেন। কিন্তু ইহার মধ্যে যে বহুল ধনরত্ন প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তৎপ্রতি তাঁহারা দৃষ্টিপাত করিতেছেন না। মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণ ইচ্ছা করিলে সাগুবৃক্ষ দ্বারা প্রচুর ধন উপার্জ্জন করিতে পারেন। এই বৃক্ষ অতি অল্লায়াসে প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

শ্রীমঃ।

"বন্ধু শোকে"।

"There are crush'd hearts that will not break
And mine, methinks, is one ;
Or thus I should not weep and wake
And thou to slumber gone."

জীবন প্রভাতে না উঠিতে বেলা,
কেন ভাই তুমি ভেঙ্গে দিলে খেলা,
তবে কি তোমার ভাল লাগিল না,
বিষাদেতে তাই যেতেছ চলে? ১
সংসার-চক্রের ঘোর আবর্ত্তনে
উঠা, নামা, বুঝি প'ড়ে গেল মনে,
হৃদয়ের ব্যথা দুরাশা ছলনে
বুঝিবা তোমায় লইল ছলে! ২
কনকের ছটা ত্রিদিব-আলয়ে
অথবা পশিল তোমায় হৃদয়ে;
ছুটিয়া চলিলে উন্মত্ত হইয়ে,
হেরিবারে নিত্য সে শোভা রাশি। ৩
টুটে গেল তাই সংসার-বন্ধন,
রহিল পড়িয়া প্রিয় পরিজন,
বিভু-প্রেম-স্রোতে হইয়ে মগন
আনন্দেতে আজ চলেছ ভাসি। ৪
কিম্বা ইহা নয় মানসে আমার—
পাপ-সংসারের ঘোর পাপাচার

প্রবঞ্চনা, দুঃখ জ্বালা অনিবার
ব্যথিত করেছে সরল প্রাণ। ৫
মনের মানস মানসে লুকায়,
সু-আশা-কুসুম কোরকে শুকায়,
বিশাল জগৎ ভীম মরুপ্রায়,
তাই ভেঙ্গে দিলে বিষাদ-গান। ৬
যে বলে বলুক যাহা লয় প্রাণে—
অজ্ঞতা, মূর্খতা, ঘোর অভিমানে,
নিরাশ প্রণয়, অহো! ক্রূর মনে
পাপমতি লোকে কতই বলে! ৭
তোমার চরিত্র অতীব পবিত্র,
এ হৃদয়মাঝে অঙ্কিত সে চিত্র,
আজীবন তাহা রবে অবিকৃত
কালস্রোতে নাহি যাইবে চলে। ৮
দুর্ব্বল হৃদয় তাই দুঃখ করি
গত কথা যত একে একে স্মরি
উথলি নয়ন পড়ে অশ্রু-বারি,
আর কিগো ভাই হইবে দেখা? ৯
শেষ দেখা যবে দেখিনু তোমায়—
মুখশশী ঢাকা দুঃখ নীলিমায়,
তখন নারিনু বুঝিবারে হায়!
এই ছিল তব কপালে লেখা! ১০
রহিল আকাশ শশাঙ্ক-শোভিত,
রহিল এ ধরা কৌমুদী-প্লাবিত,
বিহঙ্গমমুখে গীত সুললিত,
যা ছিল তখন এখন(ও) আছে। ১১
ফুটিতেছে ফুল এখন তেমন,
এখন বহিছে প্রাতঃসমীরণ,
সকলি রহিল যা ছিল তখন—
ফুরাল শুধুই তোমার কাছে। ১২
কাঁদেন জননী লুটায়ে ধরণী
ছেড়ে গেছে তাঁর হৃদয়ের মণি,
কাঁদিল না তব পাষাণ পরাণি,
স্নেহের আধার ভুলিতে যায়? ১৩
অশনি-শাসিত দগ্ধ তরু যথা,
দাঁড়ায়ে জনক মুখে নাহি কথা,
হৃদয়ে তাঁহার দিয়েছ যে ব্যথা—
জানাবেন বল সে দুঃখ কায়? ১৪
অতি যতনের ভাই ভগ্নী সবে
শুষ্ক মুখে আজ দাঁড়ায়ে নীরবে,
ব্যাকুল অন্তরে ভাবিছে কি হবে?
দাদা বিনা আর কিছু না জানে। ১৫
সরল অন্তরে কাতর প্রার্থনা
"দাদা কি আবার ফিরে আসিবে না?"
রে নিষ্ঠুর আর যেও না যেও না,
এতই কি সয় তোমার প্রাণে? ১৬
অথবা কেমনে করিবে ছেদন
নিয়তি-পাশের সুদৃঢ় বন্ধন
যাহাতে গ্রথিত অনন্ত জীবন—
অনন্ত জীবনে চলেছে ভাসি। ১৭
আমরা ত নহি স্ববশ স্বাধীন,
আসিয়াছি হেথা তাঁর আজ্ঞাধীন,
ইচ্ছাময়-ইচ্ছা হইবে যে দিন
কালের তরঙ্গ গ্রাসিবে আসি। ১৮
পরমেশ-পদে কাতর প্রার্থনা—
পূর্ণ হোক্ তব প্রাণের বাসনা,
পেয়েছ হেথায় অশেষ যন্ত্রণা,
সুখী হও গিয়ে অনন্ত ধামে। ১৯
ফেলিতে হবে না আর অশ্রুজল,
শোকে ম্রিয়মাণ হ'য়ে অবিরল,
তাঁহার চরণ করগে সম্বল,
প্রাণ বলি দিলে যাঁহার নামে। ২০

হতভাগ্য মোরা কি আর করিব?
দিনান্তে যখন তোমায় স্মরিব,
নিও দয়া করি স্মৃতি উপহার—
উষ্ণ শ্বাস আর তপ্ত অশ্রুধার।
"সমাগমাঃ সাপগমাঃ
সর্ব্বমুৎপাদি ভঙ্গুরম্।"

মনোমোহন স্মৃতি।

পরলোকগত বাবু মনোমোহন ঘোষের আকস্মিক অকাল মৃত্যুর জন্য রাজা হইতে কৃষক এবং মান্দ্রাজ হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত ভারতের সর্ব্ব-প্রদেশবাসিগণ গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন। বড় লাট ও ছোট লাট তাঁহার বৈধব্য-ব্রতধারিণী পত্নীকে শোকসূচক পত্র লিখিয়াছেন, অনেক সভা সমিতি ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগের নিকট হইতে সান্ত্বনাপূর্ণ পত্র আসিয়াছে। নারীগণও এ সম্বন্ধে নীরব নহেন। বামারচনা-স্তম্ভে তাঁহাদের দুইটী শোকগাথা প্রকাশিত হইল। বেথুন কলেজের অধ্যক্ষ ও ছাত্রীগণের উদ্যোগে গত ১৬ই নবেম্বর বিদ্যালয়ের হলে একটী শোক-সভা হয়। মহামান্য বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহার সভাপতির কার্য্য করেন। একটী শোক-সঙ্গীত হইয়া সভারম্ভ হয়, পরে সভাপতি মহাশয় সংক্ষেপে স্বর্গীয় মহাত্মার গুণাবলী বর্ণনা করিলে নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিতে অবধারিত হয়।

১। প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত চন্দ্রমোহন তর্করত্ন; সমর্থক শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—যিনি বিগত অষ্টাবিংশ বৎসরের অধিক কাল এই বেথুন বিদ্যালয়ের মঙ্গলের জন্য অকাতরে পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, যাঁহার সম্পাদকতা-কালে ইহা নিম্নশ্রেণীর বালিকাবিদ্যালয় হইতে উচ্চ শ্রেণীর কলেজে পরিণত হইয়াছে, বঙ্গমহিলাগণের উচ্চশিক্ষার পৃষ্ঠপোষক সেই মনোমোহন ঘোষ মহোদয়ের অকাল মৃত্যুতে এই সভা হৃদয়ের গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে, ইহা লিপিবদ্ধ করা হউক।

২। প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ব্রজগোপাল গোস্বামী; সমর্থক কুমারী কুমুদিনী খাস্তগির—তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের দুঃখে আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগকে এই সভা হইতে একখানি পত্র লেখা হউক ও তাহা লিখিবার ও প্রেরণ করিবার ভার বেথুন কলেজের লেডি প্রিন্সিপ্যাল কুমারী চন্দ্রমুখী বসুর উপর অর্পিত হউক।

৩। প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত বাবু আদিত্য কুমার চট্টোপাধ্যায়; সমর্থক শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকা নাথ দাস—এই বেথুন বিদ্যালয়ের সংস্রবে তাঁহার কোনও রূপ স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপনের জন্য চাঁদা সংগ্রহের চেষ্টা করা হউক, এবং এই চাঁদা সংগ্রহ করিবার ও

সংগৃহীত অর্থ দ্বারা কিরূপ স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপন করা সুবিধাজনক তাহার মীমাংসা করিয়া কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটী কমিটি গঠিত হউক :—

শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত—সভাপতি।
কুমারী চন্দ্রমুখী বসু—সম্পাদিকা ও ধনাধ্যক্ষা।
„ কুমুদিনী খাস্তগির।
কুমারী সুরবালা ঘোষ।
„ হেমপ্রভা বসু।
শ্রীযুক্ত বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়।
„ „ পরেশ নাথ সেন।
„ „ কালীপ্রসন্ন দাস—সহকারী সম্পাদক।
„ পণ্ডিত চন্দ্রমোহন তর্করত্ন।
„ বাবু রসিক লাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

সভাভঙ্গের পূর্ব্বে শ্রীমতী কুমুদিনী খাস্তগির বি এ এই প্রবন্ধটী পাঠ করেন :—

ভারতের আজ অতিশয় দুর্ভাগ্য। স্বদেশবৎসল, দরিদ্রের বন্ধু শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ আর ইহ জগতে নাই। ভারতবাসী আজ তাঁহার শোকে কাতর, চারি দিকে তাঁহার জন্য হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছে। যাঁহার জন্য এতগুলি লোকের অশ্রুধারা বর্ষণ হইতেছে, তিনি আজ কোথায়? তাঁহার অমর আত্মা স্বর্গধামে বিশ্বদেবের অমৃতময় ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। আর তাঁহার পার্থিব অবশিষ্ট—দেহের ভস্মাবশেষ—জাহ্নবী-সলিলে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। হায়! প্রিয়জনের শোকসন্তপ্ত হৃদয়কে সান্ত্বনা দিবার জন্য তাঁহার পার্থিব চিহ্ন রহিল—অগ্নিদগ্ধ শরীরের ভস্মরাশি! তাঁহার অমর আত্মা পুণ্যজ্যোতিতে মণ্ডিত হইয়া এই শোকতাপপূর্ণ দুঃখময় সংসার পশ্চাতে ফেলিয়া বহুদূরে গমন করিয়াছে। আজি এখানে প্রিয়জনের ক্রন্দনধ্বনি উঠিয়াছে, তাহা স্বর্গপথগামী আত্মার শ্রবণগোচর হইতেছে কিনা তাহা কে বলিবে? তাঁহাকে আকুল করিতেছে কিনা তাহাই বা কে জানে?

অমর আত্মার আগমনে স্বর্গে দুন্দুভি বাজিতেছে, দেবতাগণ তাঁহার সাদর অভ্যর্থনা করিবার জন্য অগ্রসর। তাঁহার উপর অজস্র পুষ্পবর্ষণ হইতেছে। সংসার-তাপিত-আত্মা আজি বিশ্রাম লাভ করিল।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ যে কেবল স্বকীয় প্রতিভায় এরূপ বিখ্যাত হইয়াছেন, তাহা নহে। তাঁহার হৃদয়ের সদ্গুণরাশি স্বদেশবাসীর মনঃপ্রাণ আকর্ষণ করিয়াছে। তিনি যেমন প্রতিভাবলে তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রে উচ্চাসন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তেমনি তাঁহার মনের উন্নত উদার ভাবগুলি স্বদেশবাসীর হৃদয়ে তাঁহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তাই আজ তাঁহার অভাবে এই শোকোচ্ছ্বাস। বঙ্গের গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, তাঁহার নাম

উচ্চারিত হইতেছে, তাঁহার জীবন আলোচিত হইতেছে। প্রতি সংবাদপত্র আজ এই গভীর শোক-সংবাদ চতুর্দ্দিকে প্রচার করিতেছে। তাঁহার বহুদূরস্থিত বন্ধুবর্গ অকস্মাৎ বজ্রাঘাতের ন্যায় এই শোচনীয় সংবাদ শ্রবণে যুগপৎ বিস্ময় ও শোকে অভিভূত হইতেছেন। বন্ধুর প্রতি শেষ কর্ত্তব্য হয়ত তাঁহারা করিতে পারিলেন না, অন্তিম কালে সাক্ষাৎকার তাঁহাদের ঘটিল না, হয়ত প্রাণের অনেক বাসনা অপূর্ণ রহিয়া গেল—তাঁহারা এক্ষণে অশ্রুবিসর্জ্জন ভিন্ন কি করিতে পারেন?

আমাদের বিদ্যালয়ের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তিনি বহুকাল এই বিদ্যালয়ের কমিটির সম্পাদক ছিলেন, এবং ইহার উন্নতিসাধনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। অদ্য আমরা শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে তাঁহার সদ্‌গুণরাশি স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান ও হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে এ স্থলে সমবেত হইয়াছি। তাঁহার মৃত্যুতে বিদ্যালয় যে অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

যে প্রতিভাবলে তিনি দেশের একজন প্রধান বারিষ্টার হইয়া সুযশঃ লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, বাল্যকালে সেই প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগর বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন, তৎপরে কলিকাতায় আগমন করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করেন। যখন তাঁহার বয়স ১৭ বৎসর মাত্র, তখন মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের আর্থিক সাহায্যে তিনি "ইণ্ডিয়ান মিরর" পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়া তিনি সিভিল সর্ভিস পরীক্ষা দিবার জন্য ইংলণ্ডে গমন করিলেন। কিন্তু হঠাৎ পরীক্ষার কতকগুলি নিয়মের পরিবর্ত্তন হওয়াতে এবং সংস্কৃতাদি ভাষার নম্বর কমাইয়া দেওয়ায় তিনি উক্ত পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ইহাই তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির সোপান স্বরূপ হইল। তৎপরে তিনি আইন অধ্যয়নে রত হইলেন, এবং বারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। দরিদ্র এবং বিপন্নের সাহায্যের নিমিত্ত বারিষ্টারের সৃষ্টি। মনোমোহন দুঃখীর দুঃখমোচন, বিপন্নের সাহায্য, এবং ন্যায়ের রাজ্য সংস্থাপন করিবার জন্যই যেন এই কার্য্যে ব্রতী হইলেন। নিপীড়িত ব্যক্তিদিগকে এবং অসহায় দরিদ্রগণকে অবিচার ও অত্যাচারের হস্ত হইতে রক্ষা করা তাঁহার জীবনের প্রিয় কার্য্য ছিল। তিনি অবিরত পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়া কত দরিদ্রকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন এবং কত দুঃখীকে সান্ত্বনা দিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। তিনি দেশের সমুদায় সৎকার্য্যে উৎসাহের সহিত যোগদান করিতেন। জাতীয় মহাসমিতির তিনি একজন প্রধান নেতা ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গত বার যখন

কলিকাতা নগরীতে মহাসমিতি হয়, তখন তিনি খুব পরিশ্রম করিয়াছিলেন। যাহাতে কার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে সমাগত বিদেশীয় বন্ধুবর্গকে স্বগৃহে আহ্বান করিয়া পরম সমাদরে রাখিয়াছিলেন। তাহারা তাঁহার আতিথ্যে সাতিশয় প্রীত ও পরিতৃপ্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিল। এ বৎসর পুনরায় সেই মহাসমিতির উদ্যোগ হইতেছে, কিন্তু তাঁহার অভাব পূর্ণ করিবে কে? তাঁহার স্বদেশানুরাগ, জ্বলন্ত উৎসাহ, উদারতা এবং অমায়িকতা অতি অল্প লোকেই দেখা যায়।

তিনি স্ত্রীশিক্ষার বড় পক্ষপাতী ছিলেন। বেথুন স্কুল কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত হইবার অনেক পূর্ব্ব হইতেই এ বিদ্যালয়ের সহিত তাঁহার যোগ ছিল, ইহার উন্নতিসাধনে সর্ব্বদাই তিনি যত্নবান্ ছিলেন। ইহার জন্য পরিশ্রম করিতে তাঁহার ক্লেশ বোধ হইত না। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সম্পাদক নিযুক্ত হইবার ৭।৮ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই স্বেচ্ছানুবর্ত্তী হইয়া তিনি সম্পাদকের সমুদায় কার্য্য করিতেন। সে আজি ৩০ বৎসর হইয়া গেল। তৎপরে ১৮৭৩ সালে, প্রায় ২৩ বৎসর পূর্ব্বে, তিনি রীতিমত সম্পাদকের দায়িত্ব ও কার্য্যভার গ্রহণ করেন। এই দীর্ঘকাল সম্পাদকের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছেন।

তাঁহার সম্পাদকতার সময় বেথুন বিদ্যালয়ের অনেক উন্নতি হইয়াছে। পূর্ব্বে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প ছিল, অল্পবয়স্কা বালিকাগণ নিম্নশ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াই স্কুল পরিত্যাগ করিত। এক্ষণে এই বিদ্যালয়ে কলেজ সংস্থাপিত হইয়াছে। একটীমাত্র বালিকা লইয়া কলেজের কার্য্য আরম্ভ হয়, এক্ষণে কলেজ বিভাগে ২২টী বালিকা অধ্যয়ন করিতেছে। স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা এবং বোর্ডারের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে। পূর্ব্বে বোর্ডারের ঊর্দ্ধতম সংখ্যা "২০" ছিল, এক্ষণে তাহার স্থানে "৪০" হইয়াছে। বোর্ডিং এবং স্কুল বিভাগে সর্ব্বপ্রকার সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। বোর্ডারদের থাকিবার জন্য বহু অর্থব্যয়ে একটী বৃহৎ বাড়ী প্রস্তুত হইয়াছে। তাঁহার সম্পাদকতার সময়ে আট জন মহিলা পরে পরে এই বিদ্যালয়ের প্রধান কর্ত্রীপদ গ্রহণ করেন। তাঁহার সময়েই একজন দেশীয় শিক্ষিতা মহিলা বর্ত্তমান লেডি প্রিন্সিপাল্ কুমারী চন্দ্রমুখী বসু এম্ এ এই উচ্চপদ লাভে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন, কিন্তু কখনও এই বিদ্যালয়-সংসৃষ্ট কোন ব্যক্তির সহিত রূঢ় ব্যবহার করেন নাই। তাঁহার সদা প্রসন্ন উদার ব্যবহারে তিনি সকলকে প্রীত করিয়াছেন। যথেষ্ট কারণ থাকিলেও অসন্তোষ বা বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়া লোকের মনে কষ্ট দিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন। জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত তিনি এই বিদ্যালয়ের জন্য খাটিয়াছেন, তাঁহার সহিত যেন ইহার

চিরস্থায়ী সম্বন্ধ জন্মিয়াছিল। কেহ স্বপ্নেও একবার মনে করে নাই যে, এ সম্পর্ক এত শীঘ্র কালের কঠোর আঘাতে ছিন্ন হইবে। হায়! এ সংসারে সকলই অস্থায়ী!

তিনি স্বীয় অধ্যবসায়, বিদ্যাবুদ্ধি ও অন্যান্য সদ্‌গুণরাশি দ্বারা যেমন জনসাধারণের সম্মান ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া গিয়াছেন, তেমনি আপন গৃহে নিঃস্বার্থ ও সস্নেহ ব্যবহার দ্বারা পরিবারবর্গের অকৃত্রিম গভীর স্নেহ ও ভালবাসা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। মাতৃভক্ত, ভ্রাতৃবৎসল মনোমোহন গৃহে সকলের প্রিয় ছিলেন। অতি দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়গণও তাঁহার স্নেহে বঞ্চিত ছিল না। তিনি সর্ব্বদা মিষ্ট বাক্যে ও সস্নেহ ব্যবহারে তাহাদিগকে প্রীত করিতেন এবং কোন প্রকারে তাহাদের সাহায্য করিতে পারিলে আনন্দিত হইতেন। মাতৃভক্তি তাঁহার চরিত্রকে অধিকতর সুন্দর করিয়াছিল। মহৎ লোকদিগের জীবনী পাঠে দেখা যায় যে, মাতৃভক্তি তাঁহাদের চরিত্রের একটী প্রধান গুণ। শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল ছিলেন। আজীবন তিনি মাতৃদেবীকে পূজা করিয়া আসিয়াছেন। মাতার সুখ সচ্ছন্দতা সম্পাদনে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। মাতার জন্য কৃষ্ণনগরে বহু অর্থব্যয়ে একটী বাড়ী করাইয়াছেন। তথায় সপরিবারে গমন করিয়া সর্ব্বদা মাতৃচরণ দর্শন করিতেন। মাসে অন্ততঃ একবার মাতার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। সর্ব্বকার্য্যে মাতার পরামর্শ ও আশীর্ব্বাদ লইতেন। কখনও মাতৃবাক্যের অন্যথা করিতেন না। শুনিয়াছি, অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও তিনি মাতৃ-আদেশে "উইল" করিতে বিরত ছিলেন। আমাদের দেশে এই সংস্কার আছে যে, "উইল" করিলে শীঘ্র মৃত্যু ঘটে। তিনি মান্দ্রাজে পুত্রের নিকট গমন করিবেন স্থির করিয়া মাতৃদেবীর আশীর্ব্বাদগ্রহণ মানসে কৃষ্ণনগর গিয়াছিলেন। তথায় বিগত ১৭ই অক্টোবর শনিবার মাতৃক্রোড়েই তাঁহার শোচনীয় মৃত্যু ঘটিল। এত শীঘ্র তিনি ইহলোক হইতে বিদায় লইবেন, তাহা একবারও কেহ ভাবে নাই। প্রিয়জন-হৃদয়-বিদারক যম যে অলক্ষিতভাবে নিঃশব্দপদসঞ্চারে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিতেছে, তাহা কেহ বুঝিতে পারে নাই। অকস্মাৎ ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল। পরিবারবর্গ শোকাহত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। আজি সমুদায় বঙ্গবাসী সেই স্বর্গগত মহাত্মার পরিবারের সহিত ক্রন্দন করিতেছে। বিধাতা এই শোকের উপশম করুন্!

এক একটী করিয়া ভারতের সুসন্তানগুলি অকালে ইহলোক হইতে অপসৃত হইতেছেন। তাঁহাদের অভাবে ভারতবর্ষ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত। এই অত্যাচারনিপীড়িত, বিজেতৃ-পদ-দলিত ভারতে আশার ক্ষীণালোক স্বরূপ দুই একটী

মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া অকালে লুক্কায়িত হয়েন। দুর্ভাগ্য ভারতবাসী তাঁহাদের জন্য শুধু শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে পারেন, তাঁহাদের আর কি করিবার সাধ্য আছে?

জলবায়ুর বিভিন্নতা।

পৃথিবীর কোনও দেশ উষ্ণ, কোনও দেশ শীতল, কোনও দেশ মধ্যবিধ; আবার এক দেশের এক স্থান যেরূপ উষ্ণ বা শীতল, অন্য স্থান সেরূপ নয়, এ সকলের কারণ উত্তাপের তারতম্য। এই উত্তাপের তারতম্যের কারণ একটী নহে, অনেকগুলি; পরে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রথমতঃ সকলেরই জানা উচিত যে, সূর্য্যই পৃথিবীর সকল উত্তাপের আকর। এই সূর্য্যের অবস্থিতি-স্থান পৃথিবীর গ্রীষ্মমণ্ডলের উপরে, অর্থাৎ বিষুবরেখা নামক যে বৃত্ত* পৃথিবীর ঠিক্ মধ্যস্থলে পূর্ব্ব পশ্চিমে কোমরবন্ধের মত আছে, তাহার উত্তরে ২৩॥ এবং দক্ষিণে ২৩॥, মোট ৪৭ (ডিগ্রী) অংশ বা প্রায় ৩২৫০ মাইল। এই গ্রীষ্মমণ্ডলের উত্তরসীমা কর্কটরেখা ও দক্ষিণ সীমা মকররেখা বা সংক্রান্তি। সাধারণ নিয়ম এই—বিষুবরেখার উপর সূর্য্যোত্তাপ অধিক পতিত হয় বলিয়া তদন্তর্গত স্থানগুলি সর্ব্বাপেক্ষা উষ্ণ, আর যে সকল স্থান এই রেখা হইতে যত দূরবর্ত্তী, সে সকল স্থান অপেক্ষাকৃত ততই শীতল। সুমাত্রা, বর্ণিও, সেলিবিস্, আফ্রিকার গিনি প্রদেশের দক্ষিণাংশ, দক্ষিণ আমেরিকার ইকোয়েডার, এইগুলি সর্ব্বাপেক্ষা উষ্ণপ্রধান স্থান। ভারত বিষুবরেখার অনেক নিকটবর্ত্তী বলিয়া উষ্ণ, আর ইংলণ্ড দূরবর্ত্তী বলিয়া শীতল। ইহাও একটী সাধারণ নিয়ম যে, এক অক্ষাংশের অন্তর্গত সকল স্থানের উষ্ণতা একরূপ। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ যদি একজাতীয় দ্রব পদার্থে পূর্ণ হইত অথবা ঠিক্ এক প্রকার প্রস্তরে আবৃত হইত, তাহা হইলে এই সাধারণ নিয়ম সর্ব্বত্র খাটিত। কারণ এক অক্ষাংশস্থিত সকল স্থানের উপর সূর্য্যকিরণ একইভাবে পতিত হইত এবং তাপ শোষণ ও বিকিরণের ক্ষমতা সকল স্থানেরই একরূপ হওয়াতে সকল স্থানের জলবায়ু এক প্রকারই হইত। কিন্তু দেশের জলবায়ু পরিবর্ত্তনের অনেকগুলি সমবায় কারণ আছে, তন্মধ্যে এই কয়েকটী প্রধান—(১) ভূমির উচ্চতা, (২) সমুদ্রের সান্নিধ্য বা তাহা হইতে দূরাবস্থান, (৩) ভূমিতলের গড়ানিয়া বা বৈষম্য ভাব, (৪) পর্ব্বতশ্রেণীর স্থিতি ও বিস্তারের প্রণালী;

---

* পৃথিবীর উপরে বাস্তবিক কোনও রেখা অঙ্কিত নাই। বোং স্থলভার্থ ম্যাপ বা ভূচিত্রের উপর এই কল্পিত রেখা সকল অঙ্কিত করিয়া ভূগোলবিদ্গণ ভূগোল শিক্ষা দিয়া থাকেন।

(৫) ভূমির প্রকৃতি, (৬) ভূমির চাষ আবাদ, (৭) ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বায়ুর প্রাবল্য।

সমুদ্র হইতে উচ্চতা নিবন্ধন দেশের জলবায়ুর অনেক প্রভেদ হইয়া থাকে। আমরা যত উর্দ্ধে উঠি, বায়ু ততই শীতল হয়, এই জন্য গ্রীষ্মমণ্ডলেও অত্যুচ্চ পর্ব্বত-শিখর সকল চির-নিহারাবৃত হইয়া থাকে। পর্ব্বতের নিম্নোচ্চতা নিবন্ধন ভিন্ন ভিন্ন অক্ষাংশে চিরনিহার-রেখা (perpetual snow-line) যেরূপ হয়, তাহার কয়েকটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

উত্তর গোলার্দ্ধ।

স্থান	উত্তর অক্ষাংশ	চির-নিহার-রেখা
আইসলাণ্ড	৬৫ ডিগ্রী	৩১০০ ফিট
কামস্কাটকা	৫৬-৪০	৫২০০ ,,
আণ্টে পর্ব্বত	৫০	৭০০০ ,,
আল্পস	৪৬	৮৮০০ ,,
পিরেনিজ	৪২-৪৫	৯০০০ ,,
সিসিলি-এটনা	৩৭-৩০	৯,৫০০ ,,
হিমালয় (উত্তর ভাগ)	৩১	১৬,৬০০০ ,,
ঐ (দক্ষিণ)	৩১	১৩,০০০ ,,
মেক্সিকো	১৯	১৪,৮০০ ,,
আবিসিনিয়া	১৩-১৫	১৪,১০০ ,,
দক্ষিণ আমেরিকা		
পুয়েস আয়েস গিরি	২-১৮	১৫,৪০০ ,,

দক্ষিণ গোলার্দ্ধ।

ম্যাগেলান প্রণালী	৫৩-৫৪ ডিগ্রী	৩৭০০
চিলি-আন্দিস	৪১-৪৪	৬০০০
„ পার্টিলো পাস	৩৮	১৪৭০০
বলিবিয়া আন্দিজ	১৪৩০-১৮	১৫৮৫০
আন্দিজ-কুইটো	০-১॥	১৫৮০০
কুইটো	১	১৫৮০০

সমুদ্র জলবায়ুর পরিবর্ত্তনের আর একটী কারণ। এক অক্ষাংশস্থিত সমুদ্র-তীরবর্ত্তী দ্বীপ ও প্রদেশ সকল সেই অক্ষাংশস্থ অন্যান্য স্থান অপেক্ষা কম শীত গ্রীষ্ম ভোগ করে অর্থাৎ সমুদ্রতীরস্থ গ্রীষ্মমণ্ডলের স্থান অপেক্ষাকৃত শীতল এবং হিমমণ্ডলের স্থান অপেক্ষাকৃত উষ্ণ হয়। গ্রীষ্মকালে ভূমির ন্যায় সমুদ্র উত্তপ্ত হয় না এবং সমুদ্রের মৃদুল হিল্লোল তীরস্থ দেশকে শীতল করে। শীতকালে ঠিক্ ইহার বিপরীত হয়, স্থল অপেক্ষা জল উত্তাপ অধিকক্ষণ রক্ষা করিতে সমর্থ, এজন্য সমুদ্রতীরস্থ দেশে শীত কম হয়। আয়র্লণ্ড সাগরমধ্যস্থ দ্বীপ। হিডেলবর্গ অপেক্ষা ৪ অংশ উত্তরে থাকিলেও উভয়ের গড় বাৎসরিক উত্তাপ প্রায় সমান। আবার আয়র্লণ্ড শীতকালে ৩ ডিগ্রী অধিক উষ্ণ থাকে এবং গ্রীষ্ম-কালে ৫ ডিগ্রী অধিক শীতল হয়। কেবল সূর্য্যোত্তাপ-পাত গ্রীষ্মের কারণ নহে। তাহা যত সরল রেখায় পড়ে, ততই উষ্ণতার কারণ হয়; যত বক্ররেখায় পড়ে, তত তাহার তেজ মন্দীভূত হয়। এই জন্য কোনও দেশ গড়ানিয়া হইলে কম উত্তপ্ত হইবে। পার্ব্বত্যদেশে ইহা সচরাচর দৃষ্ট হয়। আন্দিজ পর্ব্বতের ঠিক্ মাথার উপর সূর্য্য থাকিলেও পর্ব্বত-পার্শ্ব গড়ানিয়া বলিয়া ইউরোপের মত

তাহার মন্দতাপ, আর আল্পস পর্ব্বতের দক্ষিণ দিকে সূর্য্যকিরণ সরল রেখায় পতিত হওয়াতে তথায় সাহারা মরুভূমির দারুণ গ্রীষ্ম অনুভূত হয়।

পর্ব্বত সকল বায়ুপ্রবাহের সহায়তা বা প্রতিবন্ধকতা করে এবং বায়ুমণ্ডলের বাষ্প ঘনীভূত করিয়া ফেলে, এজন্য তাহাদের দ্বারা জলবায়ুর অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। ঘাট পর্ব্বত দক্ষিণানিল প্রবাহের সহায়তা করে, হিমালয় তাহা উত্তরে অগ্রসর হইতে দেয় না।.

ভূমির ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে তাহা ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে উত্তাপ শোষণ ও বিকিরণ করে। বালুকাময় ও কঙ্করময় ভূমি এবং অন্য মৃত্তিকা এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্নরূপে কার্য্য করে, এজন্য ভিন্ন ভিন্ন দেশের শীতাতপ ভিন্ন ভিন্নরূপ হয়।

যে দেশে বহুকাল হইতে আকাট জঙ্গল আছে, বা যাহা জলাভূমির দ্বারা আবৃত, তাহা পরিষ্কৃত করিয়া জলনির্গমনের পথ করিলে জলবায়ুর অনেক পরিবর্ত্ত লক্ষিত হইবে। জলাভূমি বাষ্প উদ্গিরণ করিয়া ভূমির তাপ অনেক পরিমাণে বর্দ্ধন করে এবং জঙ্গল সকল সূর্য্যোত্তাপ রোধ করিয়া ও অধিক বৃষ্টিপাতের কারণ হইয়া জলবায়ুর পরিবর্ত্তন করিয়া দেয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অরণ্য সকল বায়ুকে শীতল করে এবং শীতপ্রধান দেশে উহাই শীতল বায়ুপ্রবাহে ভূমির তাপ-হরণ নিবারণ করে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বায়ুপ্রবাহ আছে, যেমন ভারত মহাসাগরে মনসুন বা বাণিজ্যবায়ু, চিনে টাইফুন, আফ্রিকায় হার্মাটান, সাইমুম ও সিরকো, স্পেন, ইটালী সিসিলিতে সালানো— এ সকল দ্বারাও জলবায়ুর অনেক বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। সমুদ্র-গঙ্গা অর্থাৎ যে জলপ্রবাহ সমুদ্রের মধ্য দিয়া চলিয়া থাকে, তাহাদ্বারা গ্রীষ্মদেশের সমুদ্রে হিমমণ্ডলের শীতল জল এবং হিমমণ্ডলের সমুদ্রে গ্রীষ্মমণ্ডলের উষ্ণ জল প্রবাহিত করে, ইহাতেও তীরস্থ দেশ সকলের জলবায়ুর প্রভূত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়।

জাতীয় মহাসমিতি।

জাতীয় মহাসমিতি ভারতের একটী অদ্ভুতপূর্ব্ব ঘটনা, সন্দেহ নাই। ভারতে কোন্ যুগে বাঙ্গালী, পঞ্জাবী, মান্দ্রাজী, মারহাট্টা, রাজপুত, আসামী, বিহারী, বৌদ্ধ, খৃষ্টান্, হিন্দু, মুসলমান, পারসী সাধারণের হিতকর বিষয় আলোচনা ও নির্দ্ধারণ করিবার জন্য সমবেত হইয়াছেন? আজি ১২ বৎসর কাল এই সম্মিলন কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, বর্ষে বর্ষে ইহা এক একটী অপূর্ব্ব দৃশ্য। জাতি সকলের পৃথক্ পৃথক্ অস্তিত্ব সত্বেও সাধারণ উদ্দেশ্যে সকলে এক। এক জাতি অন্য জাতিকে

সমাদর করিয়া, এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশের মহৎ লোকদিগকে সম্মাননা করিয়া, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের শ্রদ্ধা ও প্রীতিবন্ধন দৃঢ় করিতেছেন। দেশের হিতসাধন মহাযজ্ঞে কত লোক কত অর্থ, স্বার্থসুখ, মান অভিমান আহুতি দিতেছেন! পরাধীন পতিত ভারতীয়দিগের পক্ষে ইহার অপেক্ষা সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে? কোন্ দেশহিতৈষী ব্যক্তি এরূপ অনুষ্ঠানের সূত্রপাত দর্শনে পুলকিত না হন এবং ইহার জন্য মঙ্গলবিধাতা ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা না করেন?

মহা-সমিতি যে সম্ভব হইয়াছে, তাহার মূলে দেখা যায় কয়েকটী দেশহিতব্রতী লোকের প্রাণপণ যত্ন, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়। যেখানে শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান, সেখানে অলক্ষিতভাবে ভগবানের সহায়তা লাভ হয়। কয়েকটী ইংরাজ ইহার সহিত যোগ দিয়া ইহার সুব্যবস্থা, ইহার কার্য্যবিস্তার এবং ইহার গৌরব বৃদ্ধিরও সহায়তা করিয়াছেন। অনেকগুলি পদস্থ ধনী লোক ইহার অর্থাভাব পূর্ণ করিয়াছেন। বড় বড় শাসনকর্ত্তা ইহার উন্নতি দর্শনে ঈর্য্যান্বিত হইয়া ইহার বিলোপের চেষ্টা করিয়াও পরোক্ষভাবে ইহার প্রভূত উন্নতির কারণ হইয়াছেন। রাজনৈতিক আন্দোলন সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও সমগ্র ভারতের প্রতিনিধিগণের একত্র সম্মিলনে আনুষঙ্গিক সমাজ, ধর্ম্ম ও সাহিত্যাদি বিষয়েরও সমবেত অলোচনা ও উৎসাহ দানের পথ হইয়াছে।

সমিতির কার্য্যারম্ভ আনন্দকর ও আশাপ্রদ হইলেও ইহা আরম্ভ মাত্র। এখনও সমিতি পরীক্ষাধীন রহিয়াছে, ইহার স্থায়িত্ব ভবিষ্যতের গর্ভে। সমিতির জীবননাশের বা অধোগতির কারণ রাজপুরুষ বা স্বদেশীয় বিদেশীয় শত্রুপক্ষের গ্লানি নিন্দা, প্রতিবাদ ও বিপক্ষতা নহে, কিন্তু যাঁহারা ইহার কার্য্যে অগ্রণী হইয়াছেন, তাঁহাদের যত্নের শিথিলতা, আলস্য, সঙ্কীর্ণতা, নৈতিক দুর্ব্বলতা এবং পরস্পরের মধ্যে বিবাদ ও অসম্মিলন। সমিতির বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহার কিছু কিছু লক্ষণ দেখা দিতেছে এবং তাহা অঙ্কুরে বিনষ্ট না হইলে এমন শুভ মহদনুষ্ঠানটী বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া হইয়া পড়িবে, সর্ব্বদা এই আশঙ্কা হয়। সমিতির রক্ষা ও উন্নতির জন্য যে উপাদানগুলি আবশ্যক, তাহার বিশেষ চিন্তা ও সমালোচনা কর্ত্তব্য ;—

জাতীয় মহা-সমিতির হিতৈষী কোনও ব্যক্তি নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রশ্ন সমিতির আগামী অধিবেশনে উত্থাপন করিতে আমাদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন :—

(১) ভারতবাসীদিগের একটি জাতীয় পোষাক, অন্ততঃ মস্তকাবরণ থাকা বাঞ্ছনীয় কি না?

(২) জাতীয় ভাষার জন্য আন্দোলন করা উচিত কি না?

(৩) ভারতবর্ষের কোনও কেন্দ্রস্থলে জাতীয় সমিতির একটী স্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণ বাঞ্ছনীয় কি না?

(৪) যুবকদিগকে প্রতিযোগিতার পরীক্ষার্থ ইংলণ্ডে অথবা প্রয়োজনীয় শিল্পাদি শিক্ষার্থ অন্য স্থানে প্রেরণ জন্য একটী জাতীয় ধনভাণ্ডার সংস্থাপন বাঞ্ছনীয় কি না?

(৫) গবর্ণমেন্ট কর্ম্মচারীদিগকে রাজনৈতিক সভায় আসিতে দিবার জন্য অথবা জাতীয় সমিতিতে প্রতিনিধিস্বরূপ প্রেরিত হইতে দিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা বাঞ্ছনীয় কি না?

প্রথমতঃ—পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির বিশেষ জাতীয় পরিচ্ছদ আছে, এরূপ থাকাতে জাতীয়ত্ব অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া একজাতীয় লোকদিগের পরস্পরের মধ্যে ঐক্য ও সহানুভূতি বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ভারতে এরূপ হয় বাঞ্ছনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা কার্য্যতঃ কতদূর সম্ভব হইবে বিবেচ্য। বাঙ্গালীর জাতীয় পরিচ্ছদ নাই বলিলেই হয়, এ জন্য বাঙ্গালী যে কোনও পরিচ্ছদ ধারণ করিতে পারেন, কিন্তু শিখ, মারহাট্টা, পার্সী, মান্দ্রাজী, হিন্দুস্থানী, ও মুসলমান কি সহজে আপনাপন বহুকাল-পরিহিত পোষাক ছাড়িয়া এক নূতন পোষাক পরিতে সম্মত হইবেন? এরূপ আমূল পরিবর্ত্তনের চেষ্টা এখন অসাময়িক হইবে এবং সম্মিলনের পরিবর্ত্তে আত্মবিচ্ছেদ আনয়ন করিবে। সকল ভারতীয় জাতির পরিচ্ছদের একটী সাধারণ ছক বাহির করিয়া যদি দেশের প্রধান ব্যক্তিগণ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন, ক্রমে তাহা জাতীয় পরিচ্ছদরূপে গৃহীত হইতে পারে। মস্তকের টুপী কেবল একরূপ করিলে নববেশ প্রবর্ত্তনেচ্ছুর কতক সাধ মিটিতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে বলিয়া বোধ হয় না। হাতের পাঁচটী অঙ্গুলী এক আকারের না হইলেও পাঁচে মিলিয়া এক হস্তের কার্য্য করে, ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন আকার প্রকারের থাকিয়াও কি ভারতের জন্য সকলে মিলিয়া কার্য্য করিতে পারেন না? পদ্মের এক বা দুই তিন পত্র অপেক্ষা শতদল হইলে তাহাতে কি শোভা বৃদ্ধি হয় না? তবে মূলবন্ধন একটা চাই।

দ্বিতীয়তঃ—ইংরাজী ভাষা মধ্যবর্ত্তী হইয়াছে বলিয়া জাতীয় সম্মিলন সম্ভব হইয়াছে, নতুবা জাতীয় কোনও ভাষায় ভারতীয় এত লোক পরস্পরে পরস্পরের সহিত আলাপ ও হৃদয় পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন না। জাতীয় সমিতির জাতীয় ভাষা কালে সম্ভব হইলেও বর্ত্তমানে তাহা কোনরূপেই সম্ভব নহে এবং তাহার চেষ্টায় পণ্ড শ্রম হইবে। এ জন্য অপেক্ষা চাই।

তৃতীয়তঃ—ভারতের কোনও কেন্দ্রস্থলে জাতীয় সভার একটী গৃহনির্ম্মাণ নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। এত দিন জাতীয় সমিতির সুসংবাদ সর্ব্বত্র প্রচার এবং ইহার সপক্ষে সর্ব্বব্যাপী আন্দোলনের প্রয়োজন ছিল, এজন্য ইহা চলৎ-বিষ্ণুর ন্যায় এক এক বর্ষে এক এক প্রদেশ ভ্রমণ করিয়াছে, এবং তাম্বু ফেলিয়া বা পাণ্ডাল করিয়া আপনার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছে। কিন্তু অনন্ত

কাল সেরূপ চলে না। স্থায়ী কোনও অনুষ্ঠান করিতে গেলে তাহার নাম ও ধাম উভয়ই চাই। জাতীয় সমিতির নাম হইয়াছে, কিন্তু ইহার ধাম স্থির হয় নাই। কাহার কাহার মতে তাহা করিতে গেলে স্থান বিশেষের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শিত হইবে এবং অন্য দেশবাসীদিগের ঈর্ষা দ্বেষের কারণ হইবে। এই জন্য কেহ কেহ মনে করেন ইহার ধাম ভারতে না করিয়া বরং ইংলণ্ডে হওয়া উচিত। কিন্তু ইংলণ্ডে ভারতের জাতীয় সমিতির বাসস্থান কি জাতীয় নিন্দার কথা নহে এবং সেখানে নেতৃস্থানীয় লোকদিগের নিত্য সমবায় কি কখন সম্ভব? জাতীয় সমিতির কল্যাণাকাঙ্ক্ষী হইয়া এ বিষয়ে ভারতবাসীদিগকে উদার হইতে হইবে এবং যে স্থান সর্ব্বপ্রদেশীয় লোকের পক্ষে সুবিধাজনক অথচ কার্য্য সাধনের অধিক উপযোগী, সেই স্থান মনোনীত করিতে হইবে। জব্বলপুর বা প্রয়াগ ভারতের সর্ব্বপ্রদেশের একরূপ কেন্দ্রস্থল, কিন্তু রাজধানী কলিকাতা বা বোম্বাই কার্য্য সাধনের পক্ষে অধিক উপযোগী বলিয়া বোধ হয়। যেখানে সমিতির প্রাণস্বরূপ হইয়া কতকগুলি লোক নিয়ত চিন্তা ও কার্য্যকারিতা দ্বারা ইহার সহায়তা করিতে পারেন, সেই স্থানই কেন্দ্ররূপে নির্দ্ধারিত হওয়া শ্রেয়স্কর। ভৌগোলিক কেন্দ্র যথার্থ কেন্দ্র নহে।

স্থায়ী ধামের সঙ্গে সঙ্গে ইহার স্থায়ী কর্ম্মচারী ও নিয়মপ্রণালী আবশ্যক। ইহার সভাপতি, সম্পাদক ও আফিস স্থির হইলে ইহার স্থায়ী কার্য্যের ব্যবস্থার সম্ভাবনা, নতুবা ইহা শূন্যে উড্ডীয়মান বস্তুর ন্যায় উড়িয়া উড়িয়া শূন্যে বিলীন হইবে। সভাপতি ও সম্পাদক সুনির্ব্বাচিত হইয়া অন্ততঃ ৫ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইলে তাঁহারা সমিতিকে সুগঠিত, বলশালী ও কার্য্যকর করিতে পারেন।

কেন্দ্রস্থলে সমিতির অধিবেশন ৩ বা ৫ বৎসর অন্তর হইতে পারে। কিন্তু প্রাদেশিক স্থায়ী শাখাসমিতি সকল সেই সঙ্গে সঙ্গে গঠিত হওয়া চাই এবং প্রদেশীয় প্রতিনিধি সকলকে লইয়া বর্ষে বর্ষে তাহার অধিবেশন নিতান্ত আবশ্যক। প্রদেশীয় সমিতি সকল দ্বারা স্থানীয় অভাব পূর্ণ হইবে এবং মূল সমিতি দ্বারা সর্ব্বসাধারণ প্রয়োজন সাধনের উপায় হইবে। এইরূপ মূল ও শাখাসমিতি সকল যদি নিয়মিতরূপে কার্য্য করিতে পারেন, জাতীয় সমিতির উদ্দেশ্য সুন্দররূপে সাধিত হইতে থাকিবে।

চতুর্থতঃ—জাতীয় ধনভাণ্ডার সংস্থাপন অনেক কারণে আবশ্যক এবং ইতিমধ্যে তাহার সূত্রপাতও হইয়াছে। এরূপ ধনভাণ্ডার করিতে গেলে সাধারণের বিশ্বাসভাজন কয়েকজন ট্রষ্টী নিয়োগ সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক; নতুবা লোকে বিশ্বাস করিয়া টাকা দিবে না এবং যে টাকা সংগৃহীত হইবে, তাহার উপযুক্ত রক্ষা ও সদ্ব্যবহার হইবে না। জাতীয় ধনভাণ্ডার হইতে একদিকে জাতীয় সমিতির কার্য্য

সকল নির্ব্বাহ হওয়া চাই এবং সেই কার্য্য সকল ক্রমেই বিস্তৃত করিতে হইবে। দেশবাসীদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিধান এবং দরিদ্রতা নিবারণ প্রভৃতি অনেক জাতীয় প্রয়োজন আছে। তদ্ভিন্ন প্রস্তাবিত বিষয়েরও সহায়তা হইতে পারে। জাপান গত ৩০ বৎসর কতকগুলি যুবককে আমেরিকা ও ইউরোপে সুশিক্ষিত করিয়া এক গণনীয় জাতিরূপে পরিণত হইয়াছে, জাপান গবর্ণমেণ্ট ইহাদিগের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছেন। ভারতীয় যুবকদিগকে নানা বিষয়ে শিক্ষিত করিতে পারিলে ভারতের সকল অভাব মোচন হইতে পারে। দূরবর্ত্তী আমেরিকা ও ইউরোপে যেমন, নিকটবর্ত্তী জাপানেও সেইরূপ বর্ষে বর্ষে যুবকদল প্রেরিত হইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট এ ব্যয় দিতে সম্মত হইবেন না। জাতীয় সমিতি উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক এ কার্য্য সাধন করিতে পারিলে জাতীয় মহোন্নতির সহায় হইবেন।

পঞ্চমতঃ—গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদিগকে জাতীয় সভায় আনিবার জন্য আপাততঃ তত ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। এ বিষয়ে লর্ড ল্যান্সডাউনের গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছিলেন যে, গবর্ণমেণ্ট জাতীয় সমিতিতে কাহাকেও যাইতে নিষেধ করেন নাই—করিবেনও না। তবে সমিতির প্রতি রাজপুরুষদিগের ব্যক্তিগত অনুরাগ বিরাগ সমিতির কার্য্যকারিতার উপর নির্ভর করিবে। সমিতির নেতৃগণ যদি ইহাকে দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধনের উপায় বলিয়া সভ্যজগতের নিকট প্রতিপন্ন করিতে পারেন এবং রাজভক্তিসহ ধীরভাবে ইহার কার্য্য চালাইতে সমর্থ হন, রাজপুরুষদিগের বিরাগের পরিবর্ত্তে অনুরাগ সহজে আকৃষ্ট হইবে এবং তাঁহারা স্বয়ং ইহার সহায়তায় প্রবৃত্ত হইবেন। তখন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদিগকে প্রতিনিধি পাইবার কোনও অন্তরায় হইবে না।

আমরা মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বরকে এই জাতীয় সমিতির অভ্যুত্থানের জন্য ধন্যবাদ করি এবং তাঁহার নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, তিনি ইহাকে সুনিয়মিত ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে গঠিত করিয়া ইহা দ্বারা ভারতের অশেষ কল্যাণ সাধন করুন্।

বুদ্ধের জ্ঞান পরীক্ষা।

বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থে বর্ণিত আছে, বুদ্ধদেব যখন জিতবনে বাস করিতেছিলেন, তখন উজ্জল-মুখ-জ্যোতি, তুষার-শুভ্র-পরিচ্ছদধারী এক দেবতা ব্রাহ্মণের বেশে তাঁহার নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে কতকগুলি প্রশ্ন করেন এবং বুদ্ধদেব সে সকলের সদুত্তর প্রদান করিয়া তাঁহাকে পরম পরিতুষ্ট করেন। তাঁহাদের প্রশ্নোত্তর নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে।

দেব—সর্ব্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণধার তরবার

কি? মারাত্মক বিষ কি? মহাভয়ঙ্কর অগ্নি কি? এবং ঘোরান্ধতম রজনী কি?

বুদ্ধ—একটী রুষ্ট বাক্য সর্ব্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণধার তরবার, লোভ মহা মারাত্মক বিষ; প্রবৃত্তি মহাভয়ঙ্কর অগ্নি, এবং অজ্ঞানতা ঘোরান্ধতম রজনী।

দেব—কে সর্ব্বাপেক্ষা লাভবান্ এবং কে বা সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত? অভেদ্য বর্ম্ম কি? সর্ব্বোৎকৃষ্ট অস্ত্র কি?

বুদ্ধ—যিনি অপরকে দান করেন, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা লাভবান্। যিনি অন্যকে কিছু না দিয়া অপরের দান গ্রহণ করেন, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত। ধৈর্য্য অভেদ্য বর্ম্ম, জ্ঞান সর্ব্বোৎকৃষ্ট অস্ত্র।

দেব—সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর চোর কে? সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ রত্ন কি? স্বর্গ ও মর্ত্ত্যে মহাবলশালী কে? নিরাপদ ধনভাণ্ডার কি?

বুদ্ধ—কুচিন্তা ভয়ঙ্কর চোর, ধর্ম্মই মহামূল্য রত্ন, স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে মহাবলশালী আত্মা, এবং অমরত্ব নিরাপদ ধনভাণ্ডার।

দেব—সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণের বস্তু কি? সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণার বস্তু কি? সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর গ্লানি কি? সর্ব্বাপেক্ষা সুখভোগই বা কি?

বুদ্ধ—পুণ্য সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণের বস্তু, পাপ তেমনি ঘৃণার বস্তু; আত্মগ্লানি মহাভয়ঙ্কর যন্ত্রণা, মুক্তিই পরম সুখ।

দেব—সংসারে কিসে সর্ব্বনাশ করে? কিসে বন্ধু-বিচ্ছেদ ঘটায়? মহা-ভয়ঙ্কর জ্বর কি? সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসক কে?

বুদ্ধ—অজ্ঞানতাই সংসারের সর্ব্বনাশ করে। হিংসায় ও স্বার্থপরতায় বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটায়। দ্বেষ মহাভয়ঙ্কর জ্বর এবং বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী পুরুষই সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসক।

তখন দেবতা বলিলেন "আমার আর একটী সংশয় আছে, তাহার অপনোদন করুন্। সে বস্তু কি যাহা অগ্নিতে দগ্ধ হয় না—জলে বিকৃত হয় না—বাতাসে নষ্ট হয় না—এবং যাহা বিশ্বসংসারকে পবিত্র করে।"

ভগবান্ বুদ্ধ বলিলেন "ইহা আশীর্ব্বাদ। সৎকার্য্য করিয়া মানব যে আশীর্ব্বাদ লাভ করে, অগ্নি, জল, বায়ু তাহাকে নষ্ট করিতে পারে না, তাহা দ্বারা সমস্ত জগৎ পবিত্র হয়।"

ভগবান্ বুদ্ধের মুখে অমৃতময় বাণী শ্রবণ করিয়া দেবতা মহা-আনন্দে পূর্ণ হইলেন। তিনি করযোড়ে ভক্তিভরে তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন এবং দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

স্বর্গীয় মহাত্মা মনোমোহন ঘোষ।

আবার ভারতে কেন হাহাকার ঘরে ঘরে,
বিশ কোটি প্রাণ আজ কাঁদিতেছে কার তরে?
তবে কি সে কাঁচাসোণা-ভারতের কোহিনুর
সুখের স্বপন ভেঙ্গে চলে গেছে সুরপুর!

কাঁদাইয়া জননীরে, কাঁদাইয়া পরিবার,
সোণার সংসারে কেন তুলিলে এ
হাহাকার ?
কি জানি কি দেখে আজ বন্ধুগণে দিয়ে ফাঁকি
অকালেতে অকস্মাৎ মুদিলে যুগল আঁখি ?
ভাসিছে অবলা-কুল অকূল পাথারে পড়ি,
নিরাশ্রয় তৃণ সম, বিহনে আশ্রয়-তরী !
সহায়-সম্বলহীন দুর্ব্বল কাঙ্গাল যারা,
কোথায় দাঁড়াবে আজ কার পানে চাহি
তারা ?
হারায়ে হিতৈষী জনে চির জনমের তরে,
শিরে হানি করাঘাত কাঁদিতেছে কত নরে!
জাতীয় মহাসমিতি হইল যে অঙ্গহীন,
কে পূরিবে তব স্থান শূন্য রবে চিরদিন !
তোমার গুণের কথা নাহি হব বিস্মরণ,
গুণীর অগ্রণী তুমি শিরোমণি মনমোহন !
কত যে গুণের তুমি ভাষায় বলিতে নারি,
তোমার গুণ-চরিত্র কি মধুর বলিহারি !
যত দিন রবে ক্ষিতি চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা,
গাইবে মোহন গুণ ভারতে সুকবি যারা !
খাটিয়ে দেশের লাগি এ দেহ করিলে পাত,
কে জানিত হবে আজি বিনা মেঘে বজ্রাঘাত ?
অঙ্গার সোণার অঙ্গ পূত জাহ্নবীর তীরে,
নিরখিয়ে কত নারী ভাসিতেছে অশ্রুনীরে !
অবশ হইল কর—লেখনী চলে না আর,
মুখেতে না সরে বাণী, প্রাণে করে হাহাকার !
যাও দেব নিত্য ধামে লভিতে বিশ্রাম সুখ,
আঁকিয়ে স্মৃতির পটে হেরি ও
পবিত্র মুখ !
বসোগে দেবতাপাশে মণিময় সিংহাসনে,
সাজাবেন স্নেহময়ী কত রত্ন আভরণে !
গাঁথিয়ে অপূর্ব্ব হার নন্দনের পারিজাতে
পরাবেন বিশ্বমাতা তব গলে নিজ হাতে !
জরা মৃত্যু নাহি সেথা—চির বসন্তের ভূমি,
পুণ্যময় স্বর্গধামে গিয়েছ হে দেব তুমি !
অসার অনিত্য যত বিলাস বাসনা ভোগ,
সে সকল পায়ে ঠেলি লভিয়াছ নিত্য যোগ !
জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক সূত্রে বাঁধা আজ,
এ হেন স্বর্গীয় দৃশ্য নাহি মিলে বিশ্ব-মাঝ !
দেবের দুর্লভ সেই পরম পবিত্র ধাম
পাইয়াছ ভাগ্যগুণে হইয়াছ সিদ্ধকাম !
ভারতের ভাবী বংশ গাহিবে সুনাম তব
কোটি কণ্ঠে চিরদিন তুলি তান নব নব !
সার্থক জনম তব সফল জীবন ভবে,
তব নাম ইতিহাসে প্রাতঃস্মরণীয় রবে ! !

শ্রীচঃ।

মতি মালা।

১। পরমেশ্বর প্রেমস্বরূপ।
২। যে প্রেম করে, তাহারি জীবন ধন্য।
৩। শুভস্য শীঘ্রং, অশুভস্য কাল-হরণং।
৪। প্রতিবেশীকে আত্মবৎ প্রেম কর।
৫। শত্রুকে ভালবাস।
৬। যে ক্ষমা করে, সে ঈশ্বরের ক্ষমা লাভ করে।

৭। প্রেমদ্বারা অন্যের প্রেম আকর্ষণ করা যায়।

৮। আহারের জন্য জীবন নয়, জীবনেরই জন্য আহার।

৯। ক্ষুধার্ত্ত শত্রুকে আহার দেও, তৃষ্ণার্ত্ত শত্রুকে জল দাও।

১০। পরোপকারের জন্য সাধু লোকের জীবন।

১১। "না" বলিতে সাহস কর।

১২। মৃত্যু সাধুদিগের বন্ধু, দুষ্ট লোকের নিকট উদ্যত বজ্র।

১৩। অন্যের গুণের প্রশংসা কর, এবং আপনার দোষ অনুসন্ধান কর।

১৪। পিতৃহীনের পিতা হও, মাতৃহীনের মাতা হও।

১৫। বাক্য কথন রৌপ্য, মৌনিতা স্বর্ণ।

১৬। পর-দুঃখের জন্য এক ফোঁটা অশ্রু কোটী স্বর্ণ অপেক্ষা মূল্যবান্।

১৭। পাপীর পাপ যত ঘোরতর, ততই ধার্ম্মিকের কার্য্যের অবসর।

১৮। সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং।

১৯। অপচয় করিও না, অভাবে পড়িও না।

২০। প্রেমে ও বিশ্বাসে অভেদ, চিন্তা ও কার্য্যে প্রভেদ।

২১। সকল ঘটনাই সমবেত হইয়া ঈশ্বর-বিশ্বাসীদের কল্যাণ বর্দ্ধন করে।

২২। বিবেকের স্থান ফলাফল চিন্তার উপরে।

২৩। প্রত্যেক মিথ্যাবাদী ভীরু।

২৪। প্রত্যেক বস্তুর জন্য স্থান রাখ এবং প্রত্যেক বস্তুকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখ।

২৫। প্রাণপণে সত্য রক্ষা কর।

২৬। সত্য যদি ছুরিকার মত কর্ত্তন করে, তথাপি তাহার সঙ্গ ছাড়িও না।

২৭। যে মনুষ্য যত সরল, সেই তত মহৎ।

২৮। পাপ স্বীকার পাপব্যাধি আরোগ্যের উপায়।

২৯। "এখন" সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সময়।

৩০। সত্য সর্ব্বশক্তিমান্।

৩১। দৈনিক উন্নতিই জীবন।

নূতন সংবাদ।

১। লেডী ডফারীণ হাঁসপাতালের কলিকাতাস্থ বাটীটী যুবক খৃষ্টান সমাজকে বিক্রয় করা হইয়াছে। এত শীঘ্র ইহার কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের মতি-পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম।

২। খৃষ্টের জন্মের ৮০০ আট শত বর্ষ পূর্ব্বে চীনদেশে তাম্র মুদ্রা প্রচলিত ছিল।

৩। গত বৎসর বঙ্গদেশে ৪৩০ টী দাতব্য চিকিৎসালয়ে ২৪৭৯৭৭৯ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে।

৪। দুর্ভিক্ষের জন্য এবারকার শোণপুর মেলায় লোকসমাগম কম হইয়াছে।

৫। বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক বাবু জগদীশ-চন্দ্র বসু যেমন লণ্ডনে, তেমনি গ্লাসগো

নগরে স্বীয় আবিষ্কৃত বৈদ্যুতিক যন্ত্র দেখাইয়া সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

৬। ফরাসীদেশের মাদাম ড্রয়াউ নাম্নী স্ত্রীলোক, স্বামিঘাতিনী বলিয়া দীর্ঘকালের জন্য কারারুদ্ধ হন। সম্প্রতি তিনি নির্দ্দোষ বলিয়া সপ্রমাণ হওয়াতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন ও ক্ষতিপূরণ স্বরূপ গর্ব্বমেণ্ট হইতে ষোল হাজার টাকা পাইয়াছেন।

৭। গত নবেম্বরে ইংলণ্ডের চর্চ্চ মিসনরী সোসাইটী হইতে ৯ জন মহিলা মিসনরী ধর্ম্ম-প্রচারার্থ কলিকাতায় আসিয়াছেন।

৮। খান্দেশের জীবাই নামক বাজারে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তিরা তিন জন বেনিয়াকে ধরিয়া পোড়াইয়া বাজার লুণ্ঠন করিয়াছে।

৯। ইংলণ্ডের স্ত্রীলোকেরা প্রচার ও চিকিৎসা কার্য্যে ৭৭০ জন স্ত্রী-মিসনরীর ব্যয় বহন করিতেছেন।

বামারচনা।

নিরাশ প্রণয়।

তোমারি চরণে সখা
সঁপেছিনু এ জীবন,
তুচ্ছ ক্ষুদ্র সুখ তরে
করিলে তা বিসর্জ্জন!
চরণে দলিয়া আহা
ফেলে দিলে পঙ্কমাঝে,
কর্দ্দম-মণ্ডিত প্রাণে
মুদিনু নয়ন লাজে।
পর দিন ঊষা রাণী
সোণার কমল-হাতে
স্নেহভরে আঁখিজল
মুছিয়া বুলা'ল মাথে।
চোক মেলে চেয়ে দেখি
কোথায় দেবতা মম,
সকলি ফুরায়ে গেছে
নিশার স্বপন সম!
ভগন হৃদয় লয়ে
চলিলাম ধরা-মাঝে,
ঢেলে দিব ক্ষুদ্র প্রাণ
কেবল পরের কাজে।
জানি না ভবিষ্য মম
চাহি না ক' সুখ আর,
কত শান্তি পাব নাথ
ছাড়িয়া পাপ সংসার!
তবু কেন তোমা তরে
কাঁদে এত এ পরাণ?
ভাঙ্গা বুক ভেঙ্গে আরো
হ'য়ে যায় শত খান!!
আশা আছে ও হৃদয়ে
আবার হইবে মোর,
আবার একত্রে দোঁহে
বাঁধিব জীবন-ডোর।

শ্রীকুসুম কুমারী রায়।
ভাঙ্গাবাড়ী।

বিদায়।

(টেনিসন হইতে)

সাগরে মিশাতে কায়, অয়ি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনি,
যাইতেছ, যাও চলি, করি কুলু কুলু ধ্বনি।
যাও তুমি ধীরে ধীরে,
তোমার সুন্দর তীরে—
আসিব না বেড়াইতে আর আমি পুনরায় ;
কল্লোলিনি, চিরতরে লইনু আমি বিদায়।

বহে যাও ধীরে ধীরে ক্ষেতের উপর দিয়ে,
ক্ষুদ্র হ'য়ে বহে যাও শেষে যাও বিস্তারিয়ে ;
চলে গিয়ে নিজ মনে,
মিশাও সিন্ধুর সনে,
আমি কোনখানে কভু বেড়া'ব না তব তীরে,
বিদায় হে নির্ঝরিণি, দাও মোরে চিরতরে।
তব কূলে সোঁ সোঁ রব করিবেক তরুগণ,
কাঁপিবে সহস্র পাতা থর থর অনুক্ষণ ;
গুণ গুণ অলিকুলে,
করিবে তোমার কূলে,
পাখিগণ করিবেক কূলে কূলে বিচরণ,
চির তরে দাও মোরে বিদায় তবে এখন।

পড়িবে তোমার বক্ষে সহস্র রবির কর,
কাঁপিবে তরঙ্গরঙ্গে লাখ লাখ শশধর।
সব সমভাবে রবে,
সমান বাতাস ব'বে,
আমি শুধু বেড়াব না তোমার সুন্দর তীরে,
তটিনি, বিদায় তবে লইলাম চিরতরে।

শ্রীমতী নী—

"খোকার হাসি।"

১

কোথায় শিখিলে খোকা এ মধুর হাসি ?
দুদিনের শিশু তুই,
কাননের সাদা যুঁই,
সৃজনের স্রোতে সবে এসেছিস্ ভাসি।
চিনিস্ না আত্মপর,
সকলি অচেনা তোর,
তবুও সবারি সনে এত মিশামিশি !
হাসি-মুখে বসি কোলে
আধ আধ কথা ব'লে
ঢালিস্ অমৃত-স্রোত প্রাণে দিবানিশি।
অনিমেষে এক ধ্যানে,
চেয়ে থাকি তোর পানে,
কাটাই সারাটি দিন তোর কাছে বসি।
প্রাণের দারুণ ব্যথা,
সংসারের কঠোরতা,
সকলি ভুলিয়া যাই তোর কাছে আসি,
কোথায় শিখিলে খোকা এ মধুর হাসি ?

২

এ মধুর হাসি খোকা শিখিলে কোথায় ?
একটু লইয়া কোলে,
চাঁদ মুখে চুমো খেলে,
অধর ছাইয়া পড়ে লাবণ্য জোছ্‌নায়—
সে হাসে আঁধার টুটে,
আকাশে তারকা ফুটে,
সে লাবণ্য বনে বনে কুসুম সাজায়।

তোর এ উষার হাসি,
হৃদয় কাননে পশি,
আশার মুকুলগুলি যতনে ফুটায়,
তোর হাসি প্রাণে সদা
ঢালে সঞ্জীবনী সুধা—
সুখের স্বপন কত পরাণে জাগায়,
এ মধুর হাসি খোকা শিখিলে কোথায়?

শ্রীবি—রায়, তালজাঙ্গা।

অনন্ত শয়ন।

হা মনোমোহন! কোথা করিলে গমন?
তোমাধনে হ'য়ে হারা
হইয়া মরমে সারা,
অভাগী ভারতভূমি করিছে রোদন।
কাঁপাইয়া চারি ধার
প্রতিধ্বনি হয় তার
বিষাদে কাঁদিয়া উঠে এ সারা ভুবন। ১
আজি এ হেমন্ত বায় কি বলিছে ছাই!
"দয়ার দেবতা-প্রায়
সে মনোমোহন হায়!
শুয়েছে অনন্ত কোলে, এ জগতে নাই।"
এ কথা মরম-মাঝে
বাজের অধিক বাজে,
এ খবর দিতে তোরে কে সাধিল ভাই? ২
কে বলিল "নাহি আর সে মনোমোহন"
সে দিন ইংলণ্ডে গিয়া
খুলিয়া আপন হিয়া
করিলা বক্তৃতা কত হৃদয়-রঞ্জন। (১)
আবার বেথুন-ঘরে, (২)
তাহার উন্নতি তরে
সে দিন বলিলা কত যুক্তির কথন। ৩
কে বলিল "নাহি আর সে মনোমোহন"?
এরি মধ্যে কি হইল,
সকলি কি ফুরাইল,
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হ'ল কি এখন?
অবলার হিত তরে
কে আর তেমন করে,
খাটিবে নিঠুর বঙ্গে করি প্রাণপণ? ৪
"সে মনোমোহন শূন্য ভারত ভুবন"
বলো না এমন কথা,
বুকে বড় বাজে ব্যথা,
দয়ার দেবতা কোথা করিবে গমন?
খাটি স্বদেশের তরে,
বুঝিবা অলসভরে
নিদ্রার কোমল কোলে ক'রেছে শয়ন॥ ৫
ডেক না ডেক না তাঁর ডেক না এখন,
শ্রান্তি দুর হ'বে যবে,
তখনি মাভৈঃ রবে
উঠিয়া, স্বদেশ-হিতে হইবে মগন।
"না না এত নহে ঘুম,
প্রাণ-পাখী নিরঝুম,
হৃদয়-পিঞ্জর ছেড়ে করেছে গমন।
হায় এ শয়ন তাঁর অনন্ত শয়ন!" ৬
সত্যই কি তোমা-হারা ভারতভুবন?

---

(১) গতবৎসর ইংলণ্ডে গিয়া স্বদেশের হিতজনক বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

(২) বেথুন কলেজ।

ভাই বোন প্রিয়া মাতা,
প্রাণাধিক সুত সুতা
তাহাদের ফেলে কোথা গেলে হে এখন ?
স্বদেশের দুঃখ হায়!
নিবেদিতে বিভুপায়
আপনি কি স্বর্গে তুমি করেছ গমন ? ৭
সত্যই কি তবে তুমি নাহি ভবে আর ?
ছিঁড়ি বাসনার পাশ,
দলিয়া প্রাণের আশ,
সত্যই কি গেছ তুমি ত্রিদিব মাঝার ?
তুমিত স্বরগে গেলে
আমরা যে ধরাতলে
শোকানলে পুড়ে মরি ল'য়ে হাহাকার ? ৮
ভীষণ আগুন বুঝি নিভিবে না আর!
কেমন নিঠুর প্রাণে,
গেলে তুমি কোন খানে,
কে দিবে গো সে দেশের আনি সমাচার ?
গেলে যদি রও সুখে,
যেন গো বাজে না বুকে
একটী বিষাদ-কণা কখনো তোমার! ৯
ওরে দেবতার দ্বারী খুলে দাও দ্বার,
ধরার দেবতা হায়,
আজি দেব-দেশে যায়,
যতনে তুলিয়া লও স্বরগ মাঝার।
দিও গো সান্ত্বাও শোক-দগ্ধ পরিবার।১০

শ্রীমতী নগেন্দ্র বালা মুস্তোফী।

মনোমোহন-বিয়োগে।

আহা কি শুনিনু আজ! সহিতে না পারি
বঙ্গ-রত্ন মনোমোহন ভারতের প্রিয় ধন
দরিদ্র ভারতভূমি আজিয়ে আঁধারি
গিয়াছেন কাঁদাইয়া দুঃখী নর নারী। ১
আহা কি শুনিতে পাই বঙ্গরত্ন নাই!
বাঙ্গালীর শিরোমণি, অনন্ত গুণের খনি,
বাঙ্গালীর পরিবারে হাহাকার তাই;
হায় কি শুনিরে আজ বঙ্গবন্ধু নাই। ২
কি বলে কাঁদিব বুঝিতে না পারি,
এ হেন বান্ধব তরে ভারতের প্রতি ঘরে
শোকের উচ্ছ্বাস উঠে হৃদয়ে সবারি,
কি ব'লে কাঁদিব আজ বুঝিতে না পারি।৩
এ হেন বান্ধব তরে বঙ্গের আলয়ে
কারাবাসী কারাবাসে, কৃষক কুটীর বাসে,
পল্লী-পুরবাসী কাঁদে পরাণ খুলিয়ে,
গিরিবাসী কুকি ভিল কাঁদিছে মিলিয়ে।
বিচার-পটুতা তাঁর মহত্ব অপার
জননীর মত স্নেহ, পরহেতু প্রাণ দেহ,
দরিদ্র-জীবনে সাক্ষ্য জীবনের তাঁর,
এ হেন রতন নাই ভারত মাতার। ৫
কুমারিকা তীর হতে হিমালয়
শোকের প্রবাহ বহে, শোকানলে সবে দহে,
ভারত অরুণ আজ নিবু নিবুপ্রায়,
ভারতের শশী তারা হীনপ্রভ হায়! ৬
যে রত্ন গিয়াছে তাহা ফিরিবার নয়
দুঃখিনী ভারত মাতা ফলহীন ছিন্ন লতা,
বিশ কোটী নর নারী তীব্র শোকময়,
ভারত ভুবনে আজ ভীষণ প্রলয়।৭

সুমতি— সমস্তিপুর।

** ২৩৩ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের প্রথম কথাটী 'সম্ভব' না হইয়া "যথাসম্ভব" হইবে।

No. 384.   January, 1897.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

“কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।”

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৪ বর্ষ। ৩৮৪ সংখ্যা। } পৌষ, ১৩০৩—জানুয়ারী, ১৮৯৭। { ৬ষ্ঠ কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বড় লাটের প্রত্যাগমন—গত ১০ই ডিসেম্বর বড় লাট কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

জাতীয় মহাসমিতি—গত ২৮শে,২৯শে, ৩০শে ও ৩১শে ডিসেম্বর কলিকাতার বীডন স্কোয়ারে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ইহার বিশেষ বিবরণ স্থানান্তরে দ্রষ্টব্য।

ডাকমাস্থল কম—এই জানুয়ারি মাস হইতে সংবাদপত্রের প্যাকেট ২০ কুড়ি তোলা পর্য্যন্ত আধ আনায় যাইবে।

ডবল রেল—শিয়ালদহ হইতে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত ডবল রেল বসিয়াছে।

মারিভয়—বিউবনিক রোগে গত দুই মাসে বোম্বাইয়ে ৭৫০ জন লোক মরিয়াছে। মড়কের বৃদ্ধি বই হ্রাস হইতেছে না।

বিদেশী ভারতবাসী—আমেরিকার ডামারারা দ্বীপে ৭০,০০০ হাজার ভারতবর্ষীয় মজুর আছে। তাহারা সাধারণতঃ ইক্ষু চাষ করিয়া থাকে।

বোম্বাইয়ের মুসলমানদিগের সদাশয়তা—বোম্বাই বিভাগে দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট সমুদায় মুসলমান বালকের অন্ন সংস্থানের ভার ইহারা লইতে প্রস্তুত।

মৃত্যু—(১) মহিসুর সাহাদা পরিবারের শীর্ষস্থানীয় প্রিন্স মহম্মদ ফেরোক সাহ গত ১৪ই ডিসেম্বর পরলোক গমন করিয়াছেন। (২)সম্প্রতি কলিকাতায় ত্রিপুরার মহারাজ্ঞার মৃত্যু হইয়াছে। (৩) ভূপালের প্রধান রাজমন্ত্রী মুন্সী ইমতিয়াস্ আলির মৃত্যুতে ভূপাল অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ভূপালের বেগম ইঁহার স্থানে অন্য লোক নিযুক্ত না করিয়া স্বয়ং সমুদায় রাজকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিবেন স্থির করিয়াছেন।

স্ত্রী ডাক্তার—কলিকাতার এল্ এ স্মিথের কন্যা কুমারী লুইস স্মিথ কলিকাতা মেডিকেল কলেজের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া ইয়ুরোপের ব্রসেলস্ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম্ ডি, এডিনবর্গ হইতে এল্ আর, সি, পি, এবং গ্লাসগো হইতে এল্ এফ্ সি, এস্ উপাধি পাইয়াছেন।

বিবি বেসান্ট—ইনি ভারতবর্ষের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বক্তৃতা করিতেছেন। করাচীনগরে দুইটী বক্তৃতা করিয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ—আমেরিকা ও ইংলণ্ডে হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করতঃ এই জানুয়ারি মাসেই ভারতে প্রত্যাগমন করিতেছেন।

জাহাজ-ডুবি—পর্টুগালের প্রসিদ্ধ করণা অন্তরীপের নিকট জলগর্ভস্থ পাহাড়ের আঘাতে এক জর্ম্মান জাহাজ ভগ্ন হইয়া ২৭৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

অশান্তি রাজ্য—আফ্রিকার এই অসভ্যদেশ ইংরাজদের হস্তগত হইয়াছে।

রুষিয়ার সহানুভূতি— ভারতে দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ রুষিয়াতে চাঁদা সংগ্রহ হইতেছে। ভারতের সাহায্যার্থ যে সকল শস্য রুষীয় রেলে আসিতেছে, রুষ গবর্ণমেণ্ট তাহার মাসুল লইতে নিষেধ করিয়াছেন।

সর্ব্ববৃহৎ পুস্তকালয়—পারিসের পুস্তকালয়ে কুড়ী লক্ষ মুদ্রিত ও দুই লক্ষ হস্তলিপি পুস্তক আছে। ইহা সর্ব্ববৃহৎ পুস্তকালয়। ইহার নিম্নে ইংলণ্ডের ব্রিটিস্ মিউজিয়ম্ ও রুশিয়ার সেন্টপিটার্সবর্গ লাইব্রেরী। এই উভয়েই প্রায় পনর লক্ষ পুস্তক আছে।

দুর্ভিক্ষ—রাজপুরুষদিগের শুভ চেষ্টা দেখিয়া দেবতা সদয় হইয়াছেন। অনেক স্থানে সুবৃষ্টি হইয়া রবিশস্যের উপকার হইয়াছে। উত্তর পশ্চিমে ত্রিশ হাজার এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে পঞ্চাশ হাজার লোক কাজ করিয়া খাইবার উপায় পাইয়াছে।

দান—(১) মুরসিদাবাদের নবাব বেগম সেণ্ট জেবিয়ার কলেজের ছাত্রদিগকে একটী সোণার ও দুইটী রূপার মেডাল পারিতোষিক দিয়াছেন। (২) মহারাণী স্বর্ণময়ী দেশীয় শিল্পপ্রদর্শনীর মেডাল ফণ্ডে ১৮০ টাকা দান করিয়াছেন।

নায়াগারার দাস্য-কার্য্য—পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জলপ্রপাত এত দিন যেন 'কি কাজ করিব, কি কাজ করিব' বলিয়া অস্থির হইয়াছিল; মার্কিনেরা সম্প্রতি তাহাকে আয়ত্ত করিয়া তদ্দারা দশ সহস্র অশ্বের কার্য্য করাইয়া লইতেছে। আগুন নাই, কয়লার ধোঁয়া নাই, জলের শক্তিতে কল সকল চলিতেছে। ২২ মাইল পথ অচিরে কলে ছাইয়া যাইবে এবং নায়াগারা প্রপাতের বলে অসম্ভব কার্য্য সাধিত হইবে।

বিলাতে নূতন ব্যাপার—গত ১৪ই নবেম্বর অনেকগুলি স্বশক্তি-চালিত শকট লণ্ডনের পথে চলিয়াছিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য বাইসিকেলে চড়িয়া পুরুষ ও

রমণীগণ দ্রুতবেগে চলিয়াছিলেন। এ দৃশ্য দেখিবার জন্য ভয়ানক জনতা হইয়াছিল।

আবকারী আয়—কুমারী হাতী ফিলিপ্সের গণনানুসারে ভারত গবর্ণমেণ্টের অহিফেনের বার্ষিক আয় ৪ কোটী ৯৭ লক্ষ, ৮৮ হাজার টাকা এবং মদের ৫ কোটী, ৫১ লক্ষ ৬ হাজার টাকা!! গবর্ণমেণ্ট না কি এ আয় স্পষ্টাক্ষরে দেখাইতে নারাজ।

বৈদ্যুতিক নগর— বেলজিয়মের বরোবিক নগরের ন্যায় বৈদ্যুতিক নগর পৃথিবীতে আর নাই। মধ্যস্থলে এক বৃহৎ বিদ্যুৎ-কল স্থাপিত, তাহার সাহায্যে সমুদায় নগরের বড় ছোট রাস্তা, বড় ছোট বাটী, সকলই আলোকিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক লোককে বর্ষে গড়ে ১০ ফ্রাঙ্ক বা ১৪ টাকা মাত্র দিতে হয়।

ষষ্টি জুবিলী—মহারাণীর ৬০ বার্ষিক রাজত্বোৎসবের সময় লণ্ডনের বৃহৎ কাচ-ভবনে বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা হইবে এবং বিগত ৬০ বৎসরে যে সকল আশ্চর্য্য কল ও শিল্পকৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহা প্রদর্শিত হইবে।

কৌতুক-প্রিয়তা—মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাস খেলিতে ভালবাসেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পৌত্রী তরবারি খেলা, ওয়েষ্টমিনিষ্টারের ডিউকপত্নী ক্রিকেট খেলা, লেডী ওয়ার উইক দপ্তরীর কাজ এবং বারিষ্টার এস্‌কুইথের পত্নী কারাগার পরিদর্শন ভালবাসেন।

অভিষেক-ব্যয়—মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অভিষেকে বার লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। রুশীয় সম্রাটের অভিষেকে প্রায় আট কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে, তন্মধ্যে সাম্রাজ্ঞীর সাজ সজ্জার ব্যয় ২৪ লক্ষ টাকা!

রচনা পারিতোষিক—বঙ্গদেশের ১৮৯৬ সালের সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম, রাজনীতি ও বাণিজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে বাঙ্গলা ভাষায় যিনি উৎকৃষ্ট রচনা আগামী ১৮৯৭ সালের অক্টোবরের মধ্যে চৈতন্য লাইব্রেরীর সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিবেন, তিনি একটী রৌপ্যপদক পুরস্কার পাইবেন।

ডাক্তার ব্যারোর অভ্যর্থনা—মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রাসাদে সমারোহে ইঁহার অভ্যর্থনা হইয়াছে। ইনি কয়েক দিন ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রকাশ্য বক্তৃতা করিয়াছেন।

ইংরাজ অতিথি—বর্ত্তমান শীতকালে কাউণ্টেস্ এলগিনের ভগিনী লেডী বিট্রিস্, র‍্যাজলবেনের মারকুইস্ ও লর্ড আসবর্টন্ সস্ত্রীক, লীড্‌সের ডিউক, এসেক্সের আর্ল এবং আরও কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ইংরাজ ও ইংরাজ মহিলা ভারতদর্শনে আসিতেছেন।

বরদায় দুর্ঘটনা—রাজপ্রতিনিধির সম্মানার্থ বরদায় এত জনতা হয় যে, তার চাপে ২৫টী লোকের মৃত্যু হইয়াছে। রুশীয় সম্রাটের অভিষেকে বহুতর প্রাণহানি হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

রাজমন্ত্রীর চক্ষুদান।

(৩৮২ সংখ্যার ১৯৯ পৃষ্ঠার পর)

(৪)

সন্ন্যাসী ঠাকুর কহিলেন, বৎস, ভগবৎ-তত্ত্ব বিষয়ে তোমাকে একটী শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্ত শুনাইবার কথা আছে। অদ্য তাহা শুন। একদা কোন সর্ব্বজ্ঞ ভবিষ্যদ্‌বক্তা এক দরিদ্রের কুটীরে উপস্থিত হইলেন। দরিদ্র, তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ জানিয়া বিশেষ আদর করিল। দরিদ্র ব্যক্তিরা স্বভাবতঃই দুঃখ দূরীকরণ পূর্ব্বক সুখ প্রাপ্তির কোন প্রকার সহজ উপায় পাইবার জন্য প্রায়ই দৈবজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ, জ্যোতির্ব্বিদ্ প্রভৃতির আদর করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদিগের দ্বারা স্ব স্ব ভাগ্য পর্য্যালোচনা করাইতে প্রবৃত্ত হন। এই আখ্যায়িকার যে দরিদ্রের কথা বলা যাইতেছে, সে, সর্ব্বজ্ঞ মহাশয়কে আপনার দুঃখের কথা জানাইল। সর্ব্বজ্ঞ কহিলেন,—"তুমি অজ্ঞতাবশতঃ এত দুঃখ পাইতেছ। তোমার প্রচুর পিতৃধন আছে। তোমার পিতা স্থানান্তরে জীবন পরিত্যাগ করায় তোমাকে সে ধনের কথা বলিয়া যাইতে পারেন নাই।" সর্ব্বজ্ঞের এই কথা শ্রবণে দরিদ্র বুঝিল তাহার জন্য ধন আছে। সেইরূপ সকল শাস্ত্রেই বলে, জীবের অবশ্য ভজনীয় ভগবান্ আছেন। দরিদ্র পিতৃধনের সংবাদ পাইয়া সুখী হইল বটে; কিন্তু সংবাদ মাত্রে ধনপ্রাপ্তি ঘটিল না। এজন্য সেই পিতৃধন, কি উপায়ে পাওয়া যাইতে পারে, সে সর্ব্বজ্ঞকে তাহা জিজ্ঞাসা করিল। সর্ব্বজ্ঞ একটী স্থান নির্দ্দেশপূর্ব্বক কহিলেন—"ঐ স্থানে তোমার পিতৃধন প্রোথিত আছে বটে, কিন্তু তাহা লাভ করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। কেননা, ঐ স্থানের দক্ষিণ ভাগের নিম্নে অসংখ্য ভীমরুল, বরুল প্রভৃতি বিষধর পতঙ্গ বাস করে। ঐ দিক্ খনন করিলে, তাহারা উড়িয়া তোমার সর্ব্বাঙ্গে দংশন করিবে। তাহাতে ধনপ্রাপ্তি দূরে থাকুক, তাহাদের বিষের জ্বালায় তোমার প্রাণ রক্ষা ভার হইবে। তুমি অবশ্যই জান যে, যাহারা ধন প্রোথিত করিয়া রাখে, তাহারা সেই ধনের সহিত একটী কোন জীবন্ত প্রাণীকেও পুঁতিয়া ফেলে। কোন সময়ে এইরূপে অনেক মনুষ্যশিশুর প্রাণনাশ হইত। ঐ অনুষ্ঠানকে 'যক্ দেওয়া' বলে। এইরূপ শ্রুতি আছে যে, ঐ প্রাণী ক্রমে এক ভয়ঙ্কর যক্ষরূপে পরিণত হইয়া ঐ ধন রক্ষা করিয়া থাকে। এইরূপে সৃষ্ট এক দুর্দ্ধর্ষ যক্ষ, পশ্চিম দিকে অবস্থান পূর্ব্বক তোমার পিতৃধন রক্ষা করিতেছে। তুমি যদি ঐ দিক্ খনন কর, কোন প্রকারেই ধন পাইবে না; ঐ যক্ষ বিষম বিঘ্ন উৎপাদন করিবে।"

"বৎস, তোমার পিতৃধন প্রাপ্তির কতই

বিঘ্ন! দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের বিবরণ শুনিলে, আবার উত্তর দিকের বিবরণ শুন। ঐ দিকে এক ভীষণ কৃষ্ণ অজগর বিদ্যমান আছে। যদি ঐ দিক্ খনন কর, তোমাকে পিতৃধন দেখিতেও হইবে না, ঐ অজগর উঠিয়া তোমাকে এক-কালে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। কেবল পূর্ব্বদিকে কোন বিঘ্ন নাই। ঐ দিকের অল্প মৃত্তিকা খনন করিলেই ধনের ঘড়া তোমার হস্তে পতিত হইবে।"

"তুমি মনে করিতে পার, যখন দিকের বিঘ্ন-বিবরণ শ্রুত হইল, তখন আর চিন্তা কি? বিপত্তিসঙ্কুল দিক্ সকল পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব দিক্ খননপূর্ব্বক অনায়াসে পিতৃধন লাভ করিবে। কিন্তু এরূপ মনে করা নিতান্ত ভ্রম। কেননা কর্ম্ম-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে, দৈবচক্রে নিশ্চয়ই দিগ্‌ভ্রম হইয়া যায়। পূর্ব্বদিক্ বোধে অন্য দিক্ খনন করিয়া বিপন্ন হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। অধিকন্তু, ঐ ভীমরুল, যক্ষ ও কৃষ্ণ অজগরের এমনি সম্মোহজনক আকর্ষণশক্তি আছে যে, তাহাদিগের অধিকৃত দিক্ সকল অতি-ক্রম করা, মানুষের অসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পিতৃধন-অন্বেষণকারী ব্যক্তিমাত্রকেই ঐ সকল বিপত্তি ভোগ করিতে হয়। যাঁহার যেরূপ ভাগ্য, পরিশেষে তিনি সেইরূপ ফল লাভ করিয়া থাকেন। ভাগ্যশালী ব্যক্তি নানা-বিধ ক্লেশ ভোগ করিয়াও পরিশেষে পিতৃধন প্রাপ্ত হয়েন। যে সকল ব্যক্তির তাদৃশ সৌভাগ্য নাই, তাঁহারা যাবজ্জীবন পিতৃধন অন্বেষণের দুঃখই ভোগ করিয়া থাকেন,—ধনলাভ আর ঘটিয়া উঠে না।"

সর্ব্বজ্ঞ, দরিদ্রকে যেমন তিনটী দিক্ পরিত্যাগ করিয়া ধনলাভের জন্য একটী দিক্ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, সেইরূপ ভগবৎ-শাস্ত্র কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ ত্যাগ করিয়া ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য কেবল ভক্তিরই উপদেশ দিয়াছেন। কেননা ভক্তি ভিন্ন অন্য উপায়ে পূর্ণরূপে ভগবৎ-প্রাপ্তি হয় না। ভগবান্ ভক্তিতেই বশী-ভূত হইয়া থাকেন। শ্রুতি বলিয়াছেন

"ভক্তিবশঃ পুরুষঃ।"

ভক্তির উচ্ছ্বাসে ভক্তের শ্রীমুখ হইতে ভগবানের অনন্ত নাম নির্গত হইয়াছে। ভগবান্ স্বকীয় কার্য্য, সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যাদি গুণ গানে স্থাবর জঙ্গমের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকেন, এই জন্য ভক্তগণের নিকট তাঁহার আকর্ষণ-বাচক "কৃষ্ণ" নামটী বড়ই মধুর। এই জন্যই শাস্ত্রের যথা তথা ঐ কৃষ্ণ নামই দৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীমদ্-ভাগবতের গ্রন্থকার, অনেক স্থলেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই বক্তারূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উহার কোন স্থলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অন্যতম ভক্ত উদ্ধবকে কহিতে-ছেন,—

"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা।"

হে উদ্ধব, আমার সেবোদ্ভবা ভক্তি আমাকে যেরূপ বশীভূত করিতে পারে, ষট্‌চক্রভেদাদি যোগ, সাংখ্যশাস্ত্রবিহিত

ধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, চান্দ্রায়ণাদি তপশ্চরণ, সাত্ত্বিক দানাদিরূপ কর্ম্ম, ইহার কিছুতেই আমাকে সেরূপ আয়ত্ত করিতে পারে না। ঐ শাস্ত্রের স্থলান্তরে আরও বলিয়াছেন,—

"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মাপ্রিয়ঃ সতাং।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥"

বশীভূতাত্মা সাধুগণের প্রিয়, আমি একমাত্র কেবল ভক্তিশ্রদ্ধা দ্বারা গ্রাহ্য হইয়া থাকি। কুক্কুর-ভুক্ চণ্ডালগণও যদি কি সুখে, কি দুঃখে আমার শরণাগতি পরিত্যাগ না করে, তবে সেই মদ্বিষয়িণী নিষ্ঠা ভক্তি তাহাদিগকেও পবিত্র করিয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভক্তিই ভগবৎ প্রাপ্তির উপায় এবং সেই ভক্তিকে শাস্ত্র অভিধেয় বলিয়াছেন। যেমন দরিদ্রের ধনপ্রাপ্তি হইলে, সুখভোগরূপ ফলোদয় হয় এবং সেই ফলে বৈষয়িক দুঃখ দূরীভূত হইয়া থাকে; সেইরূপ ভক্তি হইতে ভগবানে প্রেম জন্মে, সেই প্রেমের দ্বারা ভগবদ্রসের আস্বাদন হয়, এই আস্বাদনের সঙ্গে সঙ্গে ভবজ্বালা আপনি পলায়ন করে। দারিদ্র্যদুঃখ, কি, ভবদুঃখ বিনাশ করা ভগবৎ-প্রেমের মুখ্য ফল নহে, উহা আনুষঙ্গিক ফলমাত্র। প্রেমসুখ উপভোগই মুখ্য প্রয়োজন। ভগবান্, ভগবদ্ভক্তি, ও প্রেম, এই তিনটী মহাধনকেই বেদাদি শাস্ত্রে যথাক্রমে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(৪)

জীবের সহিত জীবের, বা দেবতাদি অন্যান্য বস্তুর যত প্রকার সম্বন্ধ আছে, তন্মধ্যে অদ্বিতীয় ভগবানের সহিত যে সম্বন্ধ, তাহাই মুখ্যতম। কেননা ঐ সম্বন্ধের জ্ঞান মাত্রেই জীবের মায়াবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর কোন স্থলে ধৃত হইয়াছে,—

"ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে তে পুরাণাগমা
স্তাং তামেবহি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্তু কল্পাবধি।
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগমঃ
ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে॥"

বিভিন্নরুচি জীবপূর্ণ জগতের বিমোহন জন্য অসংখ্য পুরাণাগম, অসংখ্য দেবদেবীর উপাসনা-পদ্ধতি আকল্প নিরূপণ করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু সমস্ত শাস্ত্রের সমন্বয় করিয়া সিদ্ধান্ত করিলে একমাত্র অদ্বিতীয় বিশ্বব্যাপী পরব্রহ্ম ভগবান্ই নিশ্চিত হইয়া থাকেন।

কি তত্ত্ব কথা, কি অন্য কথা, সর্ব্ব প্রকার কথনের প্রণালী চতুর্ব্বিধ :—গৌণী, মুখ্যা, অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী। বৎস, তুমি সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পরম পণ্ডিত, তোমাকে ঐ সকল প্রণালী বুঝাইতে হইবে না। কেবল দিক্ দর্শন জন্য প্রকৃত কথার স্থূলাংশ বলিয়া যাইব। সকল শাস্ত্রেই ঐ চারিটী প্রণালীর অবতারণা দৃষ্ট হইয়া থাকে। সূক্ষ্মভাবে বেদাদি শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিলে, কি গৌণ, কি মুখ্য, কি অন্বয়, কি ব্যতিরেক, সর্ব্বত্রই সর্ব্বেশ্বর তত্ত্ব নিরূপণই বেদের প্রতিজ্ঞা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের,—

"কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে—"

ইত্যাদি শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, এই চতুর্দ্দশ ভুবনের কেহই তাঁহাকে জানে না,-তন্নিরূপণ বিষয়ে সকলেরই বৃথা চেষ্টা। যিনি অনন্যভক্তিতে তাঁহার ভজন করেন, ভগবান্ কেবল তাঁহারই হৃদয়ে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহার স্বরূপ অনন্ত, বিভব অপার। বিভব সকলের মধ্যে চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি দ্বারা বৈকুণ্ঠ ও অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন, আর স্বরূপ শক্তি বিলাসে চিন্ময় ধাম বিশেষে আস্বাদন লীলার অভিনয় করিতেছেন।

তাঁহার স্বরূপ বোধ জীবের অসাধ্য হইলেও ভক্তগণের প্রতি কৃপা করিয়া তিনি লীলা মূর্ত্তি ধারণ করেন। সে মূর্ত্তিও অপ্রাকৃত, জড়সম্বন্ধ-পরিশূন্য,—চিদানন্দময়। এই অবস্থায় তৎস্বরূপের আভাস অনুভব করা যায়। আমি এক্ষণে তোমাকে সেই অবস্থার কথা বলিব। তিনি অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব সকলের আদি, সকলের আশ্রয়, চিদানন্দস্বরূপ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্ব-মূলাধার। ব্রহ্মসংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণং॥"

সবিশেষ ভাবে পরমেশ্বরের সচ্চিদানন্দময় মূর্ত্তি যেমন নিত্য, তেমনি সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ চিন্ময় তাঁহার লীলাধামও নিত্য। বৈষ্ণবশাস্ত্রে ইহাকে "গোলোকধাম" বলে। জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি, এই তিন সাধনের বশে অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্বস্বরূপ পরমেশ্বর,—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই তিনটী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও ইহা কথিত হইয়াছে ;—

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দতে॥"

জ্ঞানগত চিৎস্বরূপ ব্রহ্মভাব, আত্মযোগে আত্মার প্রাণস্বরূপ পরমাত্মভাব, আর ভক্তিযোগে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ভগবদ্‌ভাব। সাধক ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন ভাব গ্রহণ করিলেও তিনি যে এক সেই এক।

বৎস, এক্ষণে তোমাকে একটু পরাবর্ত্তন করিতে হইবে। কেননা আমি কি বলিতেছি, এবং তুমি কি শুনিতেছ, একবার তাহা স্মরণ করা আবশ্যক। আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলাম কিনা,—তুমি পথভ্রষ্ট হইলে কিনা—একবার দেখা ভাল। আমি তোমাকে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন, ক্রমে এই তিনটী কথা বলিয়াছি। তাহার পর সম্বন্ধ কি, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। তাহার পর অভিধেয় বুঝাইতে আরম্ভ করিয়াছি মাত্র। ভগবৎপ্রাপ্তির সাধনকে অভিধেয় বলিয়াছি এবং ভক্তিই সেই সাধন, ইহা বুঝাইবার জন্য অগ্রে কর্ম্ম ও জ্ঞান যোগে কত দূর গতি বা প্রাপ্তি হয়, তাহা বলিলাম। এক্ষণে ভক্তির গতি ও প্রাপ্তির কথা বলিব।

(ক্রমশঃ)

মহারাষ্ট্রে স্ত্রীশিক্ষোন্নতি সভা।

৪০ বৎসর হইল বঙ্গদেশে স্ত্রী-শিক্ষার জন্য প্রকাশ্য বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইলেও সুশৃঙ্খলে ও সর্ব্বাঙ্গীণভাবে ইহার উন্নতি ও বিস্তারের জন্য উপযুক্ত আয়োজন অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। স্ত্রী শিক্ষার উন্নতির জন্য দেশীয় কৃতবিদ্যগণ আংশিক ভাবে কোথাও কোথাও চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহার সুফলও অনেক দৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু সমবেত ভাবে স্ত্রী-শিক্ষার অভাব মোচন জন্য চেষ্টা আজও পর্য্যাপ্ত হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ বিষয়ে মারহাট্টারা আমাদের দৃষ্টান্তস্থল। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত "Maharashtra Education Society" নামক সভার কিঞ্চিৎ বিবরণ এখানে প্রদত্ত হইতেছে, ইহা দ্বারা বাক্যপ্রিয় বাঙ্গালী ও কার্য্যপ্রিয় মারহাট্টার প্রভেদ লক্ষিত হইবে।

পুনার মহারাষ্ট্র স্ত্রী-শিক্ষোন্নতি সভার তিনটী বিভাগ আছে :—(১) উচ্চশিক্ষার বিভাগ; (২) শিক্ষয়িত্রী বিভাগ, (৩) শিক্ষয়িত্রীদিগের কার্য্যক্ষেত্রস্বরূপ নিম্নশ্রেণীর বিদ্যালয়। ১৮৯৬ সালের ৩১শে মার্চ্চ এই তিন বিভাগে ছাত্রীসংখ্যা যথাক্রমে ৭২, ৪২ ও ১৫৪, মোট ২৬৮ জন। পূর্ব্ব বৎসর মোট সংখ্যা ২৮৭ ছিল, এ বৎসর শেষোক্ত বিদ্যালয়ের বালিকা-সংখ্যা কিছু কমিয়াছে। ইহার কারণ পুনাতে এ বৎসর বিবাহের সংখ্যা যেরূপ, অনেক বৎসর সেরূপ হয় নাই। ছাত্রীদিগের মধ্যে 'এয়ো' স্ত্রী ৫৮, বিধবা ৩৪ এবং অবিবাহিতা ১৭৬ জন। শিক্ষয়িত্রী বিভাগে বিধবা ছাত্রীই অধিক। ইহাদের দ্বারাই বালিকাদের অধ্যাপনা কার্য্য চলিবার অধিক সম্ভাবনা। ছাত্রীদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণজাতীয় অর্দ্ধেক-সংখ্যক, মুসলমান ১টী মাত্র—একটী ১৬ বৎসরের বিবাহিত রমণী। প্রথম দুই বিভাগের ছাত্রীদিগের সর্ব্বোচ্চ বয়স ২২ এবং সর্ব্বনিম্ন ১২ বৎসর। তৃতীয় বিভাগ প্রকৃত বালিকা বিদ্যালয়।

এই সভা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার হস্তে ১ লক্ষ ২২ হাজার ৮০ টাকার স্থায়ী ফণ্ড আছে। গবর্ণমেণ্ট, মিউনিসিপালিটী এবং হিতৈষী ব্যক্তিগণও অর্থসাহায্য প্রদান করিয়া থাকেন। শিক্ষয়িত্রী বিভাগের ব্যয় গবর্ণমেণ্ট নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। অন্য দুই বিভাগের জন্য সভা গত বৎসর ৩৫৯৮ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ১০,৭৭৬ টাকা দিয়া বিদ্যালয়ের একটী নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট ও স্থানীয় ফণ্ডের ব্যয় ১২,৭৪৭ টাকা হইয়াছে।

শিক্ষয়িত্রী বিভাগে ৪ জন ভিন্ন সকল ছাত্রীই বৃত্তিভোগিনী। উচ্চশিক্ষালয়ে ৭২ জনের মধ্যে ১৬ জন ছাত্রী

৪ হইতে ১০ টাকা মাসিক বৃত্তি পাইয়াছেন। ন্যাসন্যাল ইণ্ডিয়ান সভা ৩টী বৃত্তি দিয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে অবৈতনিক ছাত্রী-সংখ্যা অধিক ছিল, এখন ইহা কমাইয়া ছাত্রীদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া সভার আয় বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

শিক্ষয়িত্রী-বিভাগের [illegible] ছাত্রী শেষ সার্টিফিকেট [illegible] প্রথম এবং ২ জন দি[illegible] হইয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুলের শেষ পরীক্ষা দিয়া একটী ছাত্রী উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্য্য উৎকৃষ্ট প্রণালীতে সম্পন্ন হইতেছে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট পরিদর্শক প্রশংসা করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটী বোর্ডিংয়ের ব্যবস্থা আছে। তাহাতে ৬৪ জন ছাত্রী বাস করে, সকলেই মফস্বল হইতে আসিয়াছে।

বিদ্যালয়ের লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কুমারী এ হারকোর্ড অতি সুযোগ্যা রমণী, তাঁহার অক্লান্ত যত্ন ও পরিশ্রমের সুফল ফলিতেছে।

সভার সভ্যসংখ্যা ৭৮ জন। কার্য্য-নির্ব্বাহক একটী কৌন্সিল দ্বারা সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। বঙ্গদেশে এরূপ একটী সভার প্রতিষ্ঠা বিশেষ আবশ্যক।

কন্যাত্রয়।

(পর প্রকাশিতের শেষ)

লিয়ারের মনে এই সময়ে কর্ডেলিয়ারের কথা উদিত হইল; গণেরিলের তুলনায় তাহার অপরাধ কত সামান্য তাহা মনে করিয়া তাঁহার নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। রিগাণকে বৃদ্ধরাজের আগমন-সংবাদ প্রদানার্থ বিশ্বস্ত ভৃত্য কেয়াস অগ্রগামী হইলেন। কেয়াস রিগানের আলয়ে উপস্থিত হইয়াই দেখিলেন গণেরিলের ভাণ্ডারী পত্র লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছে। লিয়রকে অপমানের কথা বলিয়াছিল বলিয়া কেয়াস এই ভাণ্ডারীকেই পূর্ব্বে পয়োনালিতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এক্ষণে বৃদ্ধরাজের বিরুদ্ধে পত্র আনয়ন করিয়াছে অনুমান করিয়া কেয়াস তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। উভয়ে বাগ্‌যুদ্ধ হইতে হইতে ক্রমে বাহুযুদ্ধ আরম্ভ হইল। রিগান ও তাহার স্বামী এই ঘটনা অবগত হইয়া পিতৃপ্রেরিত দূত কেয়াসকে কারাবদ্ধ করিলেন।

বৃদ্ধরাজ কন্যাভবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রিয় ভৃত্য শৃঙ্খলবদ্ধ। তাঁহার হৃদয় বড় বিচলিত হইয়া উঠিল। তিনি কন্যা ও জামাতাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইলেন, কিন্তু অসুস্থতার ভাণ করিয়া তাঁহারা প্রথমে দেখা দিলেন না। অনেকক্ষণ পরে লিয়রের ব্যগ্রতা দেখিয়া

রিগান ও জামাতা গণেরিলের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন। (গণেরিল ইতিপূর্ব্বে রিগানকে পিতৃদ্রোহী করিবার জন্য তাহার ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন।) রিগান তাঁহার হাত ধরিয়া সযতনে উপবেশন করাইলেন দেখিয়া লিয়র বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি গণেরিলকে দেখিয়া কহিলেন "গণেরিল, তুমি কি আমাকে দেখিয়া লজ্জিত হইতেছ?" লিয়রের প্রশ্নের উত্তরে রিগান কহিল, পিতঃ আপনি দিদীর (গণেরিলের) নিকট ক্ষমা চাহিয়া অর্দ্ধসংখ্যক অনুচর-সহ তাঁহার সহিত প্রতিগমন করুন। আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, সুতরাং আপনার বুদ্ধি বিবেচনার হ্রাস হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এক্ষণে যাঁহারা আপনার অপেক্ষা অধিক বিবেচক, তাঁহাদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া আপনার কর্ত্তব্য।

গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য গণেরিলের নিকট জানু পাতিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করা কতদূর অসঙ্গত কথা, তাহা প্রকাশ করিয়া, বৃদ্ধরাজ কহিলেন, আমি কখনই গণেরিলের আবাসে প্রতিগমন করিব না; আমার একশত অনুচর সহ তোমারই আলয়ে বাস করিব। আমি তোমাকে অর্দ্ধ সাম্রাজ্য প্রদান করিয়াছি, তাহা তুমি বিস্মৃত হও নাই। তোমার হৃদয় সরলতা ও সদাশয়তায় পূর্ণ, গণেরিলের ন্যায় রুক্ষ ও কঠোর নহে। অর্দ্ধসংখ্যক অনুচর সহ গণেরিলের আবাসে গমন করা অপেক্ষা ফ্রান্সে গমনপূর্ব্বক পিতৃসম্পত্তিহীনা কর্ডেলিয়ার অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া জীবন ধারণ করাও আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ।

বৃদ্ধরাজ আশা করিয়াছিলেন, রিগান তাঁহার প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে; গণেরিলের ন্যায় অসদ্ব্যবহারে তাঁহার জরাগ্রস্ত জীবনের ক্লেশভার বৃদ্ধি করিবে না। কিন্তু তাঁহার আশা ফলবতী হইল না। [illegible] গণেরিলকে পরাস্ত করি-[illegible] গান প্রস্তুত হইয়াছিলে[illegible] কহিলেন "পিতঃ! আপনার পঞ্চাশ জন অনুচরেরই বা প্রয়োজন কি? পঁচিশ জনই যথেষ্ট।" এই সময় লিয়র ভগ্নহৃদয় হইয়া গণেরিলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "আমি পঞ্চাশ জন অনুচর সহ তোমার সহিত প্রতিগমন করিব। তোমার ভালবাসা রিগানের দ্বিগুণ।" গণেরিল ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কহিলেন "পঁচিশ জন অনুচরেরই বা আপনার প্রয়োজন কি? আমার বা রিগানের অনুচরগণ যখন আপনার সেবা শুশ্রূষা করিবে, তখন দশ জন এমন কি পাঁচজন অনুচরেরও কোন আবশ্যকতা দেখি না"।

নির্দ্দয়তায় একজন অপরকে পরাস্ত করিবার জন্যই যেন কন্যাদ্বয় পিতার সম্মান ও অনুচরসংখ্যা হ্রাস করিয়া শেষে তাঁহাকে পরমুখাপেক্ষী নিরাশ্রয় করিয়া তুলিল। কন্যাদ্বয়ের এইরূপ ব্যবহারে বৃদ্ধরাজ যারপর নাই দুঃখিত ও ব্যথিতহৃদয় হইলেন। তিনি স্বীয় অপরিণামদর্শিতার জন্য আপনাকে নির্ব্বোধ বলিয়া

ধিক্কার দিতে লাগিলেন এবং তাহাদিগকে অভিশপ্ত করিয়া তথা হইতে বহির্গত হইলেন।

রাত্রি উপস্থিত, ঘনঘটা, মুশলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, বিদ্যুৎমালায় দিগ্মণ্ডল বিভাসিত হইতেছে, বজ্রনাদে কর্ণ বধির হইয়া যাইতেছে—এমন সময় বৃদ্ধরাজ অশ্বারোহণে বহির্গত হইলেন দেখিয়াও কন্যাদ্বয়ের কেহই তাঁহাকে নিষেধ করিলেন না। "যথেচ্ছচারীরা যে কষ্ট ভোগ করে, তাহা তাহাদিগের উপযুক্ত শাস্তি" এই কথা বলিয়া তাঁহারা দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

ঝটিকা ক্রমে প্রবল হইতে প্রবলতর আকার ধারণ করিল, বৃষ্টি আরও প্রবল-বেগে পড়িতে লাগিল, কিন্তু বৃদ্ধরাজ তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। পথে কোন আশ্রম নাই, কোন বৃক্ষ লতাদিও নাই যে তথায় বিশ্রাম করিবেন। এরূপ অবস্থাতেও তিনি বলিতে লাগিলেন, বৃষ্টি আরও প্রবল হউক, বাতাস আরও ভীষণ ভাব ধারণ করুক, পৃথিবী লয় প্রাপ্ত হউক, মনুষ্যনাম জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাউক।

বিশ্বস্ত ভৃত্য কেয়স গুপ্তভাবে লিয়রের অনুসরণ করিয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে নরপতির সম্মুখীন হইয়া কহিলেন, নরনাথ, আপনি এ অবস্থায় কেন? নিশাচর জন্তুরাও এমন রাত্রিতে বহির্গত হয় না। মনুষ্যশরীরে এ কষ্ট কি সহ্য হয়?

লিয়র তাঁহাকে বাধা দিয়া কহিলেন, "যে সাংঘাতিক পীড়া ভোগ করিতেছি, তাহাতে কি সামান্য যন্ত্রণা অনুভব করিবার সামর্থ্য আছে? হৃৎপীড়ায় অধীর হইয়াছি, ঝড় বৃষ্টির প্রভাব আমি অনুভব করিতে পারিতেছি না।" তিনি তাহার পর কন্যাদিগের অকৃতজ্ঞতার বিষয় বর্ণন করিতে লাগিলেন।

কেয়াসের আগ্রহাতিশয্যে বৃদ্ধরাজ একটী কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ঐ কুটীরে একটী পাগলও আশ্রয় লইয়াছিল। বৃদ্ধরাজ তাহাকে দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, "এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই আপনার সমুদয় সম্পত্তি কন্যাকে দিয়াছে। যাহার কন্যা নাই সে এ অবস্থায় পড়িবে কেন?" লিয়র আরও নানা প্রকার অসংলগ্ন কথা-বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। কেয়াস তাঁহার বাক্য শুনিয়া নিশ্চয় বুঝিতে পারিলেন, কন্যাদিগের অসদ্ব্যবহারে বৃদ্ধ-রাজ ক্ষিপ্ত হইয়াছেন।

রজনী প্রভাত হইবামাত্রই কেয়াস (কেন্টের আর্ল) রাজভক্তগণের সাহায্যে বৃদ্ধরাজকে ডোভারের দুর্গে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার সেবা শুশ্রূষার সুব্যবস্থা করিয়া স্বয়ং ফ্রান্সে কনিষ্ঠা রাজকুমারী কর্ডেলিয়ারের নিকট গমন করিলেন। কর্ডেলিয়ার কেন্টের নিকট পিতার দুরবস্থার বিষয় জ্ঞাত হইয়া অজস্র অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। তিনি স্বীয় স্বামীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক, পিতাকে পুনর্ব্বার সিংহাসনে স্থাপন করিবার জন্য বহুসংখ্যক সৈন্য সহ ব্রিটন যাত্রা করিলেন।

কেণ্টাস যাহাদিগের উপর উন্মত্ত বৃদ্ধ-রাজের রক্ষার ভার দিয়াছিলেন, তাহাদিগের অনবধানতায়, বৃদ্ধরাজ ডোভার দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া ময়দানে বিচরণ করিতেছেন, এমন সময়ে কর্ডেলিয়ারের অনুচরগণ তাঁহাকে দেখিতে পাইল। কর্ডেলিয়ার পিতাকে আগ্রহ সহকারে দেখিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু চিকিৎসকগণের পরামর্শে যাইতে পারিলেন না। সুচিকিৎসার গুণে লিয়র শীঘ্র সুস্থ হইলেন। পিতা ও কন্যার সাক্ষাৎকার হইল। পিতা যখন দেখিতে পাইলেন তাঁহার কন্যা নিঃস্বার্থ ভাবে তাঁহাকে ভক্তি করিতেছেন, তাঁহাকে উপাস্য দেবতারূপে পূজা করিতেছেন, জানু পাতিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন, তখন পিতার মনে কিরূপ আনন্দ হইয়াছিল, পাঠিকা ভগিনীগণ একবার ভাবিয়া দেখুন!

রিগান ও গণেরিলের পরিণাম দেখাইয়া আমরা গল্পটী শেষ করিব।

যাহারা আপনার পিতার প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে পারে না, তাহারা যে কর্ত্তব্যপরায়ণা পত্নীও হইতে পারে না, গণেরিল ও রিগান তাহার বিশিষ্ট উদাহরণ। উভয় ভগ্নীই পুরুষান্তরে অনুরক্তা হইয়া উঠিল। এডমণ্ড নামক একজন জারজ উভয় ভগ্নীরই প্রণয়াস্পদ হইয়া পড়িল। এই সময়ে রিগানের পতি-বিয়োগ হওয়াতে রিগান এডমণ্ডকে পতিত্বে বরণ করিল। গনেরিলের হৃদয়ে কিন্তু তাহা সহ্য হইল না। সে বিষ-প্রয়োগে ভগ্নীকে নিহত করিল। পাপ কাজ কখনও গোপন থাকে না। ক্রমে সব কথা গনেরিলের পতির কাণে উঠিল। গনেরিল এডমণ্ডের ভাল বাসা লাভে সক্ষম হইল না, কেবল লোক-সমাজে ঘৃণিত ও লজ্জিত হইতে লাগিল—অবশেষে বিষ পান করিয়া ঘৃণা লজ্জার হাত এড়াইয়া পরলোকে ঘোর নিরয় ভোগ করিতে চলিল। পাপের ফল পূর্ণমাত্রায় ফলিল।

শ্রীমন্মথ নাথ সিংহ।

আনাথাশ্রমে।*

১

কেন দেখিলাম?—
আমার তো স্বার্থ বিষ
প্রাণে জলে অহর্নিশ,
অধম মানব আমি থাকি মর্ত্ত্যধাম,
আজি এ স্বরগ, চোখে কেন দেখিলাম?

* শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ দত্ত এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী স্থাপিত "অনাথ-আশ্রম" দর্শনে লিখিত। সেখানে বহুতর অনাথ শিশু প্রতিপালিত হইতেছে।

২

কেন আসিলাম ?—
কেন সে কুটীর ছাড়ি
আসিনু সোণার বাড়ী,
চমকে মানব-আঁখি হেরি যার ঠাম,
আমি সে স্বরগে, হায় কেন আসিলাম ?

৩

আজি শিখিলাম—
এ জগত কত উচ্চ,
অণু আমি কত তুচ্ছ,
কেন চাহি সুখ শান্তি আনন্দ আরাম ?
"এক ব্রত সবাকার,
সদা পর-উপকার,
যেই পালে, এ ধরায় সুখী তারি নাম"—
জীবনের মহাসত্য আজি শিখিলাম !

৪

এ যে দেব-দেশ—
এখানে মলিন বা'র,
কভু না বহিতে পায়,
এখানে কোথাও নাহি মলিনতা লেশ !
শান্তিময় সুপবিত্র,
কৈলাস ভূধর চিত্র—
এখানে দেবতা যেন পার্ব্বতী উমেশ !
দেখিনু মানব আমি দেবতার দেশ !

৫

আহা কি সুন্দর,
যে দিকে যখন চাই,
কত বোন কত ভাই,
খেলিছে আনন্দ খেলা, প্রফুল্ল অন্তর ;
মাতৃহীন পিতৃহীন,
নিরাশ্রয়, চির-দীন,
স্নেহের ভবনে তারা বাড়ে নিরন্তর !
কি আছে এ ধরাতলে এ হেন সুন্দর ?

৬

বুঝিব কেমনে ?—
রাঙা মেয়ে সোণা-মুখী,
অই ক্ষুদে "ছোট খুকি"
সোণার হাসিটী মাখা গোলাপী আননে ;
সতত অভাবশূন্য,
পিতৃ-মাতৃ-স্নেহে পূর্ণ,
সবাই সমান সুখী এ সুখ-ভবনে !—
আমরা এ ইন্দ্রজাল বুঝিব কেমনে ?

৭

বিভো ! বড় সাধ যায়—
শত আঁখি দাও বিধি !
বড় করি দাও হৃদি,
পুরায়ে মনের সাধ দেখি সমুদায় ;
শত ছেলে এক মা'র,
শত চোখে শত বার,
দেখিয়া ভাসাই হিয়া অমৃত ধারায় !—
ভাল ক'রে দেখি, বিভো ! বড় সাধ যায়।

৮

আর পারি না বলিতে—
কি অব্যক্ত সুখরাশি,
পরাণে উঠিছে ভাসি,
ফুটিছে মন্দার কত মর নর-চিতে ;
কত প্রীতি কত আশা,
বলিতে সরে না ভাষা,
কত জনমের স্বপ্ন দেখিনু ফলিতে—
বড় ক্ষোভ মন খুলে পারি না বলিতে !

৯

হায় দেখিলাম কেন ?—

জানেন অন্তরযামী,
উদাসী, বিদেশী আমি,
বাস মম অন্ধ-কূপে (কূপ-ভেক হেন !)
হেরি এ বৈকুণ্ঠপুরী,
কি সুখে বেড়াব ঘুরি,
সে আঁধারে সেই "যেন তেন প্রকারেণ"

দেখিলে চাঁদের আলো,
কার কবে লাগে ভাল
জোনাকীর ক্ষীণ জ্যোতিঃ,ম্লান হাসি যেন !
আমিও, এমন স্বর্গ দেখিলাম কেন ?

কনকাঞ্জলির কবি।

উদাসীনের চিন্তা।

চতুর্দ্দিক হইতে দুর্ভিক্ষের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষে এরূপ দুর্ভিক্ষের কথা পূর্ব্বে আর কখনও শুনা যায় নাই। রাজপুরুষগণ ইহার প্রতিবিধান জন্য মনোনিবেশ করিতেছেন, স্থানে স্থানে ধনী লোকদিগকে লইয়া সভা করিতেছেন, এবং দান সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যে সকল ধনী স্বার্থসাধন জন্য অর্থ সংগ্রহ ও ব্যয় করেন, আত্মসুখের জন্য সদা ব্যস্ত, তাঁহারাও সরকার বাহাদুরের রুষ্টির ভয়ে কিংবা তুষ্টিসাধন জন্য অর্থকোষ উন্মুক্ত করিয়াছেন। রাজা রাড়াজ্রত কথাই নাই —যাঁহারা সামান্য ধনী, সুনাম ক্রয় করিবার জন্য তাঁহারাও এই সুযোগে সরকার বাহাদুরের সুদৃষ্টি আকর্ষণে প্রয়াসী হইতেছেন। এই ত গেল ভারতবর্ষের কথা। দূরবর্ত্তী ইংলণ্ড ভারতের ভাবী দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় ভীত হইয়াছেন। লণ্ডন নগরের মিউনিসিপালিটীর সভাপতি জানাইয়াছেন যে, প্রয়োজন হইলে তিনি এতদর্থে চাঁদা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। কোন কোন খৃষ্টান ধর্ম্মাচার্য্য ইতিমধ্যে চাঁদা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। দূরবর্ত্তী রুসিয়াও ভারতের জন্য ব্যথিত হইয়াছেন,তথায় কোন কোন সম্ভ্রান্ত লোক এবং প্রধান প্রধান সংবাদপত্র সকল এতদর্থে চাঁদা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা কি সপ্রমাণ হইতেছে ? ইহা দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, যদিও দুর্ভিক্ষ অনেক লোকের ভয়ানক কষ্ট উৎপাদন করিতেছে, কেহ কেহ অন্নাভাবে জীর্ণ শীর্ণ কলেবর হইয়া পড়িতেছে, কেহ কেহ পুত্র কন্যাদিগের ভরণ পোষণে অসমর্থ হইয়া তাহাদিগকে হস্তান্তরিত করিতেছে, কেহ কেহ পত্নীর গ্রাসাচ্ছাদন যোগাইতে অসমর্থ হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিতেছে, তথাপি অন্য দিকে কতকগুলি লোকের দয়াবৃত্তি অনুশীলনের পরম সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। ভারতে এইরূপ দুর্ভিক্ষ না হইলে ইংলণ্ড ও রুসিয়া সমভাবে ভারতের প্রজাবৃন্দের

দুঃখে এইরূপ সমবেদনা প্রকাশ করিতেন না। কেহ কেহ বলিতে পারেন, ইংলণ্ডবাসীর ভারতের লোকের দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করা স্বার্থ-পরতামূলক, নিষ্কাম প্রেমমূলক নহে। তর্কমুখে তাহা স্বীকার করিলেও রুশিয়া সম্বন্ধে তাহা স্বীকার করা যাইতে পারে না। কারণ রুশিয়ার সহিত ভারতবর্ষের স্বার্থের কোনও যোগ নাই। আর এক কথা এই, কোন ব্যক্তি স্বার্থসাধন জন্য দান করিতে আরম্ভ করিলেও অবশেষে তাহার প্রাণে নিষ্কাম প্রেমের সঞ্চার হইতে পারে। ইংলণ্ডই বলি কিংবা দেশের ধনী জমিদারদিগের কথাই বলি, কালে তাঁহারা স্বার্থ বিস্মৃত হইয়া নিঃস্বার্থ ভাবে কেবলমাত্র উপচিকীর্ষাবৃত্তি দ্বারা চালিত হইতে পারেন। তাই দেখিতেছি দুর্ভিক্ষেরও আবশ্যকতা আছে। ইহা অনেক লোকের প্রেমোৎকর্ষ সাধনের সহায়তা করিতেছে। ইহা কোন কোন ধনবান্ ব্যক্তির ধনাসক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। যাঁহারা দুর্ভিক্ষকে নিরবচ্ছিন্ন অমঙ্গলের কারণ বলিয়া বিধাতা পুরুষের এই বিধানের উপর কটাক্ষ করিয়া থাকেন, এবং এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া তাঁহার মঙ্গলময়তা সম্বন্ধে সন্দিহান হন, তাঁহারা ইহার উপকারিতার বিষয় আলোচনা করিলে হয়ত সন্দেহের হস্ত হইতে কিয়ৎ পরিমাণে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন। কেহ কেহ বিরুদ্ধ পক্ষে এই আপত্তি তুলিতে পারেন যে, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর এতাদৃশ অভাব আনয়ন না করিয়া কি দয়ানুশীলনের ব্যবস্থা করিতে পারেন না? প্রত্যুত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে কোনরূপ কষ্ট দূর করাই দয়ার কার্য্য। দয়ার ক্রিয়া হইবে অথচ কোনরূপ কষ্ট নাই এ কথা অসম্ভব। কষ্ট প্রত্যক্ষীভূত হইলেই দয়ার উৎপত্তি হয়। বেদনা থাকিলেই সমবেদনার আবির্ভাব। এখন এই কষ্টের প্রকৃতি কিরূপ হইবে, তদ্বিষয় আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। তবে বেদনা যত অধিক হইবে, সমবেদনাও তত অধিক হইবার কথা। বেদনা যদি অধিকাংশ লোকের মধ্যে প্রবল হয়, তাহা হইলে সমবেদনাও অধিক পরিমাণ লোকের প্রাণে উদিত হইতে থাকিবে। তাই দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি বহুলোকব্যাপী কষ্টের ব্যাপারের আবশ্যকতা প্রতিপাদিত হইতেছে। পরিবারের একটী লোক বেদনায় অস্থির, পরিবারের অপর লোক সকল হয়ত তাহার জন্য সমবেদনা প্রকাশ করিতেছে। প্রতিবেশী দুই চারি জন লোকও তাহার জন্য সমবেদনা প্রকাশ করিতে পারে। কিন্তু এক জনের জন্য দেশ শুদ্ধ সকল লোকের সমবেদনা প্রকাশ করা অসম্ভব। কারণ ঘটনাটী প্রকাশের সুযোগ ঘটে না। দেশ শুদ্ধ লোকের সমবেদনা প্রকাশ করিতে হইলে দেশব্যাপী কষ্টের বিদ্যমানতা আবশ্যক। তাই মঙ্গলময় ঈশ্বর সময় সময় তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। যে সময়ে লোক সকল অধিকতর স্বার্থপর ও ভোগবিলাসী হয়, সে

সময়ে লোকের স্বার্থপরতা ঘনীভূত হইয়া উপচিকীর্ষা বৃত্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়া থাকে। তাই বিধাতা পুরুষ এতাদৃশ বিধান করিতেছেন। এতদ্দ্বারা তাঁহার জীবের প্রতি প্রেমের অভাব প্রমাণ না করিয়া বরং প্রেমের অস্তিত্বই সপ্রমাণ করিতেছে। "ন দেবঃ সৃষ্টিনাশকঃ" দেবতা সৃষ্টির নাশক নন, কিন্তু রক্ষক ও প্রতিপালক।

'ভগ্ন হৃদয়।'

১

যে দিন অম্বর-পথে
চাহিনু নয়ন খুলি,
নেহারি চাঁদের হাসি
সকলি গেলাম ভুলি।
সরল অন্তরে মোর
নাহি ছিল কোন ভাণ;
বুঝিতে পারিনি তার
কলঙ্ক-কলুষ প্রাণ।

২

যে দিন চাহিনু ফিরি
প্রফুল্ল প্রসূন পানে,
মধুর সুষমা তার
ভাসাইয়া দিল প্রাণে।
দিলাম হৃদয়ে তারে
সোহাগে নিভৃত স্থান,
হায় সে কাঁদায়ে মোরে
হল শুক ম্রিয়মাণ।

৩

নবীন নীরদ হেরি
ঘন শ্যাম কলেবর,
অতৃপ্ত পিপাসা-স্রোত
বহিল প্রখরতর;
হাসিয়ে বিজলী হাসি
করিল সে আবাহন,
(শেষে) কঠোর কুলিশঘাতে
ভেঙ্গে দিল ভগ্ন মন।

৪

(হেথা) প্রাণভরা কুটিলতা
চক্ষে বয় অশ্রুজল,
মুখে মিষ্ট আলাপন
হৃদয়েতে হলাহল।

৫

হেথা চাতুরীর খেলা
পাতা প্রবঞ্চনা-জাল;
হেথা, হৃদয়ের জ্বালা
শুধু তরঙ্গ উত্তাল।

৬

(হেথা) পূর্ণ প্রাণ ভেঙে যায়,
ভাঙ্গা প্রাণে শুধু ব্যথা।
বিষাদে শুকায়ে যায়
মরমে মরম-কথা।

৭

যায়ে ভাবি ধ্রুব তারা
সে কোথা অদৃশ্য হয়;
আঁধারে হারায়ে পথ
হেরি শুধু শূন্যময়।

৮

ভাঙ্গিয়ে আশার বাঁধ
দুঃখস্রোত বয়ে যায়;
চির সুখ-শান্তি-ধাম—
কোথায় পাইব তায়?

কর্ম্মযোগী উইলিয়ম কেরী।

বঙ্গের হিতকারী বন্ধুদিগের মধ্যে খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচারক কেরী, মার্সম্যান ও ওয়ার্ডের নাম প্রসিদ্ধ। ইহাঁরা পুণ্যশ্লোক বলিয়া স্মরণীয়। এ স্থলে কেরীর জীবনচরিত বিবৃত হইতেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সাধু উইলিয়ম কেরীর জীবন এক উপাদেয় সামগ্রী। এই মহাত্মার সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায়, ধর্ম্মানুরাগ, পরদুঃখ-কাতরতা, ত্যাগস্বীকার, দয়া ও ন্যায়-পরায়ণতার কথা শুনিলে নিরাশ প্রাণেও আশার সঞ্চার হয়, অবিশ্বাসী নাস্তিকের হৃদয়েও ভক্তির উৎস খুলিয়া যায়। বস্তুতঃ উইলিয়মের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবন অতি অল্পই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। তিনি গৃহী হইয়া পরম বৈরাগী ছিলেন; উপার্জ্জনশীল হইয়াও অনাসক্ত যোগীর ন্যায় দিন অতিবাহিত করিতেন; স্ত্রী, পুত্র, পরিজনে প্রতিনিয়ত বেষ্টিত থাকিয়াও বিশ্বসেবাব্রত সাধনে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্য দারিদ্র্য, প্রলোভন, এবং নানা প্রকারের নিরাশা কত বার মুখ ব্যাদান করিয়াছে; তাঁহার মাথার উপর দিয়া কত অত্যাচার নিগ্রহ চলিয়া গিয়াছে, তথাপি তিনি ক্ষণেকের জন্যও আপন লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হয়েন নাই। তিনি নির্ব্বাত নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় অটল অচল ভাবে আপন অভীষ্ট সাধন করিতেন। তিনি যদিও খ্রীষ্টান ছিলেন, তাঁহার অনেক মতামতের সহিত যদিও আমাদের মিল হয় না, তথাপি তিনি যে একজন মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন, সে বিষয়ে বিন্দু-মাত্রও সন্দেহ নাই।

আজ কাল ভারতের সর্ব্বত্রই নানা সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টীয় প্রচারকগণকে দেখা যায়। কিন্তু ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এ দেশে একজনও প্রচারক ছিলেন কিনা সন্দেহ। যদিও ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে ডেন্‌মার্কের রাজার সাহায্যে দুই একজন ধর্ম্মপ্রচারক দাক্ষিণাত্যের ট্রেঙ্কুইবার নগরে পদার্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা অকৃতকার্য্য হইয়া অল্প সময়ের মধ্যেই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। প্রকৃত পক্ষে, উইলিয়ম কেরীই এ দেশে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের বীজ সর্ব্বাগ্রে বপন করেন এবং তাঁহারই চেষ্টায় ভারতবর্ষের প্রতি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

ইংলণ্ডের অন্তর্গত নর্দ্দম্প্‌টনের নিকটবর্ত্তী প্যানলারসবারী নামক স্থানে, ১৭৬১ সালের ১৭ই আগষ্ট তারিখে উইলিয়ম কেরী জন্ম গ্রহণ করেন। যখন উইলিয়মের বয়স ছয় বৎসর, তখন তাঁহার পিতা চর্ম্মকারের ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া কোন অবৈতনিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কার্য্য অবলম্বন করেন, সেই সঙ্গে পূর্ব্ববাসবাটীও পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যালয়-বাটীতেই অবস্থিতি করেন। কেরীর পাঠানুরাগ ও জ্ঞান-পিপাসা অতীব প্রবল ছিল। এক খানি নূতন পুস্তক দেখিলেই তাহা পড়িয়া ফেলিতে ব্যগ্র হইতেন। যদি তাহার অর্থ বুঝিতে না পারিতেন, অপরের সাহায্য গ্রহণ করিয়াও তাহা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিতেন। প্রাপ্ত গ্রন্থ যত দুরূহ হউক, কিছুতেই কেরীর নিকটে অনায়ত্ত থাকিবার যো ছিল না। কোন নূতন বিষয় বা ঘটনা দেখিলেই তাহার সম্যক্ তত্ত্ব অবগত হইবার জন্ম তাঁহার প্রাণ নিরতিশয় ব্যাকুল হইত। তিনি পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, ফল, পুষ্প প্রভৃতি বড়ই ভাল বাসিতেন। তাঁহার পাঠগৃহ-খানি পুষ্প পত্রের দ্বারা সুসজ্জিত থাকিত। তাঁহার অনেকগুলি পোষা পশু পক্ষী ছিল। তিনি তাহাদিগকে আপন ভাই ভগিনীর ন্যায় যত্ন করিতেন। তাহাদের স্নানের সময় হইলে স্নান করাইতেন, ক্ষুধা হইলে পানীয় ও আহারীয় দিয়া পরিতৃপ্ত করিতেন। তিনি সময় পাইলেই তাহাদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে চিন্তা করিতেন। যখন মধুর কণ্ঠে পাখীরা গান গাহিত, তখন তাঁহার সেই ক্ষুদ্র গৃহখানিকে একটি সুন্দর তপোবন বলিয়া মনে হইত।

কেরীর প্রভূত অধ্যবসায় ছিল। একবার যাহা ধরিতেন, তাহা শেষ না করিয়া ছাড়িতেন না। বারংবার অকৃতকার্য্য হইলেও, পদে পদে শত বাধা বিঘ্ন পতিত হইলেও, যাহা কর্ত্তব্য—তাহা সম্পাদন করিতেন। যখন গভীর নিশীথে সমস্ত নরনারী নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িত, তখন বালক উইলিয়ম স্তূপীকৃত গ্রন্থরাশির মধ্যে বসিয়া দুরূহ সূত্রাবলী কণ্ঠস্থ করিতেন। গণিত, ইতিহাস, ভূগোল ও ভ্রমণবৃত্তান্ত তাঁহার প্রিয় ছিল। বাড়ীতে একটী উদ্যান ছিল, তাহার অধিকাংশ বৃক্ষ ও চারাগাছ উইলিয়মের স্বহস্ত-রোপিত। তিনি কোন স্থানে ভাল একটী ফুলগাছ দেখিলে, একটী সুন্দর ফুল দেখিলে, একটী পক্ষী দেখিলে, আপন গৃহে লইয়া আসিতেন; এবং তৎসম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ জানিতে চেষ্টা করিতেন।

তাঁহার প্রকৃতি বড়ই মধুর ছিল। যে একবার তাঁহার সঙ্গে মিশিত, সে কখনও তাঁহার মধুময় ব্যবহারের কথা ভুলিতে পারিত না। তাঁহার সতীর্থ এবং সমবয়স্কেরা চিরকাল তাঁহাকে প্রীতি ও সম্মানের চক্ষে দর্শন করিত। উইলিয়ম যাহা বলিতেন, তাহারা অবনতমস্তকে ও সানন্দচিত্তে তাহা প্রতিপালন করিত। তাঁহার চরিত্র



উইলিয়ম কেরী।

এবং ব্যবহারে একটা স্বভাবজাত জীবন্ত শক্তি ছিল। সে শক্তি অতি অল্প নর নারীর মধ্যেই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত উইলিয়ম একদিনও ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন প্রকার চিন্তা করেন নাই। তাঁহার পিতা মাতা অধিকাংশ সময় জীবিকা উপার্জ্জনেই ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহারা সেই জন্য উইলিয়মের ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে যথোচিত মনোযোগ দিতে পারেন নাই; সুতরাং উইলিয়ম সে সম্বন্ধে নিতান্ত হীন ছিলেন। ধর্ম্মহীন হইলে মানুষের যে অবস্থা হয়, উইলিয়মেরও তাহাই হইল। তিনি বালসুলভ চাপল্য বশতঃ উন্মার্গগামী সহচরদিগের সহিত মিশিয়া স্বল্প দিনের মধ্যেই আপন চরিত্রকে নিতান্ত কলুষিত করিয়া ফেলিলেন। রবিবারে ভজনালয়ে যাইতেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রাণ বসিত না। তাঁহার অধিকাংশ সময় কু-চিন্তা ও কু-কার্য্যেই ব্যয়িত হইত এবং স্বল্প দিনের মধ্যেই মানুষের যতদূর অধঃপতন হইতে হয়, উইলিয়মের তাহা হইল। কিন্তু তাঁহার জীবনে ভগবানের লীলা প্রকাশের অভিপ্রায় ছিল। সুতরাং অধিক দিন আর তাঁহাকে দুরবস্থায় থাকিতে হইল না। অবিলম্বে তাঁহার নবজীবনের সূত্রপাত হইল। উইলিয়ম হঠাৎ এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া আপনার জীবনের প্রতিবিম্ব উজ্জ্বলরূপে দেখিতে পাইলেন। তিনি দেখিলেন—মানুষের যতদূর দুরবস্থা হইতে হয়, তাঁহার তাহা হইয়াছে; সরলতা, প্রেম, বিনয়, ধর্ম্মানুরাগ প্রভৃতির পরিবর্ত্তে তাঁহার হৃদয়ে অপবিত্রতা, অপ্রেম, কুটিলতা, ও দাম্ভিকতা প্রভৃতি অসৎ বৃত্তিনিচয় স্থান লাভ করিয়াছে। ভগবানের শক্তি অবতীর্ণ হইল, অনুতাপাগ্নিতে তাঁহার হৃদয় জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাইতে লাগিল। যখন আপনার ভারে আপনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, তখন তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে এক শান্তিময় উজ্জ্বল সৌম্য মূর্ত্তি প্রকাশিত হইল। সে মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হইল, অবসন্ন দেহে বিদ্যুৎ সঞ্চালিত হইল। মহর্ষি ঈশার অঙ্গুলী সঙ্কেতে উইলিয়মের নিরয়গামী জীবন স্বর্গের দিকে ফিরিল। আপনাকে ভাল করিবার জন্য, আপন অবস্থাপন্ন নরনারীর সেবা করিবার জন্য, তাঁহার প্রাণে এক অপূর্ব্ব আকাঙ্ক্ষার উদয় হইল; এবং এইখানেই উইলিয়মের নবজীবনের সূত্রপাত হইল।

কৃষিকার্য্যের প্রতি উইলিয়মের প্রবল অনুরাগ ছিল। যখন তাঁহার বয়স ১৪ বৎসর, তখন কৃষিকার্য্যের জন্য একবার চেষ্টা করেন। কিন্তু রৌদ্রের তাপ সহ্য করিতে অপারগ হওয়াতে অবিলম্বে সে কাজ পরিত্যাগ করেন। এ দিকে উইলিয়মের পিতা মাতার দারিদ্র্য-সঙ্কট উপস্থিত। তাঁহাদের এমন সম্বল নাই যে, পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারেন। সুতরাং বাধ্য হইয়াই উইলিয়মকে অপর কোন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত

হইতে হইল। সেই সময়ে চর্ম্মকারের ব্যবসায়ে বেশ লাভ হইত। উইলিয়মের সেই দিকেই ঝোঁক গেল। তিনি পড়া শুনা পরিত্যাগ করিয়া, অবিলম্বে হেকেলটন্-নিবাসী নিকোলাস্ নামক জনৈক চর্ম্ম-কারের গৃহে শিক্ষানবীশের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ঈদৃশ কার্য্যে নিযুক্ত হওয়াতে তাঁহার জ্ঞানোন্নতির পথে এক বিষম প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল বটে, কিন্তু তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা পূর্ব্ববৎ অপ্রতিহত রহিল। তিনি নিকোলাসের গৃহে কয়েক দিন কার্য্য করিয়াই দেখিতে পাইলেন, সেই স্থানে গ্রীক ভাষায় লিখিত এবং টীকাসম্বলিত একখানি "নূতন ধর্ম্মপুস্তক" (New Testament) রহিয়াছে। সেই পুস্তকখানি পাঠ করিবার জন্য তাঁহার প্রাণে এক অদম্য আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হইল। কিন্তু গ্রীক ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া তাঁহার সে শুভসঙ্কল্প পূর্ণ হইল না। ইহাতেই কি তিনি ভগ্নোদ্যম হইলেন? তিনি সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। কোন অবস্থাতেই তাঁহার প্রাণে নিরাশা স্থান পাইত না। নিকোলাসের গৃহে কার্য্য করিয়া যখন অবসর পাইতেন, তখন টমাস্ জোন্স নামক জনৈক শিক্ষিত লোকের নিকটে গ্রীক ভাষা অধ্যয়ন ও তৎসাহায্যে উক্ত গ্রন্থের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এই অভিনব গ্রন্থ পাঠ করিয়া উইলিয়মের প্রাণে ধর্ম্মাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। বাইবেলের প্রতি অক্ষর তাঁহার কাছে অমৃত বর্ষণ করিল।

দুই বৎসর অতীত হইতে না হইতেই নিকোলাসের মৃত্যু হইল। এই দুই বৎসরে উইলিয়ম আপন ব্যবসায়ে তেমন উন্নতি করিতে না পারাতে ওল্ড্ নামক অপর একজন পাদুকা ব্যবসায়ীর অধীনে অতি সামান্য বেতনে নিযুক্ত হইলেন। এই স্বল্প আয়ে অতি কষ্টে তাঁহার আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। এই নূতন কার্য্যে যদিচ তাঁহার পরিশ্রমের মাত্রা ও সাংসারিক ক্লেশ বর্দ্ধিত হইল, তথাপি তিনি তিলেকের জন্যও নিরাশ হইলেন না। অপ্রতিহতভাবে ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া আপন জীবন-তরণী চালাইতে লাগিলেন।

উইলিয়মের পিতামহ এবং পিতা ইংলণ্ডীয় চর্চ্চের উপাচার্য্য ছিলেন, সুতরাং উইলিয়ম উক্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মতামত সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি জেরিমি টেলারের গ্রন্থ পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেক পরিমাণে উপকৃত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু আপন মত বিষয়ে বড়ই গোঁড়া হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন কেহ তাঁহার মতের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া নানা প্রকার কটুবাক্য প্রয়োগ করিতেন। ইহাতে দিন দিন তাঁহার প্রাণ নীরস হইয়া যাইতে লাগিল। প্রেমের পরিবর্ত্তে অপ্রেম আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসিল। ওল্ডের বিপণিতে অপর একটী ধর্ম্ম-

পিপাসু কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি উইলিয়মের এই দুরবস্থা দর্শনে নিরতিশয় ব্যথিত হইলেন। তিনি প্রেমপূর্ণ বাক্যে উইলিয়মের দুরবস্থার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন, এবং তাঁহার প্রতীকারের জন্য যথোচিত উপদেশ প্রদান করিলেন। তখন উইলিয়ম আপন দুরবস্থা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। ব্যাকুল অন্তরে কৃপাময় ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

কেরীর বয়স যখন অষ্টাদশ বৎসর, তখন তিনি ধর্ম্ম বিষয়ে প্রথম বক্তৃতা করেন। হেকেল্‌টন্ নগরে জন কয়েক ধর্ম্মপিপাসু লোক মিলিত হইয়া একটী মণ্ডলী গঠন করেন। সেই মণ্ডলীর অনুরোধে উইলিয়ম সময় সময় শাস্ত্র পাঠ ও ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার পাঠ ও বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া মণ্ডলীর নরনারীগণ যৎপরোনাস্তি সুখী হইতেন এবং উইলিয়মের প্রশংসা করিতেন। উইলিয়ম স্বয়ং বলিয়াছেন—"উপাসকমণ্ডলীর অত্যধিক প্রশংসায় আমার ধর্ম্মজীবনের প্রচুর পরিমাণে ক্ষতি হইয়াছিল। আমি যদি যথাসময়ে সতর্ক না হইতাম, তবে আমার সর্ব্বনাশ ঘটিত।" বস্তুতঃ অত্যধিক প্রশংসায় মানুষের যে ক্ষতি করে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তাই বলিয়া আমরা নিন্দা ও প্রশংসার আবশ্যকতা অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু উক্ত উভয়বিধ কার্য্যই নিয়মিত হওয়া আবশ্যক। মাত্রার অতীত হইলেই তাহাতে বিষময় ফল উৎপন্ন হয়। উইলিয়ম যদি যথাকালে সতর্ক না হইতেন, তবে তাঁহার যে কি বিষম ক্ষতি হইত, বলা যায় না। স্বল্পদিনের মধ্যেই উইলিয়মের গুণানুবাদ চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল। অনেক দিন হইতেই নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীরা একজন নিয়মিত ধর্ম্মোপদেষ্টার অভাব উপলব্ধি করিতেছিলেন। তাঁহারা কেরীকেই তদুপযুক্ত মনে করিলেন এবং তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিলেন। যে কার্য্য ইতিপূর্ব্বে বয়স্ক লোকেরা সম্পন্ন করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন, উপাসকমণ্ডলী সে কার্য্যে একজন তরুণবয়স্ক যুবককে নির্ব্বাচিত করিলেন। উইলিয়মের পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে। উইলিয়ম নবপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিন্দুমাত্রও গর্ব্বিত হইলেন না। বরং আপনাকে নিতান্ত অকিঞ্চন ও দীন মনে করিয়া ষোল আনা উৎসাহের সহিত খাটিতে লাগিলেন। একদিকে জীবিকার জন্য পাদুকা ব্যবসায়, অপর দিকে আত্মার কল্যাণের জন্য মণ্ডলীর কার্য্য ('জুতাগড়া ও চণ্ডীপড়া') উভয় কার্য্যেই কেরীর যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম হইতে লাগিল। মাথার ঘর্ম্ম পায় ফেলিয়া, আপনার রক্তবিন্দু জল করিয়া, বিশ্বাসী ভৃত্যের ন্যায় কেরী উভয় কার্য্যই সার্দ্ধ তিন বৎসর কাল যথারীতি সম্পন্ন করিলেন। এই সময়ে কেরীর স্বগ্রামবাসীরাও তাহাদের ভজনালয়ে যাইয়া উপদেশ দিবার জন্য কেরীকে আঁটিয়া

ধরিল। উইলিয়ম তাহাদের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া কথিত ভজনালয়ে প্রতি মাসে একবার করিয়া উপদেশ দিতে যাইতেন। এইজন্ম তাঁহাকে প্রতি-বারে কিঞ্চিদধিক দশ ক্রোশ পথ পদব্রজে যাইতে হইত! কিন্তু তজ্জন্য তিনি বিন্দু-মাত্রও ক্লান্তি বা বিরক্তি বোধ করিতেন না।

কেরীর বয়স যখন বিশ বৎসর, তখন তাঁহার মনিব ওল্ডের মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার বিষয় সম্পত্তি এবং পাদুকার কারবারের ভার তাঁহার স্কন্ধে নিপতিত হইল। কেরী অদম্য উৎসাহের সহিত সেই ব্যবসায় চালাইতে লাগিলেন এবং তাহাতে বিশেষ কৃতকার্য্যতা প্রদর্শনেও সমর্থ হইলেন। এই সময়ে তাঁহার জীবনের এক ঘোর পরীক্ষা উপস্থিত হইল। ডোরথী প্লেকেট নাম্নী তাঁহার প্রভুর এক সহোদরা ছিলেন। তাঁহার আপাত মধুর প্রণয়-সম্ভাষে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাহাকে বিবাহ করিলেন। এই রমণীকে বিবাহ করিয়া উইলিয়ম যৎ-পরোনাস্তি অপরিণামদর্শিতার পরিচয় দিয়া-ছিলেন। ডোরথী কোন প্রকারেই তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইবার যোগ্যা ছিলেন না। উই-লিয়ম যদি কখনও সদিচ্ছা বা প্রেমের বশ-বর্ত্তী হইয়া কোন প্রকার সদনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, তবে ডোরথী অমনি তাহাতে নানা প্রকারে বাধা দিতেন; এমন কি অল্পবুদ্ধিসম্পন্না হীন শ্রেণীর নারীর ন্যায় স্বামীকে নানা প্রকারে অব-মানিত করিতেন ও তাঁহার প্রাণে নিদারুণ আঘাত করিতেন। কিন্তু উইলিয়ম কিছুতেই চঞ্চল হইতেন না। তিনি ধীর ভাবে, পত্নীর সর্ব্ববিধ গঞ্জনা সহ্য করিতেন। তিনি কোন প্রকার যন্ত্রণা বা পরীক্ষাকে ভয়ের চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন না। তিনি সর্ব্ববিধ পরীক্ষাতে ভগবানের মঙ্গল অভি-প্রায় উপলব্ধি করিতে যত্নবান্ হইতেন। যাহা হউক, এই বিবাহে হঠাৎ সম্বদ্ধ হইয়া কেরী নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য করিয়াছিলেন, বুঝিতে পারিলেন। এই প্রকারে অস্মদ্দেশীয় বহু যুবক প্রতি-নিয়ত অনুপযুক্তা নারীর পাণিগ্রহণ করিয়া আপনাদের জীবন বিষময় করিয়া ফেলিতেছেন। সামান্য মৃন্ময় পাত্র ক্রয় করিবার সময়ও মানুষ ভাল করিয়া দেখিয়া লয়। আর বিবাহ ত জীবন-মরণ-ব্যাপী-সম্বন্ধ। উদ্বাহ-বাসর হইতে জীবনের শেষ সীমা পর্য্যন্ত যে কার্য্যের উপর পর-স্পরের সুখ দুঃখ নির্ভর করে, তাহা কি অত সহজে নিষ্পন্ন হওয়া উচিত? উই-লিয়ম কেরী অতীব ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন বলিয়াই জীবন-সংগ্রামে কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন। তিনি যদি সাধারণ লোকের ন্যায় দুর্ব্বলচিত্ত হইতেন, তবে এই বিবাহে তাঁহার ভাগ্যে কি বিষময় ফল ফলিত, বলা যায় না।

(ক্রমশঃ)

সহধর্ম্মিণী।

সংস্কৃত ভাষায় পত্নীর একটি প্রতিশব্দ সহধর্ম্মিণী। বাঙ্গালা ভাষাতেও তাহাই। এই সহধর্ম্মিণী শব্দের অর্থ—যে (পতির) সহ ধর্ম্ম আচরণ করে। পত্নীর অনেক প্রতিশব্দ আছে—স্ত্রী, জায়া, ভার্য্যা, অর্দ্ধাঙ্গিনী ইত্যাদি। এই প্রতিশব্দসমূহের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ অর্থবাচক—পতি পত্নীর বিশেষ সম্বন্ধজ্ঞাপক। অন্যান্য ভাষাতেও পত্নীর এইরূপ বহুতর প্রতিশব্দ আছে। যথা ইংরাজীতে wife, better-half, ইত্যাদি। এই সকল শব্দ বিশ্লেষণ করিয়া আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, ইংরাজী ভাষাতে পত্নীর প্রতিশব্দগুলি যেমন একঘেয়ে—একার্থবাচক, সংস্কৃত ভাষার শব্দগুলি সেরূপ নহে। ইংরাজী প্রতিশব্দগুলি সবই প্রায় প্রণয়জ্ঞাপক। সংস্কৃতে সেইরূপ প্রণয়জ্ঞাপক প্রতিশব্দের অভাব নাই সত্য, কিন্তু তদ্ভিন্ন অন্য উচ্চতর ভাবজ্ঞাপক শব্দও এই ভাষায় আছে। জায়া, সহধর্ম্মিণী প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত। এইরূপ প্রতিশব্দ জগতের অন্য কোন ভাষাতে আছে কি না, জানি না, না থাকিবার কারণও যথেষ্ট আছে। তাহা খুলিয়া বলিতেছি। ধর্ম্মাচরণ সকল জাতিতেই করিতেছে, সকল জাতিতেই করিয়াছে; কিন্তু হিন্দুর ন্যায় ধর্ম্মকে এমন সর্ব্বকার্য্যব্যাপী বুঝি এ পর্য্যন্ত অন্য কোন জাতিতে করে নাই। প্রাচীন জাতির ধর্ম্মাচরণ সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। এখন যে দুইটী প্রবল জাতির সহিত আমাদের সংশ্রব রহিয়াছে, তাহাদের কথাই বলিব। দেখ, এই ইংরাজ জাতি। ইহারা কি ধর্ম্মাচরণ করে না? কে বলিবে? স্বার্থত্যাগী পরমযজীবন দীনদয়াল যিশুখ্রীষ্টের কথা নাই বা বলিলাম, এখনও এমন উদারচেতা পরোপকারী প্রবীণ অনেক খ্রীষ্টান আছেন, যাঁহাদের ধর্ম্মজীবন দেখিলে, বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। ইঁহাদিগকে সম্মুখে রাখিয়া, সত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন না করিয়া কে বলিতে পারিবে যে, খ্রীষ্টানের মধ্যে ধর্ম্মাচারী লোক দেখা যায় না? খ্রীষ্টানের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল পড়িয়া কে বলিতে পারিবে যে, প্রকৃত খ্রীষ্টান ধর্ম্মাচরণ করে না? যেমন খ্রীষ্টান সম্বন্ধে বলিলাম, মুসলমান সম্বন্ধেও সেইরূপই বলিতে পারি। এই দুই জাতিই সম্মুখে দেখিতেছি, তাই ইহাদের কথাই বলিলাম—মনে হয়, অন্যান্য সব জাতিই এইরূপ ধর্ম্মাচারী।

ইহারা সকলেই ধর্ম্মাচারী সত্য, কিন্তু হিন্দুর ন্যায় নহে। খ্রীষ্টানের ও মুসলমানের কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে—তাহার সহিত কেবলমাত্র তাঁহাদের ধর্ম্মের সম্বন্ধ—অবশিষ্ট কার্য্যের সহিত তাঁহাদের ধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই। যেমন এই

ধর—আহার। খ্রীষ্টানেরা আহারের সহিত ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ রাখা প্রায় উচিত মনে করেন না। তাঁহাদের নিকট আহার, শারীরিক অভাব নিবারণার্থ সুখজনক ক্রিয়া বিশেষ। তাঁহারা আহারে এই দুইটী বিষয়ই খুঁজিয়া থাকেন—শরীরের পুষ্টি ও রসনার আনন্দ। মুসলমানেরাও এইরূপ কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ স্বীকার করেন। হিন্দুরা কিন্তু সেরূপ করেন না—অন্ততঃ পূর্ব্বে করিতেন না। তাঁহাদের জীবনের প্রতি খুঁটিনাটি হইতে বৃহৎ, বৃহত্তর, বৃহত্তম সমস্ত কার্য্যই ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট। অন্ততঃ হিন্দুশাস্ত্রের এই আদেশ—এই উপদেশ—এই তাৎপর্য্য। হিন্দুর প্রতি কার্য্যই সেই একাভিমুখী। হিন্দুর ধর্ম্মের সহিত সংস্রব রাখিতে হইবে না, এমন কোন কার্য্যই নাই, থাকিতেও পারে না। অপরাপর জাতি যাহাকে সুখ বলে, হিন্দু তাহাকে সুখ বলে না। হিন্দুর সুখের ধারণা ও সংজ্ঞাই পৃথক্—সেই সুখের ধারণা বা সংজ্ঞা এইরূপ যে, তাহা লাভ করিতে হইলে ধর্ম্মাচরণ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। মানুষ সকল কার্য্যেই সুখ চাহে—সুতরাং হিন্দুর সকল কার্য্যেই সেই ধর্ম্মানুষ্ঠান আবশ্যক, কারণ সেই ধর্ম্মের রেখার কণামাত্র অতিক্রম করিলেও হিন্দুর সুখ হওয়া অসম্ভব। তাই হিন্দুর যেমন আহারে, তেমনি বিহারে সেই ধর্ম্মকার্য্যই প্রধান কর্ম্ম হইয়া পড়ে। তাই হিন্দুর বিবাহেও দাম্পত্য-সুখ বা পতি-পত্নীর ইন্দ্রিয়-সুখই মূল লক্ষ্য নহে—এবং হিন্দুপত্নীর প্রধান প্রতিশব্দ হিন্দুজাতি-মধ্যে প্রণয়িনী নহে—সহধর্ম্মিণী।

এই "সহধর্ম্মিণী" কথাটীই ভাবিয়া দেখিলে, পূর্ব্বকালের হিন্দুদিগের পতি-পত্নীর সম্বন্ধ সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, হিন্দুজাতির মধ্যেই এই সম্বন্ধটা যেন দিন দিন শিথিল হইয়া যাইতেছে। সেই কথাটা দেখাইয়া দেওয়াই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

হিন্দুর নিকট, গৃহস্থাশ্রম ধর্ম্মপালনের জন্য আশ্রম বিশেষ। এই "আশ্রম" কথাটাতেই সাংসারিক কার্য্যের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিতেছে। এই আশ্রমের যাবতীয় কার্য্যই হিন্দুগণ ধর্ম্মোদ্দেশে করিবেন, ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। হিন্দুর আহারও ধর্ম্মবিশেষ। হিন্দুর আহারের পূর্ব্বে ও পরে যে সকল মন্ত্রোচ্চারণের বিধি আছে—আহারকালে যে প্রকার অবস্থায় থাকিবার ব্যবস্থা আছে, একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে তাহাতেই উপরোক্ত কথাটীর অর্থ বেশ বুঝিতে পারা যায়। যাহা হউক সে সব মন্ত্রের কথার উল্লেখের এখানে প্রয়োজন নাই। এখন ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, হিন্দুর ঘরকন্নাও ধর্ম্মাচরণ। এই ধর্ম্মাচরণে পত্নী পতির সহধর্ম্মিণী। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, এখনি আর হিন্দুপত্নীগণ যেন সে কথা মনেই করেন না। তাঁহারা ঘরকন্না করিতেছেন, কিন্তু ঘরকন্না যে একটা ধর্ম্ম—যেমন পূজা, সন্ধ্যা, উপাসনা

ধর্ম্মাচরণ—যেমন অতিথিসেবা, দান, ব্রতাদি ধর্ম্মাচরণ, ঘরকন্নাও যে ঠিক্ তেমনই একটা ধর্ম্ম—এ কথা বর্ত্তমান কালের হিন্দু পত্নীগণ যেন ভুলিয়া যাইতেছেন। এই ভয়ানক ভুল হইতেই সমাজে স্ত্রীজাতির এখন অবনতি হইতেছে, আমি এইরূপ মনে করি। কেন করি, তাহা বলিতেছি।

দেখ হিন্দুপত্নী যাহাকে ধর্ম্মাচরণ মনে করে—তাহা কত সাবধানে, কত যত্নে, কত শঙ্কিতচিত্তে করিয়া থাকে। হিন্দুর পূজার ঘর, পূজার সজ্জা—কেমন পবিত্র, কেমন সুন্দর!

এই পূজা উপাসনার সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ আছে বুঝিয়াই হিন্দুপত্নী এমন পবিত্রচিত্তে, এমন পবিত্রশরীরে, এমন সযত্নে, এমন সাবধানে, এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। কিন্তু যেটা 'ঘরকন্না'—তাহাতে হিন্দুপত্নী ত এমন পবিত্র হৃদয়, পবিত্র কায়ের আবশ্যকতা মনে করেন না। তাই, ইহাতে এত শৈথিল্য, এত অশান্তি, এত কলহ, এত পদস্খলন। তাঁহারা মনে করেন ঘরকন্নাটা না করিলে শরীর চলে না—সংসার চলে না, তাই তাহা অনুষ্ঠেয়। তাঁহারা "ঘরকন্না"ই, ধর্ম্মানুষ্ঠান—তাহাই সুখের উপায়, তাহাই প্রকৃত সুখ, এরূপ আর মনে করেন না। তাঁহারা ঘরকন্না করিয়া শরীর বাঁচাইয়া অন্য উপায়ে সুখলাভ করিতে চাহেন। তাই হিন্দুর গৃহে এখন আর সে পবিত্রতা নাই, সে নিঃস্বার্থপরতার উজ্জ্বল উদাহরণ নাই, সে শান্তি নাই, সে সুখও নাই।

বাস্তবিক এখন আর হিন্দু পত্নীকে প্রকৃত প্রস্তাবে "সহধর্ম্মিণী" বলা যায় না। তাঁহারা এখন প্রণয়িনী মাত্র। তাঁহারা নিজেরাও তাহাই ভাবেন। স্বামীর ধর্ম্মাধর্ম্ম, ছোট বড় সকল কার্য্যে, কোন্ হিন্দুপত্নী দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন? স্বামীর কি অনুষ্ঠেয়, কি অনুষ্ঠেয় নহে, স্বামীর ধর্ম্মাচরণে সহায়তা করিতে কি কর্ত্তব্য, কি নহে—কোন্ পত্নী এখন তাহার সন্ধান রাখিয়া থাকেন? তাঁহারা অনুসন্ধান রাখেন একটা বিষয়ের—চাহেনও সেই একটা বিষয়। তাঁহারা পাইতেও চাহেন কেবলমাত্র স্বামীর ভালবাসা, দিতেও চাহেন তাহাই। সে ভালবাসার অর্থ অনেক সময়ে, দুটো মিষ্ট কথা আর দুটো আবদার মাত্র। কিন্তু এই কুহকিনীই তাঁহাদিগের যেন একমাত্র আরাধ্য দেবতা। এ "ভালবাসা"টা যে কি, তাহা তাঁহারা দেখেন না, দেখিতে পারেন না, দেখিতে চাহেনও না। এ ভালবাসা যে অনেক স্থলেই শতকরা নিরানব্বইটা ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়-সুখ-মোহ কি এমনই একটা কিছু, তাহা তাঁহারা বুঝেন না। না বুঝিয়া এই নিদারুণ হলাহল পান করিয়া, তাঁহারা নিজেরা বিকৃত হইতেছেন—পতিদিগকেও বিকৃত করিয়া তুলিতেছেন।

কেন এমন হইল, জানি না। পাশ্চাত্য প্রণয়ের আপাত-মধুর কাহিনী পড়াতেই পতির নিকট হইতেই কি "ভালবাসা"

পদার্থটা এমন ভাবে হিন্দুগৃহে স্থান পাইয়াছে ? জানি না। কিন্তু ইহা এমন হইয়াছে যে, ইহা হিন্দু পতিপত্নীর অস্থি মজ্জার সহিত এমনই মিশিয়া পড়িয়াছে যে, বুঝি এই বৃত্তিটার পরিতৃপ্তিই এখন হিন্দুদম্পতীর একমাত্র এবং অতিমাত্র সুখ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। বাঙ্গাল ভাষায় লিখিত নবেল, নাটক গুলি এই ভাব পরিপোষণের সহায়তা করিতেছে। যে নবেল লেখে, সেই এই ভালবাসার কাহিনী লইয়া লেখে। সেই কাহিনা যে গ্রন্থে ভাল আছে, সেই গ্রন্থই ভাল। কুন্দ, আয়েসা যত লোকের মনে ধরে, শান্তি প্রফুল্ল তত তাহাদের মনে ধরে না। এমনই অধঃপতন ঘটিতেছে বটে।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মর্ম্মাহত হইতেছি। কাহার দিকেই বা তাকাই ? সমাজে যাঁহারা শিক্ষিতা বলিয়া খ্যাতা, তাঁহারা ত এই ভালবাসার অধিকার লইয়াই ব্যতিব্যস্ত। তাঁহারা কি আর ইহ জন্মে সহধর্ম্মিণী হইতে চাহিবেন ? "ঘরকন্না" তাঁহাদিগের নিকট অতি ক্ষুদ্র কার্য্য। ইহা ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ত নহেই, প্রত্যুত অতি ঘৃণাজনক হীন কার্য্য বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। তাঁহারা চাহেন উচ্চ বিষয়ের দিকে—রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি বড় বড় কার্য্য লইয়াই তাঁহারা ব্যস্ত—তাঁহারা কি ঘরকন্নার কথা ভাবিতে পারেন ? আর যাঁহারা অশিক্ষিতা, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে ঘরকন্না করেন বটে, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহা একটী অতি পবিত্র কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মানুষ্ঠান ভাবিয়া নহে—না করিলে চলে না বলিয়া। যেমন উপাসনা, যেমন পূজা, যেমন ব্রত, যেমন যজ্ঞ, তেমনই যে "ঘরকন্না" এ কথা তাঁহারা জানেনই না। তাই এখন আর আমাদিগের গৃহস্থাশ্রম নাই। আছে যাও, তাহা বিহারের নির্দ্দিষ্ট স্থানমাত্র। গৃহস্থাশ্রমে এখন আর সহধর্ম্মিণী নাই—আছে প্রণয়িনী মাত্র।

সত্য বটে, এখন দুই এক জন পত্নী পতিকে উচ্চকার্য্যে সহায়তা করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এ ভালই কথা, কিন্তু যে পর্য্যন্ত গৃহস্থাশ্রমে পত্নী পতির সহধর্ম্মিণী না হইবেন, যে পর্য্যন্ত ঘরকন্নাকে পত্নীগণ ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া মনে না করিবেন, সে পর্য্যন্ত ইহাতে বিশেষ কোন ফল হইবে, আমি এরূপ মনে করি না।

তাই আমার বড় ইচ্ছা হয়, এই হিন্দুপত্নীগণকে আবার সেই গৃহধর্ম্মে সহধর্ম্মিণী-পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিব। ঘরকন্না যে একটী বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠান, তাহা বুঝিয়া যদি শিক্ষিতা কামিনীগণ "সহধর্ম্মিণীর" ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তবে আবার আমাদিগের এই গৃহস্থাশ্রমে চতুর্ব্বর্গের ফল পাইতে পারি। হায়! কবে এই আশা সফল হইবে ? কবে হিন্দুরমণী আবার সেই "সহধর্ম্মিণীর" উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া স্বামীর ছোট বড়, সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানে সহায়তা করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিবেন ? এমন দিন কি হইবে ?

কোমলদেহে দুর্জ্জয় শক্তি।

"বলি, অত তাড়াতাড়ি যাও কোথা? শোন, শোন, তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।"

"কি কথা? শীঘ্র বল। আমার দাঁড়াইবার সময় নাই; অনেক কাজ আছে। তা ছাড়া আমি সম্পূর্ণ পরাধীন; ইচ্ছা করিলেই যে কোথাও দুদণ্ড স্থির হইয়া বসিব, এমন স্বাধীনতা আমার নাই। তবে যদি আমাকে একটা গ্লাসে পুরিয়া বরফের মধ্যে বসাইয়া রাখিতে পার, তাহা হইলে তুমি আমাকে খানিকক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারিবে।"

"আচ্ছা তাই সই। তোমার নিজমুখে আমি তোমার নাম ধাম কাজকর্ম্ম ইত্যাদির বিষয় শুনিতে চাই। সে সব বলিতে অনেক সময় লাগিবে। সেই জন্য তোমার কথা মত তোমাকে এই গ্লাসে রাখিয়া বরফের মধ্যে বসাইলাম। এখন বল তুমি কে? তোমার বাড়ী কোথায়? আর তুমি যে এত কাজ কাজ কর, সেই কাজটাই বা কি?"

"আমি কে তাহা এখন বলিব না; সেটা যদি বুঝিয়া লইতে পার ভালই; নহিলে শেষে বলিব। আমার বাড়ী এক হিসাবে সমস্ত পৃথিবী যুড়িয়া। আমি কখনও মহাসমুদ্রে, কখনও হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গে, কখনও হ্রদে বা নদীতে, কখনও খালবিল বা পুষ্করিণীতে, কখনও কূপে, কখনও কলসে, কখনও বৃক্ষলতা জীবজন্তুর শরীরের মধ্যে, কখনও কল কারখানায়, কখনও বা ভূগর্ভে বাস করি; আবার কখনও বা বাতাসের অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া সুদূর আকাশে উড়িয়া বেড়াই। তবে সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া বলিতে গেলে মহাসমুদ্রকেই আমার প্রকৃত আবাসভূমি বলিতে হয়। কেননা আমাদের পরিবারের অধিকাংশ লোক সেখানে বাস করে; আর যাহারা কাজের খাতিরে দূরদেশে যায়, তাহারাও অনেকে মধ্যে মধ্যে বহুদেশ ও জনপদ ঘুরিয়া আবার সেই মহাসমুদ্রে আসিয়া বিশ্রাম করে।"

"আমাকে এখানে তুমি অল্প কয়েকজন সঙ্গীর সহিত দেখিতে পাইতেছ। কিন্তু আমরা অনেক ভাই—কাহারও সাধ্য নাই যে গণিয়া আমাদের সংখ্যা নিরূপণ করে। আমরা পৃথিবীর বার আনা অংশ ব্যাপিয়া আছি। অথচ আমাদের এক এক জন আমার মত ছোটো, এতেই বুঝিতে পারিবে আমরা সংখ্যায় কত! আমাকে এই ক্ষুদ্র সামান্য দেখিতেছ। কিন্তু আমরা কোটি কোটি ভাই যখন একত্র মিলিত হই, তখন আমরা দুর্জ্জয় শক্তি ধারণ করি। তখন কাহার সাধ্য আমাদের শক্তিকে বাধা দেয়? তোমাদের দেশে শুনিতে পাই 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।'

আমরা কিন্তু ভাই ভাই যত মেশামিশি করি, ততই আমাদের শক্তি বাড়ে। আমরা যখন বাতাসের সঙ্গে খেলা করিতে করিতে সমুদ্রবক্ষে উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া নৃত্য করি; তখন বড় বড় জাহাজ—যাহা লইয়া মানুষ কত অহঙ্কার করে, কত সহর তোপে উড়াইয়া দেয়, সেগুলাকে লইয়া আমরা মোচার খোলার মত কখনও উপরে তুলি, কখনও নীচে নামাই, শেষে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ডুবাইয়া দিই। কখনও বা কৃষ্ণবর্ণ জলদ-জালে নভস্তল আচ্ছাদিত করিয়া মুষলধারে বারি বর্ষণপূর্ব্বক বন্যার জলে দেশ জনপদ ভাসাইয়া লইয়া যাই; শ্রবণ-বিদারক রবে গগন মেদিনী কম্পিত করিয়া অশনি-সম্পাতে মানবের মনে বিষম ভীতির সঞ্চার করি। কখনও বা বায়ু-মণ্ডলে, ভারের ঘোর তারতম্য উৎপাদন পূর্ব্বক ভীষণ বাত্যাবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়া কত বৃক্ষ সমূলে উৎপাটন করি, কত গৃহ উড়াইয়া লইয়া যাই, কত জীব জন্তুর প্রাণসংহার করি, সমুদ্র হইতে পর্ব্বত-প্রমাণ তরঙ্গ তুফান আনয়নপূর্ব্বক কত গ্রাম, কত নগর ভাসাইয়া দিই। আবার আগুনের সাহায্যে আমরা গাড়ী চালাই, জাহাজ চালাই, কল চালাই—কত রকমের কাজ করি। আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের কতকগুলি ঘটনা বলিলেই বুঝিতে পারিবে আমাদের কত কাজ করিতে হয়। ঘটনাগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের। কিন্তু বর্ণনার সুবিধার জন্য আমি সেগুলি একত্র সম্বদ্ধ করিয়া বলিব।"

"আজি তিন চারি মাস হইল একদিন ভারত মহাসাগরের বক্ষে তরঙ্গের উপর ভাসিয়া বেড়াইতেছি, এমন সময় দক্ষিণ দিক্ হইতে শুষ্ক বায়ু বহিতে আরম্ভ হইল। আমাদের শরীরের প্রকৃতি এমনি যে, উত্তাপ লাগিলেই আমাদের শরীর ফুলিতে থাকে ও হাল্‌কা হইতে থাকে; শেষে উত্তাপ নিতান্ত অধিক হইলে আমরা একেবারে অদৃশ্য হইয়া বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া যাই। এ ছাড়া শুষ্ক বায়ুর সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত প্রণয়; শুষ্ক বায়ু গায়ে লাগিলেই আমরা বায়ুর মত অদৃশ্য হইয়া একেবারে তাহার সঙ্গে মিশিয়া যাই। দক্ষিণ দিক্ হইতে সে দিন যে শুষ্ক বায়ু বহিতেছিল, তাহা গায়ে লাগিবামাত্র আমরা দলে দলে অদৃশ্য হইয়া তাহার সঙ্গে মিশিয়া গেলাম। আমরা বাতাসের চেয়ে হাল্‌কা বলিয়া ক্রমেই উঠিতে লাগিলাম। উপরের বাতাস ক্রমে ঠাণ্ডা বোধ হওয়াতে আমরা একটু ঘন হইয়া মেঘের আকার ধরিয়া ক্রমাগত উত্তর দিকে চলিলাম। সুন্দরবনের উপর আসিয়া সেখানকার গাছগুলির প্রাণ বাঁচাইবার জন্য খানিক বৃষ্টিপাত করিয়া আমরা আরও উত্তর দিকে চলিলাম। এমন সময় আর একখানি জল-ভরা মেঘ আসিয়া আমাদের সঙ্গে মিশিল। খানিক পরে আবার একখানি মেঘ আমাদের দিকে আসিতে লাগিল। কিন্তু প্রথম মেঘখানি যেমন সহজে আমাদের সঙ্গে মিশিয়াছিল, এখানির বেলা তেমন হইল না। আমরা যখন বাষ্প

হই, তখন আমাদের মধ্যে একপ্রকার বৈদ্যুতিক তেজ আসে। আমি যে মেঘে ছিলাম, তাহার ও প্রথম মেঘখানির বৈদ্যুতিক তেজ একজাতীয় বলিয়া আমরা সহজে মিশিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু দ্বিতীয় মেঘখানির বৈদ্যুতিক তেজ বিপরীত প্রকৃতির বলিয়া বিষম গোলযোগ বাধিল। উভয় মেঘ হইতে বৈদ্যুতিক তেজ বাহির হইয়া মহাযুদ্ধ বাধিয়া গেল, সহস্র কামানকে পরাজিত করিয়া ঘোরতর অশনি-সম্পাত হইতে লাগিল। কিন্তু তেজঃ-ক্ষয় হওয়াতে আমাদের শরীর শীতল ও ভারী হইয়া পড়িল এবং আমরা জল হইয়া নীচে নামিতে আরম্ভ করিলাম। আমিও সকলের সঙ্গে মাটিতে পড়িয়া গেলাম, কিন্তু সেখানেও আমরা দাঁড়াইতে পারিলাম না। পৃথিবীর আকর্ষণের বল আমাদিগকে নীচের দিকে টানিতে লাগিল। আমরা গায়ে ধূলা কাদা মাখিয়া নালা নর্দ্দামার ভিতর দিয়া ছুটিতে ছুটিতে একটা পুষ্করিণীতে গিয়া পড়িলাম। মনে করিলাম, সেখানে দুইদিন একটু বিশ্রাম করিতে পাইব। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে বিশ্রাম-সুখ খুব অল্পই ঘটে। পরদিন প্রাতে আমার চারি দিকের জল কে যেন টানিতে লাগিল। আমি আর পাঁচজনের সঙ্গে সেই টানে পড়িয়া একটা নলের ভিতর দিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে একটা প্রকাণ্ড লোহার ঘরের মধ্যে গিয়া পড়িলাম। তাহার ভিতর হইতে কেমন করিয়া বাহির হইব ভাবিতেছি, এমন সময় একটা ছিদ্র উন্মুক্ত হইল ও আমরা আর একটা নলের ভিতর দিয়া আর একটা লোহার ঘরে গিয়া পড়িলাম। সে ঘরটা বড় গরম। সেখানে প্রবেশ করিয়াই আমাদের শরীর মহাতেজে ফুলিতে লাগিল; আমরা একবার উপরে উঠি, একবার নীচে নামি—এইরূপ করিতে করিতে আমাদের দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, কিন্তু মৃত্যু হইল না, কেননা আমাদের মরণ নাই। আমাদের আয়তন এত বাড়িয়া গেল যে, সে ঘরে আর স্থান হয় না। আমরা খুব ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ি করিয়া ঘরটা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। বোধ হয় আর একটু বিলম্ব হইলেই আমরা সেই কঠিন লোহাগার চূর্ণ করিয়া ফেলিতাম। কিন্তু ভাগ্যক্রমে বা মানুষের বুদ্ধিকৌশলে তাহা ঘটিতে পাইল না। সেই লোহার ঘরের সঙ্গে একটা নলের যোগ ছিল, আমরা সকলে মিলিয়া সেই দিকে খুব ধাক্কা দেওয়াতে একটা লোহার ছিপির মত জিনিস সরিয়া গেল এবং একটা নল উন্মুক্ত হইল। আমাদের মধ্যে জনকতক তাহার ভিতর দিয়া বাহির হইয়া পড়াতে একটু স্থান হইল। কিন্তু তাহার পরক্ষণেই সেই ছিপিটা আবার আমাদের দিকে সরিয়া আসিল ও নল বন্ধ হইয়া গেল। আবার ঠেলাঠেলি করিয়া ছিপি সরাইয়া দিয়া আমাদের আর জনকতক বাহির হইয়া পড়িল। এইরূপে আমরা দলে দলে বাহির হইতে লাগিলাম। আমি একটু পশ্চাতে

ছিলাম বলিয়া আমার বাহির হইতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল। সে যাহা হউক বাহিরে আসিয়া দেখি চারি দিকে উন্মুক্ত আকাশ, নীচে দিয়া একখানা রেল গাড়ি চলিয়া যাইতেছে। তখন বুঝিলাম আমরা মানুষের বুদ্ধিকৌশলে ঐ লৌহ-শকটের হাঁড়ির মধ্যে পড়িয়া উহাকে চালাইতেছিলাম।

তাহার পর আমরা বাতাসের উপর ভর করিয়া বৃষ্টিদানে পৃথিবীর শুষ্ক বক্ষঃ শীতল করিতে করিতে, বৃক্ষলতা পুষ্পোদ্যান সমূহ সরস করিতে করিতে, ক্রমাগত উত্তর পশ্চিমাভিমুখে চলিতে লাগিলাম। অবশেষে হিমালয়ের শীতল বায়ুস্পর্শে নিস্তেজ ও হিমাঙ্গ হইয়া শ্বেতবর্ণ তুষারের আকার ধারণ করিয়া এক উচ্চ অধিত্যকার আশ্রয় লইলাম। কিন্তু সেখানেও নিস্তার নাই। আমরা যাহার উপর পড়িয়াছিলাম, সেটী একটী তুষারনদী (glacier)। সেই নদীটী আদরে আমাদিগকে বক্ষে লইয়া মৃদুমন্দ গতিতে নিম্নাভিমুখে চলিতে লাগিল। আমরা যত নিম্নে আসিতে লাগিলাম, ততই বায়ুর উত্তাপ বাড়িতে আরম্ভ হইল এবং উক্ত নদীর অগ্রভাগ দ্রবীভূত হইয়া নির্ঝরে পরিণত হইল। উপযুক্ত সময়ে আমিও নির্ঝরের সঙ্গে সঙ্গে গোমুখ পর্ব্বতের ভিতর দিয়া হরিদ্বারের পথে গঙ্গায় আসিয়া পড়িলাম এবং গঙ্গাস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে বঙ্গোপসাগরে উপস্থিত হইলাম।

বঙ্গোপসাগরে আসিয়া দেখি সেখানে বড়ই গরম; কাজেই সেখানে থাকিতে পারিলাম না; শরীর স্ফীত ও হাল্‌কা হইয়া উঠিল, আবার বাতাসের সঙ্গে উপরে উঠিলাম। সেখানে দেখি আমাদের দল এত বেশী যে, সমস্ত বাতাস একেবারে হাল্‌কা হইয়া উঠিয়াছে; ওদিকে স্থলের উপর যে বাতাস ছিল, তাহা শুষ্ক ও ভারী হইয়া পড়িয়াছে। উভয় বায়ুর ভারের এই তারতম্য নিবন্ধন ঠেলাঠেলি আরম্ভ হইল। কিন্তু আমাদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠে কাহার সাধ্য? এক দিকে বাতাস একাকী, আর একদিকে আমরা বাতাসের সহায়। আমরা দেখিতে দেখিতে নিবিড় কালিমাময় জলদজালে নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ভীষণ ঝটিকাবর্ত্ত (cyclone) উত্থাপিত করিলাম। পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিল; আমরা সরস্থার বৃক্ষলতা উৎপাটিত ও ভূমিসাৎ করিতে লাগিলাম; কুটীরের চাল উড়াইয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম। ঝটিকা উত্তর পশ্চিম হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্ব দিক্ হইয়া ক্রমে দক্ষিণ দিক্ হইতে বহিতে লাগিল। তাহার বেগে বঙ্গোপসাগরের জল স্ফীত হইয়া নদীমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। কত বাড়ী ঘর ডুবিয়া গেল, কত মানুষ গরু ও অন্যান্য জন্তু ভাসিয়া গেল, কত বড় বড় জাহাজ ক্রীড়াপোতের ন্যায় দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। সংস্ত দিন এইরূপ করিয়া ক্রমে যখন বায়ুর ভারের সমতা স্থাপিত হইল, তখন আমরা ক্ষান্ত হইলাম। কলিকাতায় ১২৭১ সালের ২০এ আশ্বিনে ও তাহার কয়েক বৎসর

পরে নওয়াখালি অঞ্চলে যে ভীষণ ঝটিকাবর্ত্ত হইয়াছিল, সে সব আমাদেরই সমবেত শক্তির ফল।

ঝড়ের সঙ্গে যে বৃষ্টি হইতেছিল, আমি তাহার সঙ্গে গঙ্গার ভিতর পড়িয়া গেলাম। সেখানে আমাকে কিছু দিন থাকিতে হইল। ভাঁটায় খানিক দক্ষিণে যাই, আবার জোয়ারে ঠেলিয়া উত্তরে লইয়া আসে। এইরূপে কিছু দিন 'ন যযৌ ন তস্থৌ' ভাবে আছি, এমন সময় এক দিন পল্তার কাছ দিয়া আসিতে আসিতে গায়ে কেমন টান পড়িল, তাহার বলে একটা নলের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলাম। নল হইতে বাহির হইয়া দেখি, একটা বৃহৎ পুষ্করিণীর মধ্যে ভাসিতেছি। সেখানে দুই এক দিন থাকিয়া আর একটা পুকুরে গিয়া পড়িলাম। এইরূপে কতকগুলা পুকুরের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে আমার গায়ের ময়লা সব পরিষ্কার হইয়া গেল। তাহার পর আমি আমার মত আরও অনেকের সঙ্গে মিলিয়া একটা প্রকাণ্ড নলের ভিতর দিয়া গড়াইতে গড়াইতে প্রায় সাতক্রোশ পথ আসিয়া কলিকাতার দক্ষিণে টালার জলের কলের পুষ্করিণীতে আসিয়া পড়িলাম। সেখান হইতে মাঝারি, ছোট নানা আকারের নলের ভিতর দিয়া একটা বরফের কলে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখি। গরমে যেমন আমাদের শরীরের আয়তন বাড়ে, ঠাণ্ডাতেও কতকটা সেই রকম হয়। তবে ধরণটা ঠিক্ একরকমের নয়। গরমে আমাদের শরীরের পরমাণু সকল বিচ্ছিন্ন হইয়া ছড়াইয়া পড়িবার চেষ্টা করে, তাহাতেই আমাদের থাকিবার জন্য বেশী স্থানের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ঠাণ্ডা লাগিলে আমাদের দেহ নানা আকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফটিকের (crystal) রূপ ধারণ করে। ইংরাজীতে ইহাদিগকে snow-needles (তুষারসূচী) বলে। এই-গুলি যত ঘনভাবে সন্নিবিষ্ট হউক না কেন, ইহাদের মধ্যে অনেক ফাঁক থাকিয়া যায়। কাজেই ইহাদের থাকিবার জন্য বেশী জায়গার দরকার হয়। গরম থেকে ঠাণ্ডা হইবার সময় আমরা খানিক ক্ষণ অন্য জিনিসের মত আকারে সঙ্কুচিত হইতে থাকি। তাহার পর যেই স্ফটিকের আকার ধারণ করিতে থাকি, অমনি আমাদের আয়তন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তখন আবার আমাদের এত তেজ হয় যে, লোহা পাথর সব ফাটাইয়া ফেলিতে পারি। একবার এক অধ্যাপক ছাত্র-দিগকে এই বিষয় বুঝাইবার জন্য আমা-দের জনকতককে একটা পুরু লোহার বোতলে পুরিয়া খুব কসিয়া ছিপি বন্ধ করিয়া এমন একটা ঠাণ্ডা জিনিসের মধ্যে বোতলটা ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন, যাহার ভিতর খানিক ক্ষণ থাকিলেই জল জমিয়া বরফ হইয়া যায়। অল্পক্ষণ সেইভাবে বোতলের ভিতর থাকিবার পর তাহারা সেই স্ফটিকের আকার ধারণ করিতে আরম্ভ করিল, অমনি কামানের মত